উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 28 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 158

Thank you, India.
Jio aapne banaya.

Today, we take a historic step forward.
At its heart is the trust of a nation.
A Jio that you have helped build.

Jio’s journey has always been about more than a company.
It is about the possibilities of a connected India,
and the exciting future that lies ahead.

You have been part of making this history, and we look forward
to all that we will make possible together as a nation.

So that more dreams find their chance.
And a billion ambitions take India forward.

With love, from Jio.
Anant, Isha and Akash Ambani

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৫৯৮.৬৭ (-৮.০৮)
নিফটি : ২২,৭৪৯.৭৫ (-৩.৪৫)

ল্যান্ডফলের আগেই দাপট ‘অর্ণব’-এর ৭

সুপ্রিম কোর্টে সাময়িক স্বস্তি জ্ঞানেশের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

অভিযুক্তদের অর্ধনগ্ন করে হাঁটাল পুলিশ ৭

শিলিগুড়ি ১০ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 28 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 158

“ বৈভব শুরুটা দারুণভাবে করে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। আর ঠিক এটাই চাইছিলাম। এরপর আর ব্রেক লাগাইনি। নিজেদের সহজাত ব্যাটিং করেছি।

-অভিষেক শর্মা

অভিবাদন

৩৫ বলে সেঞ্চুরির পর ধ্যানমগ্ন অভিষেক শর্মা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

এরকম ব্যাটিং আগে দেখিনি : শ্রেয়স

ওয়েলিংটন, ২৭ অক্টোবর : ‘১২ বলে ৫০ কিন্তু করতে পারোনি!’

অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ইনিংসে যখন মজে ক্রিকেটমহল, তখন প্রিয় ছাত্রকে মজা করে ‘খোঁচা’ যুবরাজ সিংয়ের। তিন বলের ব্যবধানে এদিন যুবির বিশ্বরেকর্ড নিস্তার পেলেও, কতদিন তা টিকবে বলা মুশকিল। সৌজন্যে অভিষেক। উত্তর আপাতত সময়ের হাতে। তবে আজকের দিনটা একান্তভাবেই অভিষেকের।

প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট চলেনি। এদিন একেবারে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি। আর যে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ফিল্ডিংয়ের সময়ই ছকে রেখেছিলেন অভিষেক! ৩৮ বলে ১১৩-র সুবাদে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সেই রহস্যই ফাঁস করলেন। বলেন, ‘আমি আর বৈভব ঠিক করেছিলাম, ব্যাটিং উপভোগ করব। বিশেষত পাওয়ার প্লে-তে।

এরপর ছয়ের পাতায়

জোড়া এনকাউন্টার

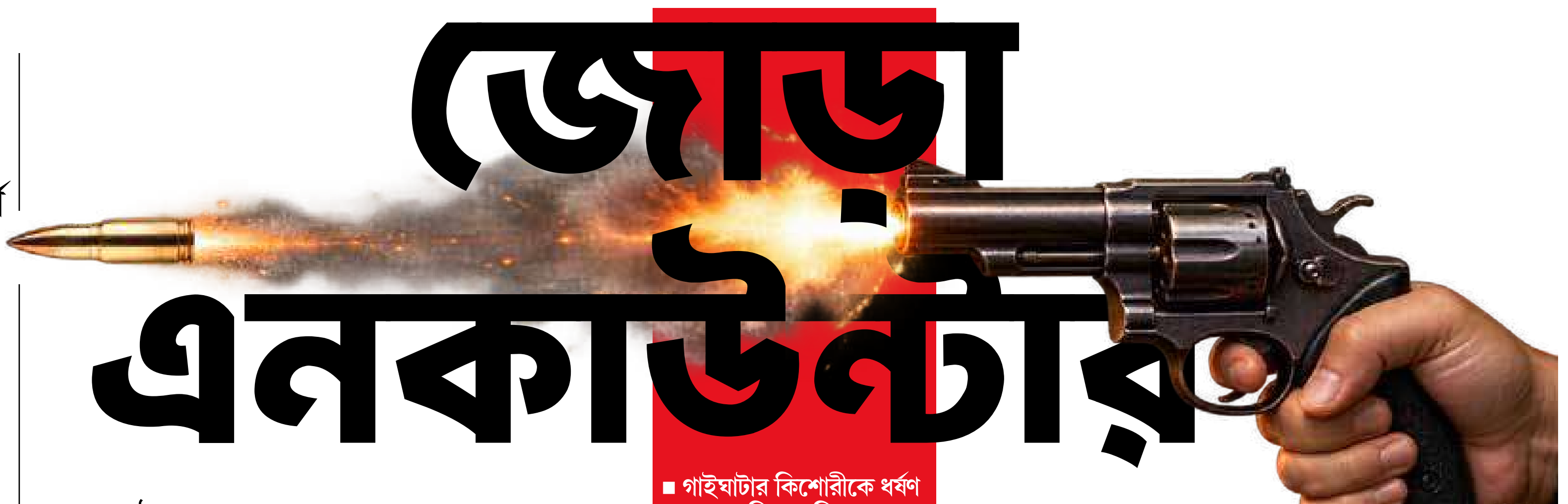

বারুইপুরের চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : একই যুক্তি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তদন্তে ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় আসামির পালানোর চেষ্টা। বাধা দিলে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে গুলি। তারপর পুলিশের পালটা গুলিতে জখম। হাসপাতালে আসামিকে মৃত বলে ঘোষণা চিকিৎসকের। বারুইপুরে যে চিত্রনাট্য সামনে এসেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জে। মঙ্গলবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পুলিশের এনকাউন্টারে প্রাণ গেল দুজনের।

বিচারের আগে পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের এই পরিণতিই ভবিতব্য কি না, প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। গাইঘাটার আসামি প্রহ্লাদ দাস ছিলেন এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের আসামি সামাউন হক ছিলেন বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ে অস্ত্র ছিনিয়ে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্তরা।

পুলিশ পালটা গুলি চালালে উভয়ের মৃত্যু হয়। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পাঁচ মাসে এই নিয়ে তিনটি এনকাউন্টারে রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের ‘ঠোক দো’ সংস্কৃতির আমদানির জল্পনা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রহ্লাদকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে আচমকা তিনি এক পুলিশ আধিকারিকের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে তিন-চার রাউন্ড গুলি চালান বলে অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করেও গুলি চালান প্রহ্লাদ। প্রাণ বাঁচাতে এক পুলিশ আধিকারিক পাশের খালে ঝাঁপ দেন। অন্য এক আধিকারিক পালটা গুলি চালালে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রহ্লাদ। দ্রুত বনগাঁ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সকালে ওই ঘটনার পর দুপুরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে এনকাউন্টারে নিহত হন সামাউন হক। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মী সুজিতকে খুনের পর দেহ টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল।

সেই মামলার তদন্তে সামাউনকে খুনের পুনর্নির্মাণের জন্য তদন্তকারী দলে ছিলেন ইনস্পেকটর অক্ষয় পাল, ইনস্পেকটর খালেকুজ্জামান প্রমুখ। দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ পুনর্নির্মাণ চলাকালীন অভিযুক্তের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশের দিকে তিন রাউন্ড গুলি ছোড়েন সামাউন।

এরপর ছয়ের পাতায়

- গাইঘাটার কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত ছিলেন প্রহ্লাদ দাস
- পুলিশের দাবি, পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করেও গুলি চালান প্রহ্লাদ
- পুলিশ পালটা গুলি চালালে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন
- বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডল খুনে মূল অভিযুক্ত ছিলেন সামশেরগঞ্জের আসামি সামাউন হক
- পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে গুলি করায় তাঁকেও এনকাউন্টার করা হয় বলে দাবি

আইনে অধিকার নেই পুলিশের, সমালোচনা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : সরকারের বয়স প্রায় ছয় মাস। তার মধ্যে তিন মাসের ব্যবধানে তিনটি এনকাউন্টার। শেষের দুটি আবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে। অপরাধের নৃশংসতা যতই হোক, এনকাউন্টার আইনসংগত কি না- সেই প্রশ্নের মুখে এখন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। শাসকদলের মন্ত্রী, নেতারা অবশ্য পুলিশের এনকাউন্টারে সিলমোহর দিচ্ছেন। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কথায়, ‘খুনি পালাচ্ছিল। তাই এনকাউন্টার হয়েছে।’

চাঁছাছোলা ভাষায় দিলীপের স্বভাবসুলভ যুক্তি, ‘কেউ যদি আইন অমান্য করে, তাহলে তার সঙ্গে এমনই হবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

বাংলা যে বড় দ্রুত ‘খাপ বেল্ট’ হতে চায়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার দুই প্রান্তের দুটি ঘটনা অসাড় করে দিয়ে চলে যায়। ক্রোধ বাকরুদ্ধ করে দেয় বড় দ্রুত। চোখের সামনে ভেসে ওঠে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের কিছু শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকার স্মৃতি— রোহতক, মুজফফরনগর, সোনপত, বাগপত, মিরাট, কার্নাল। ভারতের খাপ বেল্ট। জাত আর গোত্র সর্বস্ব মানুষ।

সরশুনার রাস্তায় লক্ষ্মীপুজোর রাতের ভিডিও দেখে নিশ্চিত হই, কলকাতার রাস্তায় শুধু কয়েকজন মানুষকে অপমান করা হয়নি। প্রকাশ্যে নগ্ন হয়ে গিয়েছে আমাদের সমাজের বিবেক। খুলে গিয়েছে তিলোত্তমার সংস্কৃতির মুখোশ। এই বর্বর কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নজরুলের উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব করার অধিকার নেই!

তিনজন খাপ পঞ্চায়েতের শিকার হয়ে নগ্ন হাঁটতে বাধ্য হল, অথচ কেউ প্রতিবাদ করল না। কিছু পথচারী ব্যস্ত থাকল ছবি তুলতে। যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আমরা ক্রমশ কী হয়ে উঠছি। কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমাদের মন, মনন, মূল্যবোধ।

দ্বিতীয় ঘটনা কলকাতার বাইরের। গাইঘাটার। সেখানে পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হল ধর্ষণে অভিযুক্তর। বারুইপুরের ঘটনার পর এনকাউন্টারে মৃত্যুর কথা শুনলেই সন্দেহ দানা বাঁধে বুকে। নকশাল আন্দোলনের সময় এরকম এনকাউন্টারের গল্প শোনাত পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে নকশাল আন্দোলনও ফিরে এল বুঝি?

এরপর ছয়ের পাতায়

মহাবীরস্থানের রেলগেটে উদ্বেগের স্রোত

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বিন্দু রায় শিলিগুড়িরই বাসিন্দা। ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান। মহাবীরস্থানের দুটি রেলগেট যে বন্ধ হতে চলেছে তা মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ পড়ে জেনেছেন। তারপর থেকেই মাথায় হাত। এদিন সকালে বলছিলেন, ‘নয়াবাজার থেকে নানা সামগ্রী ভ্যানে করে শহরের নানা বাজারে নিয়ে যেতে মহাবীরস্থানের রেলগেটই একমাত্র ভরসা। সেটি বন্ধ হলে...।’ সত্যিই, এই রেলগেট বন্ধ হলে যে মহাবীরস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অর্থনীতির যে দফারফা হবে তা এদিন অনেকের সঙ্গেই কথা বলে পরিষ্কার হয়েছে। পত্রিকার এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এদিন সকাল থেকেই চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সেই কাটিং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হওয়ার পরমুহূর্তেই ভাইরাল।

কিছুদিন আগে রাতের অন্ধকারে তড়িঘড়ি ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার মহাবীরস্থানের পৃথক দুটি রেলগেটও বন্ধের পথে বলে খবর। ফুলেশ্বরীর ক্ষেত্রে তবুও একটা আন্ডারপাস আছে। কিন্তু মহাবীরস্থানের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আন্ডারপাসের কোনও সম্ভাবনার বিষয়ে রেলের তরফে আভাস মেলেনি। মহাবীরস্থানে রেলগেট বন্ধ থাকলে তবুও আশপাশের ফাঁকা অংশ দিয়ে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাওয়া যায়। কিন্তু রেলগেট পাকাপাকিভাবে বন্ধ হলে সেই ফাঁকা অংশগুলিও যে বন্ধ করে দেওয়া হবে তা ইতিমধ্যেই ফুলেশ্বরীর ঘটনায় স্পষ্ট। সেখানে রেলগেট এমনভাবে বন্ধ করা হয়েছে যে ওই অংশ দিয়ে রাস্তা পারাপার বলতে গেলে একপ্রকার অসম্ভবই। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন নতুনভাবে সেজে উঠছে। ফলে আশপাশে যত ফাঁকা জায়গা আছে সবই সীমানা প্রাচীরের আওতায় আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বিন্দুকে ভ্যান নিয়ে নয়াবাজার থেকে যদি আলুপট্টিতে যেতে হয় তবে ডাঙ্গিপাড়ায় রেলগেট দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে রাস্তা যতটা উঁচু তাতে তিনি একা ভ্যান নিয়ে কাজটি করতে পারবেন না। বিকল্প ব্যবস্থা বলতে, নয়াবাজার থেকে বেরিয়ে বর্ধমান রোডে গিয়ে সেখান থেকে কোনও রাস্তা ধরে হিলকার্ট রোডে উঠে আলুপট্টি। তবে এতে ভোগান্তি যে প্রচুর বাড়বে তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। প্রচুর সময়ও লাগবে।

এরপর চারের পাতায়

- ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধের পর মহাবীরস্থানের জোড়া রেলগেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে শহরের উদ্বেগ
- সাধারণ বাসিন্দা থেকে ভ্যানচালক, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা গভীর চিন্তায় পড়েছেন
- বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপের আশ্বাস পর্যটনমন্ত্রীর

চটজলদি প্রত্যাশা পূরণ হবে না, বার্তা শুভেন্দুর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : সবুরে মেওয়া ফলে। এই আপ্তবাক্যটাই সম্ভবত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হাতিয়ার। বঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের ছয় মাস পার হতে চলল। যে সরকারের ওপর মানুষের প্রত্যাশা অনেক। বিপুল ভোটে জিতিয়ে এই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে মানুষ। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ যে চটজলদি হওয়ার নয়, সেকথাই যেন বুঝিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও কেন্দ্রীয় জলসম্পদমন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করতে তিনি মঙ্গলবার নয়াদিল্লি এসেছিলেন।

দুই মিটিংয়ের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সরকারের কাজের ফল হাতেনাতে পেতে চাইলে রাজ্যবাসীকে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।’ তাঁর যুক্তিতে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র ছয় মাস। এখনই কোনও ফল পাওয়ার আশা করলে ভুল হবে। তবে তাঁর আশ্বাস, “এক বছরের মধ্যে সরকারের কাজের ফল পেতে শুরু করবেন মানুষ। দু’বছরের মাথায় পরিবর্তন চোখে পড়বে আর পাঁচ বছর পর রাজ্যবাসী প্রকৃত অর্থে ‘সোনার বাংলা’ দেখতে পাবেন।”

কোনও সরকার নতুন ক্ষমতায় এলে কিছুদিন পর থেকে সেই সরকারের কাজের বিচার শুরু হয়ে যায়। শুধু যে সাধারণ মানুষ বিবেচনা করে, তা নয়। সংবাদমাধ্যমও তথ্যের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখে। বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের ছয় মাস পার হতে চলায় সেই বিচার যে শুরু হয়ে যাবে, তা ভালোই জানেন শুভেন্দু। সম্ভবত তাই তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর সরকারের কাজের মূল্যায়ন করার সময় এখনও হয়নি। ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসানের পর যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা রাজ্যের মানুষের আছে, তা পূরণে আরও সময় প্রয়োজন।

এরপর ছয়ের পাতায়

গ্রামে ঢোকে না অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের গাড়ি

খাটিয়ায় রোগীকে বহন

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অক্টোবর : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক সংলগ্ন ব্লকপাড়ায় সামনে এল লজ্জার ছবি। রাস্তা না থাকায় খাটিয়ায় করে নিয়ে যেতে হচ্ছে রোগীকে। সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি সামনে আসতেই নিন্দার ঝড় শুরু হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের উলটোদিকেই ব্লকপাড়া। যেখানে প্রায় একশো পরিবারের বাস। কিন্তু ওই এলাকায় ঢোকার কোনও রাস্তা নেই। একসময় রাস্তা থাকলেও সেটি এখন কার্যত পুকুরের গ্রাসে। এলাকায় ঢুকতে পারে না অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের গাড়ি। সাইকেল বা মোটরবাইক নিয়ে যেতে গিয়েও ঘটে দুর্ঘটনা। সন্ধ্যার পর হেঁটে চলাচল করাও বিপজ্জনক। একাধিকবার ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তার দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। ভোট এলেই মিলেছে প্রতিশ্রুতিও, কিন্তু হয়নি কাজ। রাস্তার এই অবস্থার কারণে প্রসূতি থেকে শুরু করে রোগীদের নিয়ে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয়দের। সেরকমভাবেই সম্প্রতি এক রোগীকে খাটিয়ায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয়রা। সেই ছবিই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

খাটিয়ায় করে রোগী নিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসী। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

স্থানীয় মানা দাস ক্ষোভের সুরে বলেন, 'দীর্ঘ ১০ বছরের বেশি সময় ধরে এই রাস্তা খারাপ। ব্লক প্রশাসনের সদর দপ্তরের পাশে এই গ্রামের এতটাই দুরবস্থা যে, মানুষ অসুস্থ হলে বাধ্য হয়ে আমাদের খাটিয়া করে প্রধান সড়কে নিয়ে যেতে হয়।' আরেক বাসিন্দা সীমা দাস জানান, এলাকারই এক বয়স্ক মহিলা অসুস্থ হয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে খাটিয়া করে গ্রামবাসী তাঁকে রাস্তায় নিয়ে এসেছেন, কিছু করার নেই।

এই ভিডিও সামনে আসার পর সরজমিনে রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখতে এলাকায় যান হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও ধ্রুবাশিস সামন্ত। তিনি বলেন, 'রাস্তার অবস্থা সত্যি খারাপ। অবিলম্বে যাতে রাস্তাটার কাজ দ্রুত করা যায়, সেই ব্যবস্থা করা হবে।' এদিকে, বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জাও। রাস্তার হাল নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান প্রাক্তন বিধায়ক তজমুল হোসেনকে লক্ষ্য করে তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টা গ্রামবাসীরা আমাকে জানাতে পারত। ঘটনাটা আমি ভিডিও দেখে জানতে পারলাম। অবশ্যই যাতে এলাকায় রাস্তা হয়, সেই ব্যবস্থা নেব।'

অন্যদিকে, শাসক শিবির এই বিষয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে বিগত সরকারকে। বিজেপি নেতা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অজয় পাসোয়ান বলেন, 'ঘটনাটা জানতে পেরেছি, যাতে ওই এলাকায় অবিলম্বে রাস্তা করা যায়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বিগত আমলে ১৫ বছরে ওই এলাকায় কিছুই কাজ হয়নি।' আবার সিপিএমের দাবি, তৃণমূল থেকে ডাবল ইঞ্জিন সরকার— প্রত্যেকেই ব্যর্থ। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফেরদৌস বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না বলে একজন অসুস্থ রোগীকে খাটিয়ায় করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ প্রশাসনিক অফিসের ঠিক পাশেই এই গ্রাম।'

> **দীর্ঘ ১০ বছরের বেশি সময় ধরে এই রাস্তা খারাপ। ব্লক প্রশাসনের সদর দপ্তরের পাশে এই গ্রামের এতটাই দুরবস্থা যে, মানুষ অসুস্থ হলে বাধ্য হয়ে আমাদের খাটিয়ায় করে প্রধান সড়কে নিয়ে যেতে হয়।**
>
> **মানা দাস** স্থানীয়

তানিষ্কের নয়া কালেকশন 'আধ্যন্তরা'

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ধনতেরাসের পুণ্যলগ্নে আধুনিক ভারতীয় নারীদের জন্য মহাজাগতিক থিমের অভিনব গয়নার কালেকশন 'আধ্যন্তরা' নিয়ে এল তানিষ্ক। এই কালেকশনের মুখ হিসেবে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। সূর্য, চাঁদ ও ছুটে চলা উল্কাপিণ্ডের সৌন্দর্যকে ১৮ ক্যারাট ও ২২ ক্যারাট সোনার সূক্ষ্ম কারুকাজে তুলে ধরেছে তানিষ্ক। গ্লাস কুন্দন, রত্নপাথর, প্লেন গোল্ড ও আনকাট ডায়মন্ডের ১০০-রও বেশি মনকাড়া নকশা রয়েছে এই কালেকশনে। থ্রি-ডি ফর্ম ও মিনাকারির কাজ গয়নাগুলোকে ত্রিমাত্রিক রূপ দিয়েছে।

উৎসবের মরশুমে গ্রাহকদের জন্য তানিষ্ক বিশেষ অফারও ঘোষণা করেছে। আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত সোনার গয়নার প্রতি গ্রামে ৩০১ টাকা ছাড় মিলবে। এছাড়া মেকিং চার্জ ও হিরের মূল্যের ওপর থাকছে ২০% পর্যন্ত ছাড়। পুরোনো সোনা বদলে নতুন গয়না নেওয়ার ক্ষেত্রেও কোনও 'কাটিং' বা মূল্য বাদ দেওয়া হবে না।

NOTICE FOR RE-ENGAGEMENT

In pursuance of Memo No. 2220/PO-DWJ/BCW, Dt.14.10.2026, application is hereby invited from retired Govt. employee posted as U.D.C. & above for filling up 04 (four) nos. post of Additional Inspector (Purely Contractual), BCW & TD. Maximum age limit is 64 years as on 01.01.2027. For details, please visit office of the undersigned or website https://jalpaiguri.gov.in.

Last date of the submission of application forms **on 20/11/2026 by 5:00 P.M.**

Sd/-
PO-cum-DWO, BCW
Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

Publication of e-NIT No.: WBPWD/ EE/ JED/NIT 28e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5080350_1, Name of work:Electrical breakdown maintenance including panel repairing, cable replacement and earthing installation at Dhupguri SDH, Dhupguri, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 18-Nov-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T19259(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, Malda Division, SS,PWDte. invites Online e-Tender WBPWD/EE/MD/SS/NI(e)T-06/2026-27(Sl-01 and 02) ID:- 1. 2026_WBPWD_5080420_1 and 2. 2026_WBPWD_5080420_2 for 1. Repair & Renovation of civil work for 2 nos. Medical Officers Quarter at 2 nos. Singly Storied Buildings and 4 nos. Nurses Quarter at 1 no. (G+1) Building at Golapganj PHC, Kaliachak-III block, Malda and 2. Repair & Renovation of 01 no. Medical Officer Quarter, 02 nos. Nurses Quarter and 01 no. Flood centre at Mahanandatola PHC, Ratua-I block, Malda. Bid Submission Closing Date on 30.10.2026 at 02:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, P.W. Dte. ICA-T19233(3)/2026

কর্মখালি

Urgent requirement, full time M/F with computer knowledge & high typing speed. (Salary 10000/-). M - 79089-21676. (C/124238)

•

শিলিগুড়িতে রিসোর্ট এর জন্য Cook প্রয়োজন Indian and Chinese জানা। যোগাযোগ :- Mobile No - 9434044342. (C/124238)

•

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/-. পর্যন্ত:- 7602379600. (C/124229)

কালী পুজোয় চমক দিবে

বাঁশের কালী প্রতিমা, বাঁশের ট্রেন চলবে, বাঁশের সাইকেল। পূজা কমিটি যোগাযোগ করুন। M : 9475550281. (N/A)

অ্যাফিডেভিট

আমি নীতা দেব স্বামী স্বর্গীয় বিজয় কুমার সরকার ঠিকানা সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট পাহাড়ি পাড়া পিন - 735101 জলপাইগুড়ি। EM Court পঃবঃ অ্যাফিডেভিট বলে নীতা সরকার নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 16735 Dated 15.07.26 নীতা দেব এবং নীতা সরকার একই ব্যক্তি। (C/124011)

•

আমি Sudipta Kar, W/o - Nimai Chandra Das, আমার আধার কার্ডে No - 5915 0145 6775 ও আমার ভোটার কার্ডে No - WB/10/063/567256 আমার নাম Sudipta Kar (Das) থাকায় গত 06/10/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Sudipta Kar (Das) থেকে Sudipta Kar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124333)

•

আমি Anjuman Ara Khan, W/o Md Asaf Khan, গ্রাম - নুর নগর, পো: জালালপুর, থানা - কালিয়াচক, মালদা। আমার প্রথম মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার সার্টিফিকেট নং B/2026/0364905 old Reg no - 12746, Dt 16/12/2009 ও দ্বিতীয় মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার সার্টিফিকেট নং B/2026/0364984, Old Reg no 3387, Dt 22/03/2012 আমার নাম ভুল থাকায় গত 08/10/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Anjuman Ara Khatun থেকে Anjuman Ara Khan করা হইল। যা উভয় নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124334)

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: C-56-1-SC-BOE, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ১১-১১-২০২৬ তারিখের ১০:০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১১-১১-২০২৬ তারিখের ১০:৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল.ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-বিওই-টিওআই-২৩৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	বারসুই রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৬-১০-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ফ্লাশ বাট ওয়েলডেড জয়েন্টের ফেজড অ্যারে আলট্রাসোনিক টেস্টিং

এনআইটি নং. ডিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৮২০২৬-এমএলজি তারিখ: ২৩-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে একলাখি-বালুরঘাট খণ্ডে আরডিএসও প্রমাণিত পিএইউটি ওয়েল্ড টেস্টার ব্যবহার করে ফ্লাশ বাট ওয়েলডেড জয়েন্টের ফেজড অ্যারে আলট্রাসোনিক টেস্টিং (পিএইউটি)। কাজের ব্যয়: ১,১৮,৫০,০৮৪/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ২,৩৭,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ /খোলার তারিখ এবং সময়: ২৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/টিকে (এমএ), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৯৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আব্বাসউদ্দিনের ভিটে বিপন্নই

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : গ্রামীণ মেঠো সুরেই তাঁর জীবনভর ঘরকন্না। লিখেছেন 'ও আমার দরদী, আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।' যাঁর গানেই প্রকাশ পেয়েছে ভাঙা নৌকায় না চড়ার সাফ কথা, আজ ভাঙা তাঁর ঘরই। বলা ভালো জরাজীর্ণ। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই', 'প্রেম জানে না রসিক কালাচান', 'তোর্ষা নদী উথালপাথাল কার বা চলে নাও' এসব কালজয়ী গানের শব্দচয়নকে বুনোট রূপ দিতেন ভাওয়াইয়া সম্রাট, সেখানে আজ গোরু-ছাগলের অবাধ বিচরণ। আব্বাসউদ্দিন আহমদের দরদিয়া কণ্ঠে আজও মোহিত আট থেকে আশি। অথচ তাঁর জন্মভিটে সংস্কারের হাজারো প্রতিশ্রুতির সারি জমলেও, বাস্তব রূপ পায়নি একটিও।

মঙ্গলবার উৎসব কমিটির আয়োজনে ঘটা করে আব্বাসউদ্দিনের জন্মদিন পালিত হলেও, বলরামপুর-২ পঞ্চায়েত এলাকায় তাঁর জন্মভিটে আজও সংরক্ষিত হয়নি। ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর বলরামপুরে জন্মানো এই শিল্পীর টিনের চালার নড়বড়ে ঘরটি আজ জঙ্গলাকীর্ণ, সাপখোপের আড্ডা ও রাতে দুষ্কৃতীদের নেশার আসর। বাম বা তৃণমূল- কেউ সংস্কারে এগোয়নি। স্থানীয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, 'দেশ-বিদেশের বহু সংগীতপ্রেমী এখানে শিল্পীর জন্মভিটে দেখতে আসেন। সেই জন্মভিটের যা দশা, আমাদের রীতিমতো লজ্জা লাগে। সরকার চাইলে ভাওয়াইয়ার এই তীর্থক্ষেত্র ঘিরে অনায়াসেই পর্যটনের বিকাশ হতে পারত।'

এদিন বসতভিটের অনুষ্ঠানে শিল্পী নজরুল ইসলাম বলেন, 'বলরামপুর ভাওয়াইয়াপ্রেমীদের মিলিত উদ্যোগে উৎসব কমিটির তরফে আব্বাসউদ্দিনের জন্মদিবস উদযাপন করা হবে।' অনুষ্ঠানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ দীপককুমার রায় ও গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন প্রমুখ বিধায়কের কাছে সংরক্ষণের দাবি জানাবেন। গ্রেটার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ব্লক সেক্রেটারি কৃষ্ণকান্ত বর্মন বলেন, 'এছাড়া ভাওইয়া সম্রাটকে যেন একটা যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় তার তাগিদে আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের

ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের জন্মভিটেতে অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার।

কাছে আহ্বান জানাব।' সকালে মূর্তিতে মাল্যদানের পর আমজাদ মিয়াঁ বলেন, 'বলরামপুরে ভাওয়াইয়া সংগীত সম্রাটের জন্ম। স্থানীয় ডাকবাংলো এলাকায় তাঁর জন্মভিটে দিনের পর দিন অযত্নে পড়ে রয়েছে। টিনের চালার নড়বড়ে ঘর যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।'

স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আট শতক জমি কিনে সমিতির নামে রেকর্ড করে সংগ্রহশালা তৈরির কথা জানালেও তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সম্প্রতি জমিটি রেজিস্ট্রি করা গিয়েছে, এটা খুব ভালো খবর।'

অফলাইনেও নজরমিনারের টিকিট মিলবে

লাটাগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পর্যটকদের সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দিতে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে হল বন দপ্তরকে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন নজরমিনারে ঘোরার জন্য শুধুমাত্র অনলাইনে টিকিট কাটার সিদ্ধান্ত আর বহাল থাকছে না। পর্যটকরা অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও টিকিট কেটে নজরমিনারে যেতে পারবেন। বুধবার থেকে পর্যটকদের জন্য এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিকিট কাটার বাধ্যবাধকতা নিয়েও অভিযোগ ওঠায় সেই সময়সীমা পরিবর্তনেরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

গরুমারার সমস্ত নজরমিনারের টিকিট অনলাইনে কাটার সিদ্ধান্ত গত শুক্রবার ঘোষণা করেছিল বন দপ্তর। ফলে আগে থেকে টিকিট বুক না করে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটকদের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। হঠাৎ প্ল্যান করে বেড়াতে আসা পর্যটকরা অফলাইনে টিকিট কাটার সুযোগ না পেলে নজরমিনারে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের দাবি

ছিল, অনলাইনে টিকিটের ব্যবস্থা থাকুক, অফলাইন কাউন্টারও চালু থাক। শেষপর্যন্ত সেই দাবিতেই সিদ্ধান্ত বদল করল বন দপ্তর।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় দে জানান, শুধু অনলাইনে টিকিটের ব্যবস্থা থাকলে অনেক পর্যটক সমস্যায় পড়ছিলেন। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় পর্যটকরা উপকৃত হবেন। রামশাই এলাকার ইকো গাইড শ্যামল দেবনাথের কথায়, 'পর্যটকরা হঠাৎ এসে নজরমিনারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতেন। অফলাইনে টিকিট চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করছি।' গরুমারার এডিএফ রাজীব দে বলেন, 'অনলাইন ও অফলাই- দু'ভাবেই টিকিট কাটার ব্যবস্থা বুধবার থেকে চালু হচ্ছে। পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ। টিকিট কাটার সময়সীমা নিয়েও যে সমস্যার কথা সামনে এসেছে, তা পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5080409_1. Bid Submission end Date: 17.11.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T19246(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5080362_1. Bid Submission end Date: 17.11.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website:https://tenders.wb.gov.in Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T19245(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5080677_1. Bid Submission end Date: 17.11.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T19244(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5080674_1. Bid Submission end Date: 17.11.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T19243(3)/2026

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭/১০/২০২৬ থেকে ২৯/১০/২০২৬ তারিখে নিম্নলিখিত সংঘ সমবায়ের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি ও ২৯/১০/২০২৬ তারিখের মধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়া হইবে। ৩০/১০/২০২৬ তারিখে মনোনয়ন পত্র যাচাই (Scrutiny) ও বৈধ মনোনয়ন পত্র প্রকাশ করা হইবে এবং ০২/১১/২০২৬ তারিখের মধ্যে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করা যাইবে।

সংঘের নাম:-
১. চাপাডাঙ্গা মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ
২. মৌলানী মৌচাক মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ
স্থান : ক্রান্তি ব্লক অফিস, জলপাইগুড়ি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-55/2026-2027
(Tender ID: 2026_WBPWD_5080383_1)
WBPWD/EE/CED/eNIT-56/2026-2027
(Tender ID: 2026_WBPWD_5080410_1)
WBPWD/EE/CED/eNIT-57/2026-2027
(Tender ID: 2026_WBPWD_5080425_1)
WBPWD/EE/CED/eNIT-58/2026-2027
(Tender ID: 2026_WBPWD_5080443_1)

EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: **Name of Work: (1)** Electrical Repair and renovation for 2 no. MO Quarter, 2 nos. Nursing staff Quarter and 4 nos. Group D Quarterat Silbarihat PHC in the district of Alipurduar----- Electrical Installation work. **(2)** Electrical Repair and renovation for 2 nos. MO Quarter, 1 no. BMOH Quarter and 2 nos. Gr-D Quarter atPanchkolguri RH under Alipurduar - I Block in the district of Alipurduar. **(3)** Electrical Repairing and renovation work of 3 Nos. MO Quarter, 4 Nos Nurse Quarter, 2 Nos. Pharmacist Quarterand 8 Nos Group D Quarter at Madarihat RH under Madarihat Block in the district of Alipurduar. **(4)** Electrical Repair and renovation of 2 no. MO Quarter, 1 no. Pharmacist Quarter and 2 nos. Nursing Staff andGroup D quarter at Totopara PHC under Madarihat Block in the district of Alipurduar Bid Submission Start Date : 22.10.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 04.11.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 06.11.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division.ICA-T19234(3)/2026

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ

নং: সি/৪০৭/এপি/হল্ট/পলিসি/পার্ট.I (ই-ফাইল নং. ১৮৯২১২)
তারিখ : ২৩-১০-২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, রেলওয়ে বোর্ডের নীতি নির্দেশিকার মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আলিপুরদুয়ার, বাণেশ্বর, নিউ গীতালদহ এবং ওদলাবাড়ি হল্ট স্টেশনে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আবেদনপত্রের যোগ্যতা সংক্রান্ত মানদণ্ড, প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলী, আবেদন ফর্ম ইত্যাদি ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), ডিআরএম বিল্ডিং আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ), পিন-৭৩৬১২৩ -এর অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

যেকোনো কারণে ডাউনলোড করার সুবিধার কোনো রকম বিলম্ব/অসুবিধা/অপ্রাপ্যতার জন্য রেল প্রশাসন দায়ী থাকবে না। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা নথিপত্র/আবেদন ফর্ম এবং অফিসে উপলব্ধ মাস্টার কপির মধ্যে কোনো অমিল দেখা দিলে, দ্বিতীয়টি সর্বমান্য হবে এবং আবেদনকারী(গণ)-র উপর বাধ্যবাধকতা থাকবে। এই বিষয়ে কোনো দাবি/অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। এই নিয়োগটি এই ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রধান নিয়ম ও শর্ত সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে চুক্তি ও কমিশন ভিত্তিতে হবে। সফল আবেদনকারীকে স্বল্প নোটিশে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত আবেদনপত্রের ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে আবেদনকারীদের নিজেদেরই হবে।

আবেদনপত্র সংবলিত খামটি সিল করা থাকতে হবে এবং খামের উপরে (ডান দিকের কোণায়) "____________ **হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদন**" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশনের অফিস থেকে ০৩/১১/২০২৬ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ০৪/১২/২০২৬ তারিখের ১৭:৩০ টা পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

সিল করা খামটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II, ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং., পিন-৭৩৬১২৩ -এর চেম্বারে রাখা অ্যাপ্লিকেশন বক্সে ০৫/১১/২০২৬ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ০৭/১২/২০২৬ তারিখের ১৬:০০ টা পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে ফেলা যেতে পারে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II, আলিপুরদুয়ার জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পিন-৭৩৬১২৩ -এর চেম্বারে ০৭/১২/২০২৬ তারিখে ১৭:০০ টায় **অ্যাপ্লিকেশন বক্স খোলা হবে।**

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য, আবেদনকারীরা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং., পিন-৭৩৬১২৩ -এর অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিসিএম (আইসি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব ভারতে বিজ্ঞাপন সংগঠনের শীর্ষে প্রিয়াংকা

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এএএআই)-এর নবগঠিত পূর্ব ভারত চ্যাপ্টারের চেয়ারপার্সন পদে নিযুক্ত হলেন 'স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি'-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রিয়াংকা চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর প্রিয়াংকা একাধারে সফল বিজনেস লিডার এবং উইমেন ইকোনমিক ফোরামের 'এক্সেপশনাল উইমেন অফ এক্সেলেন্স' সম্মানে ভূষিত। পাশাপাশি তিনি ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স এবং মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিরও সদস্য।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে প্রিয়াংকা জানান, পূর্ব ভারতের বিজ্ঞাপন সংস্থা ও গ্রাহকদের মধ্যে সমন্বয়, উদ্ভাবন এবং মেন্টরশিপের প্রসারে বিশেষ জোর দেবেন তিনি। এএএআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ সন্দীপ গোয়েল জানান, প্রিয়াংকার বলিষ্ঠ

নেতৃত্ব এবং আধুনিক ভিশন পূর্ব ভারতের বিজ্ঞাপন জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

ডিজিটাল আর্থ লিকেজ ডিটেক্টর লেভেল-II এর ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৩৮ তারিখ: ২৩-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম:** কাটিহার মণ্ডলের স্টেশন এবং অটো হাটসমূহে ডিজিটাল আর্থ লিকেজ ডিটেক্টর লেভেল-II এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশি:** ১,৭৩,০৩,৯৪৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,৪৬,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র এবং জারি করা সংশোধনী সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ফ্রায়েড তেলাপিয়া উইথ ট্যামারিন্ড সস তৈরি শেখাবেন শুভ্রা সাহা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ টেক্কা, ১০.৩০ জানেমন, দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৫.০০ জোর, রাত ৯.৩০ মেজদিদি

কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বেহুলা লখিন্দর, দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৫.০০ মন মানে না, রাত ৯.৩০ মুখোশ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বৌঠান, বেলা ১১.৩০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.৩০ অনুতাপ, বিকেল ৫.০০ রাখার রাজা, রাত ৮.৩০ অমর প্রেম, ১১.০০ পথ ও প্রাসাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ থানা থেকে আসছি

কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ এক যে ছিল রাজা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫৭ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.২৭ টয়লেট : এক প্রেমকথা, সন্ধে ৭.২৯ জুদাই, রাত ১০.২৭ খুঁখার

জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৮ জয় সিমহা, দুপুর ১.৩৮ আরআরআর, বিকেল ৫.২২ খুঁখার, সন্ধে ৭.৫৫ গিন্না ভাই, রাত ১০.৫৫ প্রলয় : দ্য ডেস্ট্রয়ার

জি বলিউড : সকাল ১০.৩২ কল কি আওয়াজ, দুপুর ২.০২ সংসার, বিকেল ৫.০৭ মুকাবলা, রাত ৮.০০ এতরাজ, ১০.৫৮ জেন্টলম্যান

আরআরআর
দুপুর ১.৩৮ জি সিনেমা

অনুতাপ দুপুর ২.৩০
জি বাংলা সোনার

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪২ ট্রমা, দুপুর ১২.৫৯ শিবা : দ্য সুপার হিরো, বিকেল ৪.০৬ কটিরা, সন্ধে ৭.২৯ রামাচন্দ্রম, রাত ৯.৪১ চন্দ্রমুখী

নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। বেড়াতে গিয়ে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বাবা ও মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। পেটের অসুখের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ করতে হতে পারে। কর্কট : খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার। নিকট কোনও আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। সিংহ : প্রেমের জন্যে অর্থ ব্যয় হবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার আসবে। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। প্রেমে আনন্দ। তুলা : ব্যবসায়িক কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : কোনও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। ধনু : বাড়িতে পুজো, আচার অনুষ্ঠানে নিজেকে শামিল করুন। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। প্রেমে শুভ। মকর : অন্যায় কাজে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়তে পারেন। খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। কুম্ভ : বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্পে হাত দিলে আজ সাফল্য পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। মীন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ কার্তিক, ভাঃ ৬ কার্তিক, ২৮ অক্টোবর, ১০ কাতি, সংবৎ ২/৩ কার্তিক বদি, ১৬ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। বুধবার, দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬।২৭ পরে তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।২০। কৃত্তিকানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৫৬। ব্যতীপাতযোগ দিবা ১১।১৬। গরকরণ প্রাতঃ ৬।২৭ গতে বণিজকরণ সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৪।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।২৭ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৪।৫৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী-উত্তরে, প্রাতঃ ৬।২৭ গতে অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।২০ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।৩৩ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৩ গতে ৪।৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভ-কর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। শেষরাত্রি ৪।২০ গতে চন্দ্রদণ্ডা। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রয়াণ দিবস ও ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কয়েক মাসের নীরবতা কাটিয়ে ময়দানে

ঘর গোছানো শুরু হামিদুলের

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : নীরবতা ভাঙলেন তিনি অবশেষে। তৃণমূল কংগ্রেস যখন দ্বিখণ্ডিত, তখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির থেকে বেরিয়ে নতুন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য স্পষ্ট করে সংগঠন গোছানোর কাজে নামলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। কয়েক মাসের নীরবতা কাটিয়ে মঙ্গলবার দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে বুথভিত্তিক সংগঠন মজবুত করার বার্তা দিলেন তিনি। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে অঞ্চল কমিটি গঠন এবং নিষ্ক্রিয় কর্মীদের ফের সক্রিয় করার উদ্যোগও শুরু হয়েছে।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সমর্থনের প্রসঙ্গে হামিদুলের ব্যাখ্যা, 'পরিষদীয় স্বার্থ এবং বিরোধীদের অফিসঘর সংক্রান্ত বিষয়ে সহমত পোষণ করেই আমরা সই করেছিলাম। ঋতব্রত পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন বা অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। ঋতব্রত উপনির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছেন, প্রতীক নিয়ে মামলা করেছেন, আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই। আমরা মমতাপন্থী ছিলাম, আছি।' এদিন আইটিআই প্রাঙ্গণে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য, বুথ সভাপতি ও অঞ্চল নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন বিধায়ক। বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকার কথা স্পষ্ট করেন তিনি।

গত ৪ অক্টোবর চোপড়া বিধানসভা এলাকার সুজালিতে এক কর্মীসভায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন হামিদুল। এর মধ্যে দল ছেড়ে যাওয়া সাংসদ, বিধায়কদের ১৫ দিনের মধ্যে ফিরে আসার সময়সীমা বেঁধে দেন মমতা। তার জেরেই কি প্রকাশ্যে ময়দানে নামলেন হামিদুল? কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফে আব্দুল সাত্তারকে চোপড়ায় সংগঠনের কনভেনারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হামিদুলের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কলকাতায় গিয়ে মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন হামিদুল। সেখানে সংগঠন গোছানো এবং দলত্যাগীদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতে অঞ্চল কমিটির বৈঠকে হামিদুল। মঙ্গলবার।

> **ঋতব্রত উপনির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছেন, প্রতীক নিয়ে মামলা করেছেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই। আমরা মমতাপন্থী ছিলাম, আছি।**
>
> **হামিদুল রহমান**
> *বিধায়ক, চোপড়া*

এরপরই বিধায়কের ফের সক্রিয় হওয়া এবং প্রকাশ্যে মমতাপন্থী অবস্থান ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের চোপড়া বিধানসভার কনভেনার আব্দুল সাত্তার বলেন, 'ঋতব্রত শিবিরে যাওয়ার পর বিধায়কের পাশ থেকে আমরা সরে পড়েছিলাম। এখন তিনি আবার দিদির দলে থেকে কাজ করতে চাইছেন, সেটা ভালো। দিদি আমাদের যেভাবে নির্দেশ দেবেন, সেভাবেই আমরা চলব।' অন্যদিকে, তৃণমূল ব্লক কোর কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তাহের আহমেদ বলেন, 'বিধায়ক প্রথম থেকেই বলে আসছেন, তিনি মমতাপন্থী রয়েছেন।'

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপড়েনে চোপড়ায় তৃণমূলের কর্মীদের একাংশ দলবদল করেছেন, আবার অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অঞ্চল কমিটি গঠন, বুথভিত্তিক সংগঠন শক্তিশালী করা এবং কর্মীদের ফের সক্রিয় করাই হামিদুলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার পর দলীয় কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি কতটা কাটে, এখন সেদিকেই নজর চোপড়ার রাজনৈতিক মহলের।

উপজাতির মর্যাদা নিয়ে ক্ষোভ পাহাড়ে

অগ্রগতি নেই, জানাল কেন্দ্র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। তবে, সেই দাবি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ উঠছে। সম্প্রতি পাহাড়ের এক রাজনৈতিক ব্যক্তির তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই)-এর আবেদনের জবাবে কেন্দ্র জানিয়েছে, এই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, প্রস্তাবটি পর্যালোচনা পর্যায়ে রয়েছে। আরটিআইয়ের জবাব প্রকাশ্যে আসতেই পাহাড়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'বিজেপি ২০০৯ সাল থেকে পাহাড়বাসীকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এখানকার জন্য কিছুই করেনি। তার প্রমাণ এই আরটিআইয়ের জবাব।'

তবে বিজেপির পার্বত্য শাখার নেতা তথা কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা অবশ্য বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং ১১টি জনজাতিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়া- এই দুটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব সহ বিবেচনা করছে। একসঙ্গে দুটি সমস্যা মিটবে বলে আশা করছি।' তাঁর সংযোজন, 'একটা মন্ত্রকের আধিকারিকরা আরটিআইয়ের জবাব দেন। কিন্তু নীতি তো সরকার গ্রহণ করে। তাই এটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।'

গুরুং, মংগর, নেওয়ার, রাই, খাস, সনোয়ার, যোগি, থামি, ছেত্রী সহ মোট ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরে উঠছে। ২০১১ সালে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গঠন হওয়ার পরেও নতুন করে এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন বিমল গুরুংরা। সেইমতোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রকে পাঠিয়েছিল। এরপর একাধিকবার বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জনজাতিগুলিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু ২০২৬ সালে এসেও গোর্খা ইউথ অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক বীরেন্দ্র রসাইলির করা আরটিআইয়ের জবাবে কেন্দ্রীয় উপজাতি উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রক জানাচ্ছে যে, এই বিষয়টি বিবেচনাধীন।

- ১১ জনজাতির এসটি মর্যাদার দাবি দীর্ঘদিনের
- সম্প্রতি এনিয়ে আরটিআই করেন এক ব্যক্তি
- জনজাতির মর্যাদার আশ্বাস বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রীর বক্তব্য, '২০১৮ সালে আমরা কেন্দ্রকে এই বিষয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সেই সময় জানা গিয়েছিল যে, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (আরজিআই) পাহাড়ের ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি খারিজ করে দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'গোর্খাদের এই ১১টি জনজাতির আগে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ২৯টি এমন প্রস্তাব জমা রয়েছে। যেগুলির একটিরও সুরাহা হয়নি। তাহলে সেই ২৯টিকে বাদ দিয়ে ৩০ নম্বরে থাকা গোর্খাদের দাবির মান্যতা পাওয়া স্বপ্নই থেকে যাবে।'

জমি বিবাদে প্রাণহানি

ইসলামপুর, ২৭ অক্টোবর : জমি বিবাদে দু'পক্ষের সংঘর্ষে ইসলামপুরের গুঞ্জরিয়ায় মৃত্যু হল কৃষ্ণলাল যাদবের (৬২)। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। রাতে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

একদিনের পুজো

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : বিসর্জনের আটদিন বাদে ফের দেবীর আরাধনা মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দকিশোরগছে। শতাব্দীপ্রাচীন এই দুর্গাপুজোটি একদিনের। অষ্টমী দুর্গাপুজো নামে এর পরিচিতি। মন্দিরে দুর্গার সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ ২৮ দেবদেবীর মূর্তি সারাবছর সাজানো থাকে। পুজোকে কেন্দ্র করে বুধবার শুরু হচ্ছে জহরামেলা। উদ্যোক্তারা জানান, তিনদিন মেলা চলবে। তবে শুরু হওয়ার আগেই মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমে উঠেছে।

মানবিক উদ্যোগ

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : অমৃতসরে নিহত চোপড়ার খালপাড়ার পরিযায়ী শ্রমিক মহম্মদ মাসুদ আলমের পরিবারের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল নেতৃত্ব। মঙ্গলবার চোপড়া বিধানসভা কমিটির কনভেনার আবদুল সাত্তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে মৃতের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকার চেক দেন। তাদের একটি টিনের ঘর তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

জলপ্রকল্প

খড়িবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : খড়িবাড়ি ব্লকের ভজনপুরে চালু হল সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্প। মঙ্গলবার এর সূচনা করেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল। বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে। নান্টু জানান, প্রকল্প চালু হলে শতাধিক পরিবার উপকৃত হবে। দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকট দূর হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

পথ নিরাপত্তা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে শহরকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। একটি র‍্যালি জংশন মোড় থেকে বেরিয়ে হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে। অন্যদিকে, জলপাই মোড়ে থেকে আরেকটি র‍্যালি বেরিয়ে এনজেপি এলাকায় ঘোরে। মাটিগাড়া ও বাগডোগরা এলাকাতেও একটি র‍্যালি বের হয়।

উদ্বেগের স্রোত

প্রথম পাতার পর

প্যাডল ভ্যান নিয়ে উড়ালপুলে ওঠা কোনওভাবে সম্ভব নয়। বিন্দু বিড়বিড় করছিলেন, 'সময় বাঁচাতে যদি ব্যবসায়ীরা টেম্পোভাড়া করেন তবে তো আমাদের পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।'

বহুদিন ধরে একরকম ব্যবস্থায় অভ্যস্ত শিলিগুড়ি যে বড়সড়ো সমস্যায় পড়তে চলেছে তা সবার কাছেই পরিষ্কার। রেলগেট বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি টাউন স্টেশনের আশপাশ এলাকা থেকে বহু দোকানপাট উচ্ছেদ যে হতে চলেছে তাও সামনে এসেছে। হকার্স কর্নারে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন, উচ্ছেদের আওতায় পড়লে কী হবে ভেবে তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যেই দিশেহারা। পাশাপাশি, রেলগেট বন্ধ হলে ক্রেতার সংখ্যা কমে মহাবীরস্থানের ব্যবসা অনেকটাই কমবে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করছেন। বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থার দাবিতে জনমত জোরালো হতে শুরু করেছে। বিহার থেকে শিলিগুড়িতে এসে সংসার পাতা ভ্যানচালক দিলীপ সাহানি বা বাইক নিয়ে মহাবীরস্থান রেলগেট দিয়ে চলাচলকারী বিমল দেবনাথ, সবাই গভীর চিন্তায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও পথে নেমে প্রতিরোধের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শিলিগুড়িতে যান চলাচলের গতি আনতে বাম জমানায় শহরের প্রথম উড়ালপুল তৈরি হয়। টিকিয়াপাড়া মোড় থেকে মহাবীরস্থান পেরিয়ে সেটি ভেনাস মোড়ে মিশেছে। দুই দশকের বেশি সময় পরেও নীচের রেলগেট খোলা রয়েছে। সেখানে একটির বদলে পৃথক দুটি গেট চালু থাকায় পরিচালনায় বাড়তি খরচ হচ্ছে বলে রেলের দাবি। সেই খরচ কমাতেই গেট দুটি বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে রেল জানিয়েছে। গেট বন্ধ প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কীরেন্দ্র নারা বলেন, 'যেখানে সম্ভাবনা আছে, সেখানে আমরা চেষ্টা করছি। এছাড়াও রাজ্যের তরফে সহযোগিতা মিলছে। সেই হিসেবে কাজ করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'ডাবল লাইন রেলপ্রকল্পের জন্য জমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ফর্ম এ ও বি বিলি করা হয়েছে। উৎসবের মরশুম শেষ হলে কাজ পুরোদমে গতি পাবে।'

রেলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে শহরের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'রেলের তরফে মহাবীরস্থানের রেলগেট দুটি বন্ধ করা হলে আমরা পথে নামব।' কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিকও একই সুরে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের সাফ কথা, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের সমস্যার কথা বুঝতে পারছে না। রেল ওই দুটি রেলগেট বন্ধ করতে এলে আমরা বাধা দেব।' এরপরই তাঁর তোপ, 'শংকর ঘোষের কথাতেই এসব হচ্ছে। আমরা সরকারে থেকে শিলিগুড়িকে ভালো রাখার কাজ করে গিয়েছি। আর এরা সরকারে থেকে ঠিক উলটো কাজটা করছে।' একসময়ের গুরুর এই কটাক্ষ পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ভালোভাবে নেননি, 'এই বয়সে ওঁর এসব উসকানিমূলক বক্তব্য না রাখাই ভালো। এসব বিপ্লবী কথাবার্তা না বলে সমস্যা মেটাতে উনি পরামর্শ দিলে কাজের কাজ হতে পারে।'

শংকরের আরও বক্তব্য, 'দেশের সর্বত্র এভাবেই কাজ করা হবে বলে রেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফুলেশ্বরীর ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা কাম্য নয়। এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা ও সহমতের ভিত্তিতেই কাজ করা প্রয়োজন। রেলের সঙ্গে কথা বলতে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির পুর কমিশনার ও জেলা শাসককে বলা হয়েছে।' মহাবীরস্থানের রেলগেটের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে তা মেটাতে একইভাবে চেষ্টা করা হবে বলে শংকর আশ্বাস দিয়েছেন।

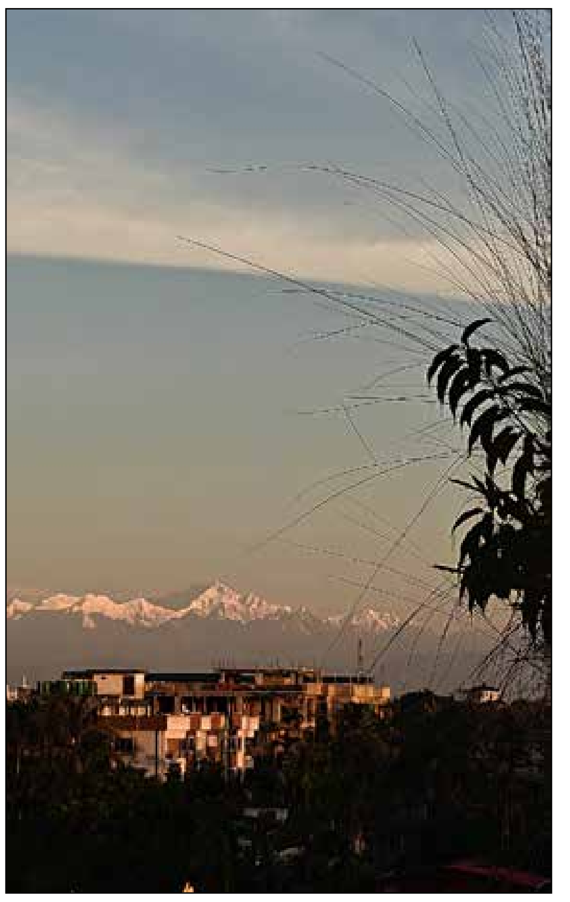

হাত বাড়ালেই...।। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সুহানা মেটিয়া।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জখম গিগকর্মী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পণ্যবাহী গাড়িতে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক গিগকর্মী। সোমবার রাতে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে চেকপোস্টের কাছে ওই দুর্ঘটনায় বিজয় নামে ওই কর্মী মাথায় গুরুতর আঘাত পান। ভক্তিনগর থানার ডায়াল ১১২-র ইমার্জেন্সি দল ও পুলিশ তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। বিজয় জলপাইগুড়ির বাসিন্দা বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে। সোমবার রাতে তিনি রাই কলোনির দিক থেকে চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় ইস্টার্ন বাইপাসে অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী গাড়ির পিছনে তাঁর বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারে।

পুলিশ পণ্যবাহী গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বেআইনিভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলে চালক জানান, গাড়ি রাখার জন্য তিনি একজন বয়স্ককে ৫০ টাকা পার্কিং ফি দিয়েছেন। পুলিশ অবশ্য তাঁকে শনাক্ত করতে পারেনি। প্রশ্ন উঠেছে, নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে কারা ট্রাকচালকদের কাছ থেকে পার্কিংয়ের জন্য টাকা আদায় করছেন। অনুমতি না থাকলে কেন রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে? তদন্তে সবটা জানা যাবে বলে পুলিশ মনে করছে।

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : আয়ের শংসাপত্র পেতে হয়রানির অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ি শহরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মণিদীপ চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীন ৪ নম্বর বরোর তরফে আয়ের শংসাপত্রের জন্য কোর্ট অর্ডার চাওয়া হয়েছে। বিষয়টিতে খটকা লাগতেই তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হন। ই-মেল মারফত লিখিতভাবে সবকিছু জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'লিগ্যাল এডের জন্য আয়ের শংসাপত্রের আবেদন জানিয়েছিলাম। তবে সেই শংসাপত্রের জন্য আমার কাছে কোর্ট অর্ডার চাওয়া হয়। এতে রীতিমতো হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এরপর আমি রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি জানাই।' এই নিয়ে পুরকর্তারা অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

১ মাসেও খুলল না কোনও বাগান

শ্রমমন্ত্রীর দেওয়া সময়সীমাই সার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার জন্য মালিকপক্ষকে সাতদিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য ছিল, অন্যথায় সেই বাগানগুলি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে। তারপর এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত একটি বাগানও খোলেনি, সরকার কোনও বাগান অধিগ্রহণ করেনি। বরং পাহাড়ে আরও তিনটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক মহলে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দপ্তরের আধিকারিকরাও এই ইস্যুতে মন্তব্য করতে চাননি। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গার দাবি, 'মাঝে পুজো গেল। সব ছুটি ছিল। ডুয়ার্সের আমবাড়ি চা বাগান বুধবার থেকে খুলছে। বাকিগুলি নিয়েও ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করা হবে।'

বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে পুজোর আগে ২৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন শ্রমমন্ত্রী। সেই বৈঠকে সমস্ত মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকের পরে শ্রমমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে মোট ২১টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে। এই বাগানগুলি পুনরায় চালু করার জন্য

মালিকপক্ষকে সাতদিন সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ের মধ্যে মালিকপক্ষ বাগান চালু না করলে সেগুলি সরকার অধিগ্রহণ করবে। পরবর্তীতে নতুন উদ্যোগপতিদের হাতে বাগান তুলে দেওয়া হবে।

মন্ত্রীর এই মন্তব্যে আশার আলো দেখেছিলেন বন্ধ চা বাগান শ্রমিকরা। চা শ্রমিক সংগঠনগুলিও রাজ্যের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ছবিটা একটুও বদলায়নি। কোনও বন্ধ চা বাগান খোলেনি, শ্রম দপ্তরও একটিও বাগান অধিগ্রহণ করেনি। বরং পুজো বোনাস না দিয়ে রংলি রংলিয়ট, আলুবাড়ি সহ পাহাড়ে আরও তিনটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জেবি তামাংয়ের বক্তব্য, 'মন্ত্রীর আশ্বাসে আমরাও পাহাড়ের আটটি বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও একটিও বাগান খোলেনি, বরং আরও তিনটি বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকরা পুজো বোনাসও হাতে পাননি।' তাঁর কথায়, 'একটা সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেইমতো কাজ না হলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।'

পাহাড়ে ধোত্রে, কালেজভ্যালি, সোম, নাগেরি, রংমুখ সিডার সহ আটটি চা বাগান কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। তরাইতে পানিঘাটা চা বাগানও বহুবছর ধরে বন্ধ। এই চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিকরা ফাওলই প্রকল্পে মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা পান। একইভাবে ডুয়ার্সেও বেশ কিছু চা বাগান বহুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। রাজ্যে সরকার বদলের পরে নতুন শ্রমমন্ত্রী বন্ধ চা বাগান খুলতে যে নিদান দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন হলে শ্রমিকরা উপকৃত হত, এমনটাই মনে করেন দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি সমন পাঠক। তাঁর বক্তব্য, 'শ্রমমন্ত্রী বন্ধ বাগান খুলতে কোনও পদক্ষেপ করতে পারলেন না, বরং আরও বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা হতাশাজনক।'

আইএনটিটিইউসি-র (ঋতব্রত পন্থী) রাজ্য সভাপতি নির্জল দে'র বক্তব্য, 'শ্রমমন্ত্রী যা বলেছেন, তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাগান পুনরায় খুলতে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে জানিয়েই রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত।'

আগাম ধান কাটার পরামর্শ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া নিম্নচাপ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার অপেক্ষায়। এর পরোক্ষ প্রভাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইতে পারে বলেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে কৃষি দপ্তরও। শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষি দপ্তরের তরফে আগাম চাষ করা ধান জমি থেকে কাটার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি জমিতে ফেলে না রেখে ঘরে তোলার কথাও বলা হচ্ছে। তবে আগাম চাষ করা আমন ধানের পরিমাণ কম। সেগুলি সবে পাকতে শুরু করেছে। ফলে কিছুদিন পর কাটা হলে ধান আরও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তা যাতে বৃষ্টি-হাওয়ায় নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য কৃষি দপ্তরের তরফে আগাম কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মহকুমা কৃষি অধিকর্তা রাজা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দপ্তরের তরফে খেত বাঁচানোর অভিযান চলছে। রাসায়নিকের বদলে প্রকৃতি-নির্ভর চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সে সময়ই ঝড়ের প্রভাবে যাতে কৃষকরা ক্ষতির মুখে না পড়েন, তা দেখা হচ্ছে। ধান বাঁচানোর পরামর্শ দিচ্ছি আমরা। খেত বাঁচাও অভিযানের সঙ্গে কৃষক নিবন্ধীকরণ প্রকল্পও চলছে।'

গ্রেপ্তার তরুণ

নকশালবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : নকশালবাড়িতে বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে এনে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। ওই দুষ্কর্মের ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করে নাবালিকাকে একাধিকবার ব্ল্যাকমেলের অভিযোগও উঠেছে। যা জানতে পেরে নাবালিকার পরিবারের তরফে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার রাতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ অগাস্ট অভিযুক্ত তরুণ বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি করার নাম করে ওই নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে নকশালবাড়িতে আসে।

ধৃত আরও ১

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : অষ্টমীর রাতে এক দম্পতিকে মারধর ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় আরও এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম সায়নরাজ সাহা। সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই ফেরার ছিলেন তিনি। এদিন সায়নরাজকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জের

রাস্তা বন্ধে ভোগান্তি ডিকরাভিটায়

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বিমানবন্দর সম্প্রসারণে বন্ধ যাতায়াতের মূল রাস্তা। বিকল্প রাস্তা বানিয়ে দেওয়ার আশ্বাস থাকলেও অনেক অংশের কাজ থমকে। ফলে বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় কাজে বের হতে সমস্যায় পড়েছেন প্রায় ২০ হাজার বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কাজ হয়নি। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলে নতুন করে রাস্তার কাজের দাবি তুলছেন শিলিগুড়ি মহকুমার হেটমুড়ি সিঙ্গিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিকরাভিটার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। জমি জরিপ করে রাস্তা তৈরির আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

এলাকাটি বাগডোগরা বিমানবন্দরের পিছনের দিকে। অবিরাম মৌজার ডিকরাভিটা, বাওকালী, তারবান্ধা, বৈরাগীরি এলাকার একাংশ বাসিন্দা আগে ভুট্টাবাড়ি হয়ে জাতীয় সড়ক বা প্রধান রাস্তায় উঠতেন। সেখান থেকে বাগডোগরা, শিলিগুড়ি এবং অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করতেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণে যে ১০৫ একর জমি নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ভুট্টাবাড়ির রাস্তাটি। ফলে বন্ধ এই পথে চলাচল। বিকল্প হিসেবে খান্না হোটেলের পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরির আশ্বাস দিয়েছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিশ্রুতিমতো খান্না হোটেল থেকে ইদগাহ পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হলেও, বাকি রয়েছে ইদগাহ থেকে ডিকরাভিটা পর্যন্ত আরও এক কিলোমিটার রাস্তা। যার জন্য গলিপথ দিয়ে যাতায়াত করতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন বাসিন্দারা। কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না, ঢুকতে পারে না অন্য যানও।

স্থানীয়দের বক্তব্য, জমির অভাবে ইদগাহ থেকে ডিকরাভিটার রাস্তা হচ্ছে না। জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ পাননি বলে দাবি করে রাস্তা তৈরি করতে দেননি। তৃণমূল সরকারের সময় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও, তাঁরা কিছুই পাননি বলে অভিযোগ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ায় রাস্তার জন্য জমি দিতে রাজি রয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ক্ষতিপূরণ চাইছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় টিগ্গা বলেন, 'খতিয়ানভুক্ত জমি রাস্তার জন্য দিতে রাজি, ক্ষতিপূরণ পাইনি।'

স্থানীয় বিজেপি নেতা সুকুমার বর্মনের বক্তব্য, 'রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সময় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছিল। কিন্তু ১-২ জন সেই

> **প্রশাসন জমি মাপজোখ করবে। কাদের জমি পড়েছে দেখা হবে। কেন ক্ষতিপূরণ পাননি, প্রশাসনকে দেখতে বলব।**
> **দুর্গা মুর্মু** বিধায়ক, ফাঁসিদেওয়া

টাকার অল্পকিছু পেয়েছিলেন। বাকি আরও ৭-৮ জনের জমির ওপর দিয়ে রাস্তা রয়েছে। তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়নি। তাহলে বাকি টাকা গেল কোথায়?' ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক বিজেপির দুর্গা মুর্মু বলেন, 'প্রশাসন জমি মাপজোখ করবে। কাদের জমি পড়েছে দেখা হবে। কেন ক্ষতিপূরণ পাননি, প্রশাসনকে দেখতে বলব। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিলেও সেই টাকা কোথায় গেল খোঁজা হবে।' নিয়ম মেনে জমি অধিগ্রহণ করার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক।

হাতির করিডরে বাধা সরাতে উদ্যোগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৭ অক্টোবর : হাতির করিডরে বাধা সরাতে ব্যাংডুবির সিক্সটিন এফএডি-র সেনাছাউনিতে বন্যপ্রাণীদের জন্য ২৬টি অতি বিপজ্জনক এবং ৫টি আংশিক বিপজ্জনক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার কার্সিয়াং বন বিভাগ ও সামরিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সামরিক বিভাগের সিক্সটিন এফএডি-র অভ্যন্তরে পরিদর্শন করে এই বিপজ্জনক জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়। পুরো বিষয়টি রেকর্ড করা হয়েছে। এবিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি

করে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফওকে পাঠানো হবে। এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আজ বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু, বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ সামরিক বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন।' এডিএফও-র কথায়, 'সামরিক বিভাগ আমাদের সহযোগিতা করেছে। সামরিক বিভাগও চাইছে হাতি সহ বন্যপ্রাণীর যাতে বিপদ না হয়।'

এদিকে, হাতিদের চলাচলের পথ মসৃণ করতে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এজন্য ব্যাংডুবি বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ৪টি করিডর তৈরি করা হবে। ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেছেন, 'সুকনার জঙ্গল থেকে বামনপোখরি হয়ে বালাসন নদী পার করে হাতিরা বাগডোগরা জঙ্গলে প্রবেশ করে। বাগডোগরা বনাঞ্চলের মধ্যেই সেনাছাউনি থাকায় হাতিদের স্বচ্ছন্দে চলাচলের পথে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। সিক্সটিন এফএডি-তে ঢুকে পড়লে বিপদে পড়তে হয়। মোট ২৩০ একর এলাকায় ৪টি করিডর তৈরি করা হবে। জঙ্গলের ৩৫ একর এলাকায় রয়েছে সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার পার্ক। এই পার্ক সরিয়ে নেবে সামরিক বিভাগ। ফলে হাতির চলার পথে সমস্যা মিটতে চলছে বলে আমরা আশাবাদী।'

পর্যটনবান্ধব নিগম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) আর কেবল গন্তব্যে পৌঁছানোর সাধারণ বাস পরিষেবার গণ্ডিতে আটকে থাকতে চাইছে না। এবার উত্তরবঙ্গের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতিকে পাখির চোখ করে রাজ্য পর্যটনের মানচিত্রে নিজেদের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে নিগম। পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি হাত মিলিয়ে যৌথ প্রচার, সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো এবং সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একগুচ্ছ আকর্ষণীয় প্যাকেজ খুব শীঘ্রই সামনে আনতে চলেছে এনবিএসটিসি। ভারত-নেপাল পর্যটন সম্পর্ককে নতুন গতি দিতে নেপাল রুটে বাস পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পর্যালোচনা বৈঠক হয়। বৈঠকে পর্যটনশিল্পের রূপরেখা ও বাস্তব সম্ভাবনা তুলে ধরেন সিআইআই-এর ট্যুরিজম চেয়ার সম্রাট সান্যাল। বৈঠকে আরও কয়েকজন পর্যটন ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যের সঙ্গে পর্যটনের গভীর যোগ রয়েছে। রাসমেলার সঙ্গে বোল্লাকালীর

> **একগুচ্ছ পরিকল্পনা**

মেলা, গোসানিমারি থেকে গৌড়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্য এবং আরও একাধিক পর্যটনের ক্ষেত্র রয়েছে। যেগুলিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে আগ্রহ বাড়বে।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ বাস পরিষেবার বাইরে গিয়ে নিজেদের পর্যটন বিভাগকে এক নতুন পরিচয় দিতে তৈরি করা হচ্ছে আলাদা লোগো। একইসঙ্গে পর্যটকদের জন্য বুকিং ব্যবস্থা ও সব তথ্য এক ছাদের তলায় আনতে একটি ওয়েবসাইট চালুর মুখে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই পরিষেবাকে জনপ্রিয় করতে নিগমের কর্তারা বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে গিয়ে নতুন পরিকল্পনা ও সুবিধার কথা তুলে ধরছেন। শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলেজ, তরাই তারাপদ স্কুলে গিয়েছেন তাঁরা।

পর্যটকদের আকর্ষণে নিগম যে প্যাকেজগুলি আনতে চলেছে, তাতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। রাসমেলাকে কেন্দ্র করে একটি সমন্বিত পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, যাতে মেলাকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ঐতিহাসিক কোচবিহারকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারেন। নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেছেন, 'সব মিলিয়ে, এনবিএসটিসি-র এই সময়োপযোগী পদক্ষেপ কেবল উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পেই নতুন জোয়ার আনবে তা নয়, বরং রাজ্য পরিবহণ নিগমের স্মার্ট ও পর্যটনবান্ধব মুখ তুলে ধরবে।'

ক্ষোভ ডাক্তারি পড়ুয়াদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে বার্ষিক উৎসব 'প্লাজমা' আয়োজনে ডাক্তারি পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের নির্ধারিত চাঁদা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগও রয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যে সরব হয়েছে ডিএসওর মেডিকেল শাখা। সংগঠনের বক্তব্য, প্লাজমা আয়োজনের জন্য প্রত্যেক ডাক্তারি পড়ুয়ার কাছে পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা ধরা হয়েছে। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের এই নির্ধারিত চাঁদা দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পুনরায় থ্রেট কালচার ফিরছে বলে ডিএসওর মেডিকেল শাখার সভাপতি ডাঃ হিরণ্ময় রায়ের অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে সরকার বদল হলেও প্লাজমার নামে পড়ুয়াদের চাপ দিয়ে টাকা তোলার রীতি বদলায়নি।' এই বিষয়ে ডিএসও কলেজ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি বলেছেন, 'পড়ুয়াদের কাছে প্লাজমার চাঁদার জন্য জোরজুলুম করা হচ্ছে বলে কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে।'

মেডিকেল কলেজে প্রতি বছর বার্ষিক উৎসব বা ফেস্ট হিসেবে প্লাজমা আয়োজন করা হয়। অভয়া কাণ্ডের পর এক বছর চাঁদা তুলতে না পারার কারণে এই ফেস্ট বন্ধ ছিল। টানা কয়েক বছর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-নেত্রীদের নেতৃত্বে প্লাজমার আয়োজন হয়ে আসছে। এই উৎসবে শিক্ষামূলক আলোচনা সভার পাশাপাশি নাচ, গানের অনুষ্ঠান, বহিরাগত শিল্পী এনে অর্কেস্ট্রা— সবকিছুই হয়ে থাকে। অতীতেও প্লাজমার নামে ডাক্তারি পড়ুয়াদের চাপ দিয়ে হাজার হাজার টাকা চাঁদা তোলার অভিযোগে বিদ্ধ ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

রাজ্যে সরকার বদলের পরেও শুধু রং বদলেছে, নীতি একই রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এবারও ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্লাজমার আয়োজন করা হয়েছে। ১-২ ডিসেম্বর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলি হবে। ৩-৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। এই উৎসবের জন্য ইতিমধ্যেই কমিটি তৈরি করে চাঁদা তোলার কাজও শুরু হয়েছে। কলেজে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ২৫০

> **প্লাজমা আয়োজনে পাঁচ হাজার চাঁদা**

জন ছাত্রছাত্রী নতুন করে ভর্তি হয়েছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষে ২০০ জন করে মোট ৪০০ জন রয়েছেন। অর্থাৎ তিনটি বর্ষ মিলিয়ে ৬৫০ জন ডাক্তারি পড়ুয়া রয়েছেন। এছাড়া ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, পিজিটি এবং অধ্যাপক চিকিৎসকরাও উৎসবের জন্য চাঁদা দেন। ডিএসওর অভিযোগ, প্রতি বছর প্লাজমার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হলেও তার কোনও হিসাব পাওয়া যায় না। অনেক গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে কলেজে পড়তে আসেন। তাঁদেরও নির্ধারিত চাঁদা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে।

প্লাজমা আয়োজক কমিটির কোকনভেনার অনির্জিত বিশ্বাস মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য করার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁর দাবি, 'কাউকেই নির্ধারিত চাঁদা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে না। প্রত্যেকেই সামর্থ্যমতো চাঁদা দিচ্ছে।'

নদী বাঁচাতে আগামী বছর উৎসব উত্তরবঙ্গে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : নদীর পুনরুজ্জীবন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ—এই তিন লক্ষ্যকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গে নদী উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে উৎসবের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান জলপাইগুড়িতে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার নদীগুলিকে ঘিরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে।

নদীকে কেন্দ্র করে উৎসবের পরিকল্পনা কেন?

সাংসদের বক্তব্য, 'নদীর সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনজাতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।' তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন সময়ে দিল্লিতে জলশক্তিমন্ত্রকে গিয়েছি। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি নদীর পুনরুজ্জীবন খুব জরুরি। তাছাড়া উত্তরের নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন জনজাতির পুজো-পার্বণ ও সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এই সবকিছুকে একসূত্রে গাঁথতেই নদী উৎসবের পরিকল্পনা করা হয়েছে।' প্রস্তাবিত কর্মসূচি নিয়ে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রাথমিকভাবে উৎসবের

রূপরেখা তৈরি হয়েছে। মহানন্দা, তিস্তা, তোর্ষা, রায়ডাক, করলা, সংকোশ, কালজানি ও জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদী নিয়ে সেমিনারের পরিকল্পনা রয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এবং নদী বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় শামিল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলজ বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা, নদীয়ালি মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার মতো বিষয় আলোচনায় উঠে আসবে। সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে, যাতে সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ করা যায়।

উৎসবে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার বিশেষজ্ঞ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত আয়োজক কমিটির সদস্য সূর্যকমল বণিক জানান, নদীগুলির সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া হবে।

নদী উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে নদীকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। তিস্তাকে ঘিরে প্রচলিত তিস্তাবুড়ি, মেচেনি সহ বিভিন্ন লোকাচার, পুজো, গান ও নাচ তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত আয়োজক কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু রায়ের কথায়, 'এই ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রাখা জরুরি, যাতে নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়।'

উৎসবে পাঁচ জেলার প্রশাসন, সেচ ও পরিবেশ দপ্তর, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, অধ্যাপক, গবেষক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সাংসদ জানিয়েছেন, কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের মতামত নেওয়া হচ্ছে। দ্রুত জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে উৎসব কমিটি গঠনের উদ্যোগও রয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন, উৎসব বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

ডিসেম্বরে উত্তরবঙ্গ বইমেলা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শীতের আমেজের মাঝেই বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ৪৪তম ‘উত্তরবঙ্গ বইমেলা ২০২৬’। গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সূর্য সেন পার্কের কাছে মহাকালপল্লির পৌষমেলা প্রাঙ্গণে দশদিনব্যাপী এই মেলার আসর বসবে।

মেলায় কলকাতা তো বটেই, দিল্লি, মুম্বই এবং এলাহাবাদের প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থাগুলিও তাদের সেরা সম্ভার নিয়ে হাজির থাকবে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ৬ ডিসেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়। প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। বইয়ের পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলা মঞ্চে থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে মেলার প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয়েছে ১০ টাকা।

বাড়ি ফিরলেন সেই বৃদ্ধা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : অবশেষে ছেলের বাড়িতে ফিরলেন বৃদ্ধা। মধ্য শান্তিনগরের শীতলা মন্দির এলাকার বাড়ি থেকে ওই বৃদ্ধাকে গত শনিবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। তার আগে প্রায় সাত-আটদিন ধরে তাঁকে বাড়ির বাইরে উঠোনে টিনের ঘেরার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। খেতে দেওয়া হচ্ছিল একবেলা। বিষয়টি নিয়ে হইচই হতেই মঙ্গলবার বৃদ্ধাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে গেলেন তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ।

বৃদ্ধার বড় ছেলে আগেই জানিয়েছিলেন, তাঁর মা বাড়ির যত্রতত্র শৌচকর্ম করছিলেন বলে উঠোনে রাখা হয়েছিল। তবে বৃদ্ধাকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে এনে ভর্তি করতেই যেন টনক নড়ল ছেলেদের। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকেই ছেলেরাও যাতায়াত শুরু করেন। রবিবার বৃদ্ধার দুই ছেলে এবং দুই পুত্রবধূ হাসপাতালে আসেন। লিগ্যাল এইড ফোরামের পক্ষ থেকে হোমের বন্দোবস্তের কথা বলা হয়। তবে ছেলেরা ভুল স্বীকার করেন। মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। এদিন বৃদ্ধার বড় ছেলে বলেন, ‘মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মা আমাদের বাড়িতেও থাকবে আবার ভাইয়ের বাড়িতেও মাঝেমধ্যে গিয়ে থাকবে। আমাদের ভুল হয়েছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারছি।’ আর বাড়ি ফিরছেন বলে আনন্দেই ছিলেন ওই বৃদ্ধা। মধুরেন সমাপয়েত হওয়ায় খুশি দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারও।

সচেতনতা

ইসলামপুর, ২৭ অক্টোবর : ইসলামপুর ট্রাফিক গার্ড মঙ্গলবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করে। সচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি এদিন স্থানীয়দের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি নিরাপদে যাতায়াত করার বার্তা দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

নজরকাড়া আলোকসজ্জা, অভিনব শিল্পকল্পনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ভোগের আয়োজন, সব মিলিয়ে আলোর উৎসবে দর্শনার্থীদের টানতে প্রস্তুত শহরের পুজো উদ্যোক্তারা। কোন মণ্ডপে কী চমক, কোথায় মিলবে কোন বার্তা, আর কোথায় মাতবে উৎসবের আমেজ, জেনে নিন শিলিগুড়ির বিশেষ আকর্ষণগুলি।

লিখলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাব

চমক : ৪০ ফুটের বামাকালী

কী দেখবেন : গতবছরও নজর কেড়েছিল বামাকালী। ৬৩তম বর্ষে এবারও ৪০ ফুটের বামাকালীর প্রতিমা দেখা যাবে মণ্ডপে। পাশাপাশি লেসার শো নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের। গতবারের মতোই এবার ছোট প্রতিমাকে নাচিয়ে আনা হবে মণ্ডপে।

জিটিএস ক্লাব

চমক : সবুজ বাঁচাও

কী দেখবেন : সবুজ রক্ষায় কী করণীয়, সেই বার্তা দেওয়া হবে পুজোমণ্ডপে। আর্টিফিশিয়াল ঘাসের পাশাপাশি কিছু আসল গাছপালা ব্যবহার করা হবে মণ্ডপসজ্জায়। যেভাবে গাছ কেটে পরিবেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার রক্ষার্থে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে সকলের কাছে।

পালপাড়া মিলন গোষ্ঠী

চমক : রক্তবীজ সংহার

কী দেখবেন : ১৫ ফুটের কালীর প্রতিমা এবছরের আকর্ষণ। এছাড়া, ৯ অক্টোবর থেকে ১১ তারিখ অবধি থাকছে লাইট শো।

বিবেকানন্দ ক্লাব

চমক : উত্তর-পূর্ব ভারত

কী দেখবেন : রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা এখানে মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে। অরুণাচল, অসম, মেঘালয়, সিকিম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গার ঐতিহ্য ও লোকশিল্প তুলে ধরা হবে পুজোমণ্ডপে। এছাড়া, কালী প্রতিমার চোখ বড় করে তৈরি করা হচ্ছে।

আলোক সংঘ

চমক : কলকাতার পুরোনো ঠাকুরবাড়ি থিমে মণ্ডপ এবং শ্যামসুন্দরী প্রতিমা

কী দেখবেন : শ্যামসুন্দরীর মন্দিরে যে রীতি মেনে পুজো হয়, এখানেও চলতি বছর সেই রীতি মেনে পুজো করা হবে। বাঁশের মাচায় ঘাড়ে চাপিয়ে শ্যামসুন্দরীকে নিয়ে আসা হবে মণ্ডপে, বিসর্জনের দিনেও ঘাট পর্যন্ত একইভাবে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হবে। যাঁরা পুজো বা ভোগ দিতে চান তাঁরা একদিন আগে যোগাযোগ করলে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। চারদিন শ্যামসুন্দরী থাকবেন মণ্ডপে, রোজ তাঁর সাজ বদল হবে।

উল্কা ক্লাব

চমক : পাখিরালয়

কী দেখবেন : মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ, অযাচিতভাবে গাছ কাটায় পক্ষীকুলের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। পাখির আলয় যাতে মানুষ কেড়ে না নেয়- সেই বার্তা দেওয়া হবে এই মণ্ডপ থেকে। বিভিন্ন পাখির মডেল, পাখির বাসা ও তাদের ডাক মন ভালো করে দিতে পারে। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। কলকাতার শিল্পী শিলিগুড়িতে এসে প্রতিমা গড়ছেন। নজরকাড়া আলোকসজ্জাও থাকবে।

নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব

চমক : শুভের সূচনা অশুভের বিনাশ, রুদ্ররূপে মহাকালী

কী দেখবেন : ১২ ফুটের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, তার দুই চোখে আলো জ্বলবে। প্রতিমাই পুজোর মূল আকর্ষণ। প্রতিমাকে চারদিক দিয়ে ঘুরে দেখার ব্যবস্থা থাকবে। গোটা মণ্ডপজুড়ে আলোর খেলা চোখ ধাঁধিয়ে দেবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

যুব সংঘ কালীপুজো কমিটি

চমক : চার্চের অন্ধকারে মায়ের ভয়ংকর রূপ

কী দেখবেন : চার্চের আদলে তৈরি হচ্ছে পুজোমণ্ডপ। প্রায় ১২ ফুটের প্রতিমা তৈরি হবে। সন্ধে ৭টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত মণ্ডপের ভেতরে শো করা হবে। যেখানে ভূতেদের কিছু মডেল তো থাকবেই পাশাপাশি সত্যিকারের মানুষদেরও ভূত সাজিয়ে রাখা হবে। মৃদু ভূতুড়ে শব্দে ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে।

মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব

চমক : বড়োমা

কী দেখবেন : টানা তিন বছর ধরে ‘বড়োমা’র প্রতিমার আদলেই পুজো হচ্ছে। চারদিন ধরেই প্রসাদ বিলি হবে। নৈহাটির বড়োমার বিশেষ অন্নকূট ভোগ এই পুজোতেও দেওয়া হয়। আলোকসজ্জা থাকছে চন্দননগরের।

কোথাও আশা, কোথাও হতাশা। রেলের ভূমিকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া শিলিগুড়িজুড়ে। জংশন, নিউ জলপাইগুড়ি ও টাউন স্টেশনের কাজ দ্রুত শেষের আশ্বাসবাণী শোনালেন কাটিহার ডিভিশনের ম্যানেজার। অন্যদিকে, মহাবীরস্থানের জোড়া রেলগেট বন্ধের খবর জানাজানির পর থেকেই প্রমাদ গুনছেন ব্যবসায়ীমহল।

শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে ডিআরএম (লাল জ্যাকেট)। মঙ্গলবার। -সূত্রধর

এনজেপিতে সময়ে কাজ, নয়তো ব্যবস্থা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : এক দুই করে প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। তবে এনজেপি স্টেশনকে বিশ্বমানের রূপ দেওয়ার কাজ আজও শেষ করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আর কত সময় লাগবে? আগামী এক বছরেও কি কাজ শেষ হবে? উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এনজেপি স্টেশনের কাজ শেষের ক্ষেত্রে ২০২৭ সালের মার্চ মাস ডেডলাইন ধরা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে এনজেপি স্টেশনের কাজ শেষ করতেই হবে।

তবে কোনও কারণে যদি কাজ শেষ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষ আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন সংস্কারের কাজ পরিদর্শন শেষে এমনই হুঁশিয়ারি দেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারা। তিনি বলেন, ‘বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার উপর ভরসা তো করতেই হবে। তবে যদি সময়ের মধ্যে কাজ না হয়, তাহলে নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

রেল সূত্রে খবর, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় এনজেপিকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২২ সাল নাগাদ কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রথমে বলা হয়েছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা হবে। যদিও ২০২৬ সাল শেষ হতে চললেও স্টেশনের পূর্ণাঙ্গ কাজ এখনও শেষ হয়নি। পেছনের দিকে টিকিট কাউন্টার সহ বেশকিছু নির্মাণ ইতিমধ্যে শেষ। সামনের দিকে অনেক কাজ এখনও বাকি। রেলকর্তাদের একাংশের দাবি, কাজের গতি অনেকটাই কম। ফলে এখনও নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। যদিও রেলের পদস্থ কর্তাদের দাবি, প্রয়োজন মতো লোকবল কাজে লাগালে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা খুব একটা সমস্যার হবে না। তবে বাস্তবে কী হবে, তা অবশ্য সময় বলবে।

ডিসেম্বরেই নতুন রূপে জংশন স্টেশন

এনজেপি স্টেশনের কাজ শুরুর এক বছর পরেই অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনকে নতুন রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। সেই কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া টিকিট কাউন্টারও চালু হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে স্টেশনের মূল ভবনের সামনের অংশে কাজ চলছে জোরকদমে।

পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ হলে ওই স্টেশনেও লিফট সহ অত্যাধুনিক রেস্তোরাঁর সুযোগসুবিধা পাবেন যাত্রীরা। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্মাণকাজ পুরোপুরিভাবে শেষ করা হবে।

চরম আশঙ্কায় শিল্প-বাণিজ্য মহল

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ফুলেশ্বরীতে রেলগেট আগেই বন্ধ হয়েছে। এবার বন্ধের মুখে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন মহাবীরস্থান এলাকার পৃথক দুটি রেলগেট। রেলের তরফে এখনও স্পষ্ট করে দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিন্তিত ব্যবসায়ী মহল।

শহরের শিল্পপতি থেকে ব্যবসায়ী- প্রত্যেকের দাবি, মহাবীরস্থানের রেলগেট বন্ধ হয়ে গেলে শহর সম্পূর্ণভাবে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে ব্যবসা-বাণিজ্যে। পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়বে খুচরা বাজারেও। মাশুল গুনবেন সাধারণ।

শিলিগুড়ি শহরের মাঝবরাবর চলে গিয়েছে রেললাইন। রেলগেট খোলা থাকায় নয়াবাজার, মহাবীরস্থান থেকে হকার্স কর্নার, নিবেদিতা মার্কেট সবসময়ই জমজমাট। কিন্তু এখানকার রেলগেট বন্ধ হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পথ হবে উড়ালপুল। ফলে বাজারগুলোতে ক্রেতাদের আনাগোনা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সাধারণ মানুষ যেমন এখানকার বাজারগুলি থেকে কেনাকাটা করেন, তেমনই শহরের কয়েকটি বাজারে সামগ্রী পৌঁছায় নয়াবাজার থেকে। ফলে রেলগেট বন্ধ হলে বর্ধমান রোড ধরে হিলকার্ট রোড কিংবা ফুলেশ্বরী আন্ডারপাস একমাত্র ভরসা হবে। এছাড়া কিছু গলিপথ থাকলেও ব্যবসায়িক কাজে তা খুব একটা সুবিধার হবে না। ফলে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে খরচের অঙ্ক এক লাফে অনেকটাই বেড়ে যাবে।

হকার্স কর্নারে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাগের দোকান চালাচ্ছেন উজ্জ্বল তালুকদার। তিনি বলেন, ‘রেলগেট খোলা থাকায় নিত্যদিনই বহু মানুষ ওই পথ ধরে যাতায়াত করেন। চলার পথে তাঁরা অনেক সময় কেনাকাটা করেন। সেক্ষেত্রে রেলগেট বন্ধ হলে ওই ক্রেতাদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাবে।’ খেলনার দোকান চালানো গোপাল ঘোষ ও চশমা-ঘড়ির দোকানের ব্যবসায়ী রানা ঘোষও এমন আশঙ্কার কথা শোনান।

> **শহরের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়বে। হকার্স কর্নার, নয়াবাজার ও রেলগেট সংলগ্ন এলাকার বাজারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঘুরপথে পণ্য পরিবহণে খরচের অঙ্কও বেড়ে যাবে।**
>
> **-পরিমল মিত্র, ব্যবসায়ী**

নয়াবাজারের ব্যবসায়ী অমিত শ্রীবাস্তব বলেন, ‘এই বাজার থেকে পণ্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে ওই রেলগেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেটি বন্ধ হলে সাধারণ মানুষের আনাগোনাও কমে যাবে। ফলে ব্যবসা তলানিতে চলে যাবে।’

সাধারণ ব্যবসায়ীদের আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বলেন, ‘রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হলে শিলিগুড়ির উন্নয়ন থমকে যাবে। শহরের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যও মুখ থুবড়ে পড়বে। বিশেষ করে হকার্স কর্নার, নয়াবাজার ও রেলগেট সংলগ্ন এলাকার বাজারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ উড়ালপুল হয়ে ওই বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ কঠিন হয়ে উঠবে। সেইসঙ্গে ঘুরপথে পণ্য পরিবহণ করতে গিয়ে খরচের অঙ্কও বেড়ে যাবে। ফলে সমস্যায় পড়বেন শহরের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।’

সিআইআইয়ের নর্থবেঙ্গল জোনের ভাইস চেয়ারম্যান অমল মণ্ডল বলেন, ‘শহরের বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাময়িক একটা সমস্যা অবশ্যই তৈরি হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটি কাজেরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। বহু ব্যবসায়ীই সাময়িকভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিকল্প ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব প্রয়োজনে।’

শিল্পপতি প্রবীর শীল বলেন, ‘সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ব্যবসার অগ্রগতি হলেই সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা না করে উন্নয়নের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়।’

চড়া রোদে স্ট্রেচার ঠেলছেন রোগীর পরিজন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মঙ্গলবার।

প্রতিবাদ মিছিল

ইসলামপুর, ২৭ অক্টোবর : সিপিএমের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইসলামপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। পুজোর সময় ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় সিপিএমের বুকস্টল ভাঙা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক হয়। বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের বুকস্টল ভাঙার অভিযোগ তুলে কয়েকদিন আগে প্রতিবাদ মিছিল করেছিল সিপিএম।

এদিন শিবডাঙ্গীপাড়ার নগর কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে চৌরঙ্গি মোড় হয়ে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে গিয়ে মিছিলে শেষ হয়। মিছিল শেষে পথসভা হয়। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, ‘সিপিএম নোংরামো শুরু করেছে। এসব বন্ধ না করলে ফল ভালো হবে না। সিপিএমের অপপ্রচারের প্রতিবাদে এদিন মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল।’

উঠল দোকান

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ফোর লেনের কাজকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং মোড় থেকে শালবাড়িগামী রাস্তার ধারে থাকা ছয়টি দোকান সরানোর জন্য সোমবার ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা এসে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর মঙ্গলবার নিজেরাই দোকান তুলে দিলেন ব্যবসায়ীরা। নোটিশ পাওয়া ব্যবসায়ীদের কথায়, এদিন ভোরেই দোকান সরানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে সকাল ৯টা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সেইমতো এদিন সকাল থেকেই দোকান সরানো শুরু করেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রকাশ শা বলেন, ‘দোকান তো সরাতেই হবে। এটা তো সরকারের জায়গা।’

বৃত্তি পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার থেকে শুরু হল চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের আয়োজনে চলতি বছর রাজ্যজুড়ে প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসেছে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় এবছর মোট ১৫৫২ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দিচ্ছে। ঘোগোমালি হাইস্কুল, শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ সহ মোট ১৬টি সেন্টারে এই শিক্ষা জেলার পরীক্ষা হচ্ছে। এদিন বাংলা পরীক্ষা হয়। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে বলে পর্ষদের দার্জিলিং জেলা সভাপতি অসিতবরণ মণ্ডল জানান। সকাল সওয়া সাতটা থেকে এই পরীক্ষা শুরু হয়। বুধবার অঙ্ক পরীক্ষা রয়েছে।

প্রতিবাদে ছবি

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন জায়গায় বামেদের বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদী অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করল এসএফআই। দুটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যাবে। ১০ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত ‘ক’ বিভাগের বিষয় ‘ঘৃণার বিরুদ্ধে বই, অন্ধকারের বিরুদ্ধে জ্ঞান’ এবং ১৭ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত ‘খ’ বিভাগের বিষয় ‘পরাধীন ভারত থেকে স্বাধীনতার পথে বিপ্লবীদের ভূমিকা’। আগামী ১ নভেম্বর এসএফআইয়ের শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির তরফে এই আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সংগঠনের জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে।

গাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার কার্টনবোঝাই গাড়ি সড়কপথে যাওয়ার সময় বিপত্তি ঘটে। গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে থাকায় দমকল স্টেশনে পৌঁছাতে সোজা স্টেশন ফিডার রোডে ঢুকে পড়েন চালক। পরে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। চালকের কথায়, ‘নৌকাঘাট সংলগ্ন রাস্তায় যাওয়ার সময় বুঝতে পারি গাড়ির নীচ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। হয়তো শর্টসার্কিট হয়েছিল। তাই আর সময় নষ্ট করিনি। গাড়ি নিয়ে সোজা স্টেশন ফিডার রোডে ঢুকে পড়ি।’ চালকের উপস্থিতবুদ্ধিতে ক্ষতির পরিমাণ কমানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রোডিজ জ্বরে কাঁপছে শিলিগুড়ি

তরিবাড়িতে রণভিজয়-প্রিন্সদের এপিসোডের আসর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বাঁশ দিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার রাস্তা। চারদিক ঘেরা হয়েছে সবুজ নেটে। মঙ্গলবার দুপুরে বাঁশের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারায় গ্রামের দুই তরুণী। গলায় ভলান্টিয়ার কার্ড। নেট সরিয়ে কিছু দূরে নদীর ধারে সাদা রঙের তাঁবুগুলো দেখার চেষ্টা করছিলেন জনাকয়েক তরুণ।

ভলান্টিয়ারের মধ্যে একজন তাঁদের উদ্দেশে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, ‘ওখানে দেখার অনুমতি নেই। তোমরা পরে এসে দেখো।’ ‘প্রিন্স নারুলা, নেহা ধুপিয়া ম্যাম কি চলে এসেছেন? বাণী জে আর রণভিজয় স্যর!’ তরুণদের মধ্যে গিরিশ রায়, আমান থাপারা প্রশ্ন করতেই ভলান্টিয়ার তরুণী মুখে হাসি নিয়ে বলে উঠলেন, ‘ওঁদের অপেক্ষায় তো আমরাও রয়েছি।’

দীর্ঘ দু’দশকের অপেক্ষার অবসান, অবশেষে শিলিগুড়িতেও রোডিজ। তবে অডিশন নয়, হবে এপিসোডের শুটিং। সে জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে শহরের অদূরে বেঙ্গল সাফারির পেছনে বুদ্ধ গুম্ফার পাশের নদীর পাড়কে। সেই মাঠে বসছে ভারতীয় টেলিভিশন দুনিয়ার প্রথম সারির অন্যতম জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো রোডিজ-২১’এর আসর। সবকিছু পরিকল্পনামতো হলে, দেখা মিলবে রণভিজয়, বাণী, প্রিন্স নারুলা, নেহা ধুপিয়ার গ্যাং লিডার ও প্রতিযোগীদের। তার আগেই নদীর পাড়ের সবুজ ঘাসের ওপর সাদা রঙের তাঁবুর ভাইরাল ছবি-ভিডিও উত্তাপ বাড়িয়েছে শিলিগুড়ির। জাতীয় স্তরের বহু চর্চিত রিয়েলিটি শো-এর প্রতিযোগী, গ্রুপ লিডারদের আতিথেয়তায় প্রস্তুত তরিবাড়ির বাসিন্দারা। শহরের জেন জেড, মিলেনিয়ালদের উৎসাহের ওপর নজর রাখছে পুলিশ, প্রশাসনও। পুলিশের এক কর্তার কথায়, ‘বুধবার ও বৃহস্পতিবার শুটিং চলার কথা রয়েছে। ওরা পুলিশ চেয়েছে। শুটিং স্পটে দু’দিনই পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে।’

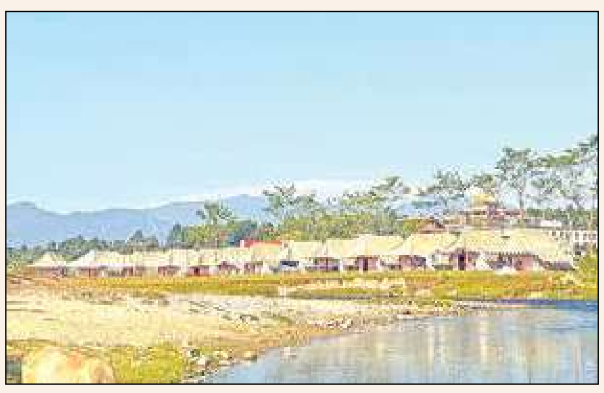

নদীর ধারে রিয়েলিটি শো-এর শুটিংয়ের জন্য তৈরি ক্যাম্প। মঙ্গলবার।

এত বছর টিভির পর্দায় শোয়ের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার টাস্ক দেখা গেলেও এবারে স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছেপূরণ করতে তরিবাড়িতে ঢুঁ মারছেন সায়নী বিশ্বাস, তানিশা রায়রা। ভলান্টিয়ারের দায়িত্বে থাকা তরিবাড়ির অনুজ থাপার কাছে টেন্টের ছবি তোলার অনুমতি নেওয়ার জন্য বায়না করছিলেন দিশা বসাক, পুষ্কক দত্তরা। দিশা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, ‘হাকিমপাড়া থেকে বন্ধুর সঙ্গে চলে এসেছি। প্রমাণ হিসেবে টেন্টের ছবি দেখাতে না পারলে তো বৃথা।’

এর মধ্যে কথা হল টেন্টের দায়িত্বে থাকা কর্তার সঙ্গে। কোম্পানি থেকে নিষেধ থাকায় নিজের নাম বলতে না চাইলেও জানালেন, ‘আজ রাতে এই জায়গাকে আরও বোর্ড দিয়ে সাজানো হবে। কাল সকালে কোম্পানির লোক চলে আসবে।’

এদিন উৎসুকদের সামলানোর মধ্যেই ভাবুক হয়ে বসেছিলেন স্থানীয় নিমা লিম্বু। বললেন, ‘আমাদের এই জায়গা এর আগে বৌদ্ধ গুম্ফার কারণে পরিচিত থাকলেও এখন রোডিজের সৌজন্যে আরও পরিচিত হবে।’

তবে কেউই এদিন শুটিংয়ের দিনক্ষণ বলতে না চাইলেও পিছিয়ে নেই রোডিজপ্রেমীরা। কলেজপড়ুয়া ডাবগ্রামের বাসিন্দা মামণি শীলের চোখেমুখে উৎসাহ, ‘রোজই বন্ধুদের মধ্যে কেউ না কেউ একবার করে তরিবাড়িতে ঢুঁ মেরে যাচ্ছে। বুধবার থেকে শুটিং হওয়ার কথা শুনে সকালেই যাওয়ার প্ল্যানিং করেছি।’

নিজেদের প্রিয় গ্রুপ লিডারদেরও চিয়ার করতে তৈরি হায়দারপাড়ার মনামি পালরা। তাঁর কথায়, ‘নেহা ধূপিয়া ম্যামকে প্রথম থেকেই পছন্দ করি। একবার যদি এবারে একটু ওঁর দেখা পাই।’ বন্ধু সুজয় দাস বলে উঠলেন, ‘প্রিন্স স্যরও কিন্তু কম না।’

মহামিছিলে উত্তরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ৩ নভেম্বর শিলিগুড়ির রাজপথে মিছিলে হাঁটবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 'গণতন্ত্র বাঁচাও'-এর ডাক দিয়ে তাঁর সঙ্গে পা মেলাবেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। মিছিল শেষে মহাত্মা গান্ধি চক অর্থাৎ এয়ারভিউ মোড়ে বক্তব্য রাখার কথা তাঁর।

রাজ্যে পালাবদলের পরে এটিই শিলিগুড়িতে বিজেপির রাজ্য পর্যায়ের প্রথম কর্মসূচি হতে চলেছে। প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হতে পারে বাঘা যতীন পার্ক থেকে। এরপর হিলকার্ট রোড ধরে শেষ হবে মহাত্মা গান্ধি চকে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'বিদেশি মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। তারই প্রতিবাদে রাজপথে নামব আমরা। মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন।'

শাসকদলের মূল টার্গেট, ককরোচ জনতা পার্টি। এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত সিজেপি সেভাবে সক্রিয় না হলেও সমাজমাধ্যমে জন্ম নেওয়া দলটি যেন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে শাসকের কাছে। পদ্ম নেতাদের অভিযোগ, সিজেপি'র সঙ্গে কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত। সম্মিলিতভাবে বিরোধীদের মদতে দেশবিরোধী শক্তির উত্থান হচ্ছে। সেই শক্তিকে দমাতে পথে নামার ডাক দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, রাজ্যে পাঁচটি শহরে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব। ২ নভেম্বর কলকাতা দিয়ে কর্মসূচি শুরু। ৪ নভেম্বর কৃষ্ণনগর, ৫ তারিখ দুর্গাপুর এবং হাওড়ায় এই কর্মসূচি হবে। প্রত্যেকটিতে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। ৫ নভেম্বর একই দিনে দুই জায়গায় মিছিলের জন্য যেকোনও একটিতে অংশ নেবেন। শিলিগুড়ির কর্মসূচি উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক হলেও মূলত দার্জিলিং সমতল এবং জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপিকে নিয়ে হবে।

২০ হাজার লোকের ভিড়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উত্তরের বাকি জেলাগুলি থেকে সাধারণ নেতা-কর্মীদের এই মিছিলে আনার পরিকল্পনা আপাতত নেই। সেখান থেকে শুধু শীর্ষস্তরের নেতাদের থাকতে বলা হয়েছে। বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেছেন, 'দুটি জেলাকে নিয়েই মিছিল। সেজন্য সবাইকে অংশ নিতে বলা হয়নি।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে ভোটের আগে এই বিরাট মিছিল স্থানীয় নেতৃত্বকে বাড়তি শক্তি জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কর্মসূচির প্রস্তুতি হিসাবে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে দলের উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ইনচার্জ, আহ্বায়ককে নিয়ে বৈঠকে বসেন রাজ্য স্তরের নেতারা। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলোচনার মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন করে কর্মসূচির প্রচারে জোর দিতে বলেছেন।

বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' ডাক

মিছিল নিয়ে কটাক্ষের সুর বিরোধীদের গলায়। সিপিএমের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সমন পাঠকের কথায়, 'বিজেপি দিশেহারা। দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে মানুষ যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।' সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য সুজয় ঘটক বলেন, 'রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলেরই গণতন্ত্র রক্ষার দায়। অথচ তারাই গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে ঘুরিয়ে বিপন্নতার কথা স্বীকার করছে কি?'

পুনরাবৃত্তি

প্রথম পাতার পর

পালটা গুলিতে জখম হন সামাউন। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সামাউনকে মৃত ঘোষণা করেন। পুত্র হারানোর যন্ত্রণা বুকে প্রহ্লাদের বাবা এনকাউন্টারকে সমর্থন করে বলেন, 'যা হয়েছে ঠিক হয়েছে, আমি খুব খুশি।' মায়ের কথায়, 'ছেলের কঠোর শাস্তি হোক চেয়েছিলাম। এনকাউন্টার চাইনি। মা হিসেবে কষ্ট পেয়েছি, তবে নাগরিক হিসেবে খুশি। শুনেছি পালানোর চেষ্টা করেছিল। তাই পুলিশ গুলি করেছে। বুঝলাম, ওপরে ভগবান আছেন। আমরা সঠিক বিচার পেয়েছি।' নিহতের ভাইয়ের দাবি, 'রাত ২টোর সময় স্যারেরা এসে বাবা-মাকে বললেন, আপনাদের যেতে হবে। তখনও ওঁরা কেউ বলেননি যে এনকাউন্টার হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বলেছিলেন, মা-বোনেদের ওপর এমন অত্যাচার হলে পুলিশকে কঠোর অ্যাকশন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। মঙ্গলবার দুই এনকাউন্টারের পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'শাসকের আইন নয়, বাংলায় এখন আইনের শাসন চলছে। কোন পরিস্থিতিতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়? আমাদের রাজ্যে কতবার পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে, পুলিশ বারবার আক্রান্ত হলে, তাঁদের সামনে আর কী পথ খোলা রয়েছে!'

তবে এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মমতাপন্থী তৃণমূল। বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'একটা-দুটো এনকাউন্টারের প্রচারের আড়ালে যেন বাকি ঘটনা বা তদন্তের বাকি অংশ ধামাচাপা না পড়ে।' তবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অপরাধীদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। যদিও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কটাক্ষ, 'এটা পুলিশের সস্তার সোপ অপেরার এপিসোড। এতে অপরাধ কমবে না।'

বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, 'বিচার করার আগেই মেরে ফেলার যে চেহারা দেখছি, তাতে প্রশ্ন জাগছে, বাংলার মানুষের বা পুলিশের কি বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে গিয়েছে?' পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। তাদের প্রশ্ন, 'রাতের বেলা এনকাউন্টারের গল্প সাজানোর জন্যই কি হাত খোলা রেখে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?' এনকাউন্টার হত্যার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের দাবি জানিয়েছে এসইউসিআই-ও।

ওষুধের দাম নিয়ে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা 'পুরোপুরি অকেজো' বলে কটাক্ষ করল দেশের শীর্ষ আদালত। ওষুধের ক্রয়মূল্য এবং সর্বাধিক বাজারদর বা এমআরপির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। মঙ্গলবার একটি মামলার শুনানি চলাকালীন তাদের পর্যবেক্ষণে এমনই জানিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহেতার ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, আদালতের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, সরকারি ব্যবস্থা কেন শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে চলেছে?

দেশজুড়ে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। সংস্থার উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্যের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও এর জবাবে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতকে জানান, চলতি ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করাই কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতি।

বার্তা শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

ছয় মাস কেন, প্রথম এক বছরও যে মূল্যায়নে যথেষ্ট নয়, তার ইঙ্গিত আছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি বুঝিয়েছেন, দু'বছর না কাটলে পরিবর্তন দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে পাঁচ বছরের মাথায় শাসকদলের সব প্রতিশ্রুতির হিসাব মিলে যাবে বলেও বার্তা দিলেন তিনি। অর্থাৎ তখন বোঝা যাবে, প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব কমল কি না। বিরোধীরা অবশ্য এই যুক্তিকে অজুহাত হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের পালটা যুক্তি, 'মর্নিং শো'জ দ্য ডে।' পরিবর্তনের আভাস তো প্রথমেই মেলা উচিত।

মমতাপন্থী তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের কটাক্ষ, 'শুভেন্দু অধিকারী বড় বড় ভাষণ দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু করেননি। কিছু করতে পারবেন বলেও মনে হয় না। এতগুলো জিনিসে উনি হাত দিচ্ছেন। কোনওটা শেষ হবে কি না, সন্দেহ আছে। আসলে এভাবে উনি মানুষের দৃষ্টি ঘোরাবেন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ভাষায়, 'উন্নয়ন তখনই হয়, যখন আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে। আগের মতোই রাজ্যে এখন বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলছে।' শুভঙ্করের বক্তব্য, 'যেভাবে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, তাতে তার দায় নিয়ে পুলিশমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর পদত্যাগ করা উচিত। এসব থেকে নজর ঘোরাতে তিনি ছয় মাস, এক বছর, পাঁচ বছরের সময়সীমা দিচ্ছেন।' মালদার ভূতনি এবং রতুয়ায় গঙ্গায় ভাঙন ও বন্যা মোকাবিলার বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'গঙ্গার ভাঙন রোধে প্রাথমিকভাবে রাজ্যকে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে।' ২০১৮ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ২০ কিলোমিটার এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিল বলে শুভেন্দুর দাবি। তাঁর কথায়, বাকি ৮০ কিলোমিটারের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হলেও ওই অংশে প্রয়োজনীয় কাজ হয়নি। জল জীবন মিশন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোনও আদিবাসী গ্রাম যাতে পানীয় জলের সুবিধা থেকে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

অন্যদিকে, এনসিপিআই সাংসদদের প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ওই সাংসদরা এনডিএ-র সঙ্গেই রয়েছেন। তাঁদের নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। তবে আসন্ন পুর নির্বাচনে এনসিপিআই-কে আসন ছাড়া হবে কি না জিজ্ঞাসা করলে শুভেন্দু বলেন, নির্বাচনের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব তাঁর নয়।

দিন-রাত ডিউটিতে 'ক্লান্ত' বনকর্মীরা

বাঁশ বাগানে ঘুম বাঘিনীর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অক্টোবর : 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও... আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি। যেটা ছিল না, ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক। সব পেলে নষ্ট জীবন।'

মনে মনে অনুপম রায়ের এই গান গুনগুনিয়েই হয়তো হেমন্তের দুপুরে অসমের রাজেন্দ্রপুর ফরেস্ট ভিলেজ লাগোয়া বাঁশ বাগানে জোর ঘুম দিল 'বিহার কি বেটি', বিটিআর টিএফ-১। বক্সা ছেড়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে ভালোই আছে বাঘিনী। সোমবার গৃহপালিত শুয়োর শিকার করে খায় সে। এরপর ঘুম। মঙ্গলবার বহাল তবিয়তে ওই বাঁশ বাগানেই আছেন তিনি। এদিকে টানা ডিউটিতে জেরবার বনকর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ বনকর্মীকে রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে পাঠানো হয়েছে নজর রাখার কাজে সহায়তা করতে। এদিকে ভয়ের চোটে থরহরিকম্প দশা ওই ফরেস্ট ভিলেজের বাসিন্দাদের।

শীতের কাঁপুনি আর মশার উৎপাত সামলে বসে থাকতে হচ্ছে বনকর্মীদের। 'হালুম-হুলুম' শুনে মাঝেমধ্যে সার্চলাইট জ্বালিয়ে খতিয়ে দেখছেন পরিস্থিতি। সোমবার রাতে অন্তত দু'বার এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেন সবাই। মাঝেমধ্যে টহল দিয়ে বাঘিনীর অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। লাগাতার উড়ছে ড্রোন। রেডিও কলারের মাধ্যমেও দেখা হচ্ছে শার্দূল-কন্যার অবস্থান। নিয়মিত পরিদর্শনে আসছেন বনকর্তারা।

অসমের রাজেন্দ্রপুরে নজরদারিতে বনকর্মীরা।

রবিবার রাতে ঘরছাড়া বাঘিনী জাতীয় উদ্যান লাগোয়া যে গ্রামে ঢোকে তার পাশেই সেন্ট্রাল রেঞ্জ অফিস। সেখানে এখন মনিটরিং টিমের বেস ক্যাম্প করা হয়েছে। এদিন রাইমোনা সেন্ট্রাল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোমেশ্বর ব্রহ্ম বলছিলেন, 'দিনরাত ডিউটি চলছে। শিফট ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বাড়ি যাওয়া বন্ধ সবার। রেঞ্জ অফিসেই রান্না করে খেতে হচ্ছে। বিশ্রামের জায়গাও তৈরি করা হয়েছে।' কচুগাঁওয়ের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মুস্তফা আলি আহমেদের কথায়, 'বাঘিনী দিনভর এক জায়গাতেই থাকছে। ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আমরাও ওকে বিরক্ত করছি না। শুধু নজর রেখে চলেছি।'

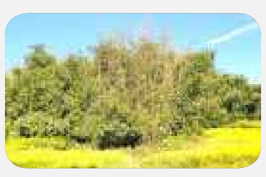

■ বক্সা ছেড়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে ভালোই আছে বাঘিনী

■ রাতে ঘরছাড়া বাঘিনী জাতীয় উদ্যান লাগোয়া যে গ্রামে ঢোকে তার পাশেই সেন্ট্রাল রেঞ্জ অফিস

■ সোমবার গৃহপালিত শুয়োর শিকার করে খায় সে, এরপর ঘুম

এদিকে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে সমস্যায় পড়েছেন অনেক বনকর্মীই। অসমে যাওয়া বক্সার জনৈক বনকর্মী বলেন, 'দিনে কোনওরকমে সময় কাটলেও রাতে সময় কাটানো মুশকিল। রাতে বাঘিনীর জঙ্গলে ফেরার সম্ভাবনা থাকে। তাই তখন আরও বেশি সজাগ থাকতে হচ্ছে।' আরেক বনকর্মীর কথায়, 'বাঘিনীর আচরণ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।' অন্যদিকে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বাঘিনী ফেরাতে কোনও তাড়াহুড়ো করা হবে না। বাঘিনী এখন এলাকা চিনছে। তাই ওকে এখন নিজের মতো থাকতে দেওয়া হচ্ছে।'

মঙ্গলবারও রাজেন্দ্রপুর যান দুই রাজ্যের বনকর্তারা। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। বনকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজেন্দ্রপুরের স্থানীয় গ্রামবাসী। মোড়ল মৃগেন্দ্র নার্জারির কথায়, 'গ্রামে কখনও এমন আতঙ্ক ছড়ায়নি। মানুষের ক্ষতি হলে তো মুশকিল। আমরা চাই বাঘিনী জঙ্গলে ফিরুক।'

আইনে অধিকার নেই পুলিশের

প্রথম পাতার পর

মানুষ পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে ভুলে গিয়েছিল। সেই ভরসা ফিরিয়ে আনতে হলে পুলিশকে কিছু অপ্রিয় কাজ করতেই হবে।' অভয়ার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথের যুক্তি, যাঁরা মেয়েদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখেন, তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তিনি বলেন, 'এই এনকাউন্টারকে আমি সমর্থন করি।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দিল্লিতে বসে একই দিনে দুটো এনকাউন্টারের খবর পান। তিনি বলেন, 'বিষয়টি পুলিশ ও সিআইডি দেখছে, তবে রাজ্যে গুন্ডা দমন করেই ছাড়ব।' গুন্ডা দমনের নামে তিনি এনকাউন্টারকে সমর্থন করলেন কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অনেকে ছাড়াও বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও সরকার বিরোধী দলগুলি এনকাউন্টারের এসব যুক্তি উড়িয়ে দিচ্ছে। বিচারাধীন অভিযুক্তের এনকাউন্টারের আইনি এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহিদুল্লা মুন্সির কথায়, 'এনকাউন্টারের কোনও প্রভিশন আইনে নেই। বিষয়টি আইনে স্বীকৃতও নয়। তবে কোন অবস্থায় গুলি চালানো হয়েছে বা আদৌ ঘটেছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ।' গাইঘাটা এবং বারুইপুরের এনকাউন্টারে আসামির পালানোর চেষ্টা ও পুলিশকে আক্রমণের যুক্তিতে সাদৃশ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গিরিশ গুপ্ত প্রশ্ন তোলেন, 'পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় হাতকড়া পরানো ছিল কি? রাতের বদলে দিনে পুনর্নির্মাণ হলে সমস্যা কোথায়? একজন অভিযুক্তকে এতজন পুলিশের পক্ষে রোখা সম্ভব ছিল না কি?' তিনি বলেন, 'সমস্ত বিষয়টিই তদন্তসাপেক্ষ হওয়া উচিত। তবে পুলিশের এনকাউন্টারের নির্দিষ্ট আইনি ধারা নেই। তবে এনকাউন্টারের সত্যতা আছে কি না বা সাজানো কি না- তা সাক্ষ্যপ্রমাণ ও আদালতের ওপর নির্ভর করে।'

একই মত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আইন পুলিশকে এই এনকাউন্টারের অধিকার দেয়নি। শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র আদালতের।' এনকাউন্টার পুলিশের কাজ নয় বলে মন্তব্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও। রাজ্যে পরপর তিনটি এনকাউন্টারে ক্ষুব্ধ মানবাধিকার কর্মীরাও।

এপিডিআর-এর সহ সভাপতি রঞ্জিত শূরের দাবি, হাইকোর্টের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতিকে দিয়ে পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। মানবাধিকার কর্মী কিরীটী রায়ের অভিযোগ, 'শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতায় বলা ছিল, পুলিশ কোন অন্যায় করে না, যখন সে আমার পুলিশ। এটা আইনের শাসন না গুন্ডা রাজত্ব? মানবাধিকার কমিশন অনেককাল আগেই মারা গিয়েছে।'

শুধু এই রাজ্য নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় এনকাউন্টারের নজির রয়েছে। ২০১৪ সালের পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বনাম মহারাষ্ট্র সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের এনকাউন্টার সংক্রান্ত ১৬ দফা গাইডলাইন রয়েছে। যাতে এই ধরনের ঘটনার পর প্রথমে এফআইআর করতে হয়। এনকাউন্টারে অংশগ্রহণকারী পুলিশকর্মীদের বাইরে অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে বা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তদন্ত বাধ্যতামূলক। ঘটনার পর তৎক্ষণাৎ জাতীয় বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে জানানো, তদন্ত শেষে উপযুক্ত আদালতে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ ইত্যাদি নিয়মও রয়েছে।

পর্যটনে ধসের 'ক্ষত'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : নেপালের বিপর্যয়ের ঝাপটা লেগেছিল, এবার ছোবল অর্ণবের। ঘূর্ণিঝড় অর্ণব যতই শক্তি সঞ্চয় করে অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই বৃষ্টির আশঙ্কা বাড়ছে বাংলাতেও। পরোক্ষ প্রভাবেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সহ উপকূল এলাকায় ঝড়বৃষ্টির বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতি ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই পূর্বাভাসে পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা এবং সতর্কতার কথা বলেছে আবহাওয়া দপ্তর। আর তাতেই পাহাড়ি পর্যটনে নতুন করে কালো মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। পাহাড়ে বেড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠছে আতঙ্ক, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পর্যটনে।

হেমন্তের স্বচ্ছ নীলাকাশে বাতাসের শিরশিরানি থাকলেও বা 'ঘুমন্ত বুদ্ধ' কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের মাথা নতুন করে জেগে উঠলেও পাহাড়ি পর্যটন সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। নেপালের বিপর্যয়, বালাসনের হিউমপাইপের সেতু উড়ে যাওয়া এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ একাধিক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ধস নামায় তার বড় প্রভাব পড়েছে পুজো পর্যটনে। গ্যাংটক থেকে দার্জিলিং, পাহাড়ে চেনা ভিড়টা ছিল না পুজোর দিনগুলিতে। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে দীপাবলিকে কেন্দ্র করে যখন আশার আলো দেখতে চাইছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা, তখন অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তাঁদের হতাশ করে তুলছে। মূলত ধসের আশঙ্কায় অনেকেই যে পাহাড়-পরিকল্পনা বাতিল করে অন্যত্র বেড়াতে চলে যাবেন, বুঝতে পারছেন পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলছেন, 'প্রায় সময় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় কালিম্পংয়ের পর্যটনে বড় প্রভাব পড়েছে। কেননা, বেড়াতে এসে রাস্তায় আটকে থাকতে চান না পর্যটকরা।' উল্লেখ্য, ধস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামতে হাত লাগিয়েছে এনএইচআইডিসিএল। যে কারণে মঙ্গলবার থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক দিন রাত ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

■ অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

■ পাহাড়ে ধস নামার আশঙ্কা, প্রভাব পর্যটনে

■ খোঁজখবর নিয়ে বেড়াতে আসার পরামর্শ পর্যটন ব্যবসায়ীদের

অর্ণবের প্রভাবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তর দিলেও, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে আগামী সোম ও মঙ্গলবার। কেননা, ওই সময় এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটতে পারে। ফলে পাহাড়ি এলাকা থেকে এখনই ধসের আশঙ্কা দূর হচ্ছে না। তবে দুর্যোগ মোকাবিলায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে বৈঠক করে গুজব না ছড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে যাতে পর্যটকরা পাহাড়ে বেড়াতে আসেন, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন তৎপর রয়েছে। আমাদের তরফেও আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। সিআইআই ট্যুরিজম চেয়ার সম্রাট সান্যাল বলেন, 'বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে রাস্তার পরিস্থিতি- সমস্ত তথ্যই আমাদের তরফে প্রতিদিন তুলে ধরা হচ্ছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে পর্যটকদের আসার কথা বলছি আমরাও।'

শৈলসুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘা। মঙ্গলবার গজলডোবার কাছে আমবাড়িতে সুশান্ত পালের ক্যামেরায় তোলা ছবি।

বাংলা যে বড় দ্রুত 'খাপ বেল্ট' হতে চায়

প্রথম পাতার পর

যে বাঙালি একদিন নিজেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি, যুক্তিবাদ, মানবিকতা আর উদারতার উত্তরাধিকারী বলে গর্ব করত, তারই শহরে আজ মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রকাশ্য প্রদর্শনী। সেই প্রদর্শনীতে শামিল হয়ে গেল পুলিশও। বেহালার সরশুনায় নগ্ন করে তিনজনকে হাঁটতে বাধ্য করার ঘটনায় ধৃত তিনজনকে পুলিশ যেন আইন-আদালত ছাড়াই প্রায় একইরকম শাস্তি দিল। কোমরে দড়ি বেঁধে খালি গায়ে শুধু বারমুডা পরিয়ে এলাকার রাস্তায় প্যারেড করানো হল তদন্তের নামে। এই আচরণ তো দুষ্কৃতী সুলভ।

অগাস্টে আমরা দেখে ফেলেছি উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে পুলিশ হেপাজতে মারা গিয়েছেন তৃণমূল কর্মী বীরজু কেওট।

এসব দেখে আমরা যেন খুব একটা বিস্মিতও নই। কারণ, নিষ্ঠুরতা দেখতে দেখতে আমাদের চোখ সয়ে গিয়েছে। অপমান দেখতে দেখতে আমাদের মন পাথর হয়ে গিয়েছে। এখন আর কারও দুর্দশা দেখে বুক কাঁপে না। বরং মোবাইল বেরিয়ে আসে। ছবি তোলা হয়। ভিডিও করা হয়। সমাজমাধ্যমে সবার আগে পোস্ট করে বেশি লাইক পেতে হবে না?

প্রশ্ন জাগে, সরশুনায় আসলে কারা নগ্ন হলেন? ওই নির্যাতিত মানুষগুলো, নাকি আমরা সবাই?

ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন নয়। ২০২৪ সালের জুনে বারাসতে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হয়েছিল নিরীহ মানুষকে। ব্যারাকপুর, বনগাঁ, বারুইপুর, বিধাননগরেও সন্দেহ আর গুজবের জেরে গণপিটুনির অভিযোগ উঠেছিল। বিধাননগরে এক তরুণের মৃত্যুও হয়েছিল। ২০২৫ সালে দুর্গাপুরে গোরু পাচারের অভিযোগ তুলে কয়েকজনকে বেঁধে, মারধর করে, কান ধরিয়ে প্রকাশ্যে হেনস্তা করা হয়। ক'দিন আগে বাগডোগরায় গোরু চোর সন্দেহে জনতার হামলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মালদায় নগ্ন হাঁটানো হয়েছে মহিলাদের। অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা, তা বিচার করার অপেক্ষা নেই। কয়েকজন উত্তেজিত মানুষই আদালত, বিচারক এবং শাস্তিদাতা।

আর হাওড়া? সেখানে মে মাসে পুলিশের হাতেই অভিযুক্তদের হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটানোর ছবি দেখা গিয়েছে। পুলিশের দাবি ছিল তদন্তের প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া। তবে আইনরক্ষকও যদি প্রকাশ্য অপমানের বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, তবে সাধারণ মানুষ শিখবে কী? সরশুনা বোঝাল, মানুষ কী শিখতে পারে।

অপরাধের বিচার আদালতে হবে, রাস্তার দর্শকদের সামনে নয়। আর গাইঘাটা-বারুইপুর দেখায়, আমরা প্রশ্ন তুলতে ভুলে যাই। কয়েকজন পুলিশের সামনে রাইফেল ছিনিয়ে অপরাধী গুলি চালাতে পারে! সব ধর্ষণে অভিযুক্তরাই একই কাজ করছে নাকি আজকাল?

এই অবক্ষয়ের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক দাসত্বের এক অসুখ। সকাল থেকে রাত বাঙালি মজে আছে বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেসে। চায়ের দোকান, পাড়ার আড্ডা, পারিবারিক অনুষ্ঠান, সর্বত্র কে কাকে হারাল, কোন নেতা কত বড় সাধু কিংবা চোর। রাজনীতি নিয়ে ভাবা জরুরি। কিন্তু নিজের দলের অন্যায়কে ন্যায় আর অন্যের অন্যায়কে অপরাধ বলে চালানো শুরু হলে বিবেকের মৃত্যু হয়। প্রতিবেশী তখন মানুষ নন, প্রতিপক্ষ দলের সমর্থক। বিপন্ন মানুষের পরিচয়ও খোঁজা হয় রাজনৈতিক পতাকায়। পানাপুকুরে স্নান করি আমরা বাঙালিরা, যেন সমুদ্র কোনওদিন দেখিনি জীবনে। বড় লেকও নয়।

এই ক্ষুদ্রমনস্কতার সঙ্গে জুড়েছে আত্মপ্রদর্শনের মহামারি। সকালে কী খেলাম, বিকেলে কোথায় গেলাম, কার সঙ্গে ছবি তুললাম, কত প্রশংসা পেলাম। এ যেন আত্মমুগ্ধতার নিরন্তর মেলা। ব্যক্তিগত আনন্দ ভাগ করে নেওয়া দোষের নয়। বিপদ তখনই, যখন অন্যের দুর্দশাও নিজের প্রচারের উপকরণ হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনা দেখলে সাহায্যের হাত নয়, আগে ক্যামেরা। অপমান দেখলে প্রতিবাদ নয়, আগে রিল। যে যত দ্রুত অন্যের অসহায়তা ছড়াতে পারে, সে তত বড় সংবাদদাতা!

এ এক ভয়ংকর বিকৃত সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার কাজ শুধু দৃশ্য সংগ্রহ নয়; তথ্য যাচাই, দায়িত্ববোধ এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা। আজ প্রত্যেকে সব বিষয়ে বিচারক। অভিযোগ শুনেই রায়, প্রমাণ ছাড়াই শাস্তির দাবি। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও দেখে চরিত্রের ময়নাতদন্ত। কোনও মানুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও যেন আর নেই। প্রযুক্তি আমাদের দ্রুত করেছে, কিন্তু আরও ন্যায়পরায়ণ করেছে কি?

কোথায় গেল বাঙালির সেই সুকুমার বৃত্তি? বই পড়ার আনন্দ, গান শোনার অবসর, অন্যের কথা ধৈর্য ধরে শোনা, বিপদে প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো? পাড়ায় রাজনৈতিক পতাকার অভাব নেই, অথচ পাঠাগার বাঁচাতে লোক মেলে না। নেতার জন্মদিনে মঞ্চ হয়, মনীষীর জন্মদিনে মালা পড়ে। তাঁদের মানবিক আদর্শের জন্য জীবনে জায়গা হয় না। সংস্কৃতি এখন অনেকের কাছে উৎসবের সাজ, মননের সাধনা নয়।

একটা সমাজ যখন অন্যের অপমান দেখে হাততালি দেয়, তখন শুধু নির্যাতনকারীরাই দায়ী নয়। দর্শকও দায় এড়াতে পারেন না। নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকা, ছবি তুলে প্রচার করা, পরে রাজনৈতিক সুবিধামতো প্রতিবাদ করা, সবই একই অসুখের লক্ষণ। সরশুনায় যা ঘটেছে, তার প্রতিবাদ যদি কেবল প্রতিপক্ষকে আক্রমণের হাতিয়ার হয়, তা হলে আগামী ঘটনার জন্য মঞ্চটা আমরাই প্রস্তুত করে রাখব।

সরশুনায় তিনজন মানুষের মর্যাদা লঙ্ঘনের অভিযোগে পুলিশ তদন্ত করছে। অপরাধের অভিযোগ থাকলে আইনই সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু কোনও পরিবারের, কোনও দলের, কোনও জনতার কাউকে অপমান করার অধিকার নেই। এই কথাটুকু বলতে যদি আমাদের এখনও ইতস্তত করতে হয়, তবে সভ্যতার দাবি হাস্যকর।

সব মানুষ এমন নন। এখনও বহু মানুষ নিঃশব্দে সাহায্য করেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। তাঁদের কারণেই আশা বেঁচে আছে। ফেসবুকেই দেখি। তাঁরা কেউ রিলসও বানান দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে। সততার পরীক্ষা নিয়ে পুরস্কৃত করে। প্রকৃতি, গাছ চিনিয়ে। কিন্তু তাঁদের কথা লেখা হয় খুব কম।

সংখ্যায় যতই কম হই, বিপন্ন মানুষের পাশে না দাঁড়ালে আমাদের সমস্ত শিক্ষা, রাজনীতি, স্মার্টফোন আর সংস্কৃতির গর্ব অর্থহীন। সরশুনা তাই শুধু একটা পাড়ার আয়না নয়, গোটা বাংলার। সেই আয়নায় আজ দেখা যাচ্ছে, আমরা সবকিছু হতে চাইছি। স-অ-ব। দলের সৈনিক, নেতার অনুগামী, রিলের তারকা, স্বঘোষিত বিচারক। শুধু মানুষ হওয়ার প্রয়োজনটাই ভুলে যাচ্ছি। বাংলা, কলকাতার পুরোনো কৃতিত্ব, প্রশংসা মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এরকম ব্যাটিং আগে দেখিনি

প্রথম পাতার পর

ফিল্ডিংয়ের সময় দেখছিলাম, উইকেটে বাউন্স একটু বেশি। তখনই ঠিক করে নিই, মাঠের কোন প্রান্তের বাউন্ডারিকে বেশি কাজে লাগাব, কোন বোলারকে টার্গেট করব। মূল লক্ষ্য পেসারদের গতির ফায়দা তোলা।'

পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন। রিংটোন সেট করে দেন বৈভব প্রথম বলে চার হাঁকিয়েই। তারপর ছক্কা। অভিষেকও তরুণ সতীর্থকে কৃতিত্ব দিয়ে বলেছেন, 'বৈভব শুরুটা দারুণভাবে করে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। আর ঠিক এটাই চাইছিলাম। এরপর আর ব্রেক লাগাইনি। নিজেদের সহজাত ব্যাটিং করেছি।'

অভিষেকের কথায়, মুখে বলা যতটা সহজ, করে দেখানো ঠিক ততটাই কঠিন। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে কোচদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আরও বলেছেন, 'পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে হয়তো জানা থাকে। কোন বোলারকে টার্গেট করব, তাও ঠিক করা যেতে পারে। কিন্তু যথাযথ বাস্তবায়নে নিবিড় অনুশীলন প্রয়োজন। গতকাল খুব ভালো প্র্যাকটিস সেশন হয়েছে। আজ যা কাজে এসেছে।'

যুবরাজের কথাও বাদ দিলেন না। অভিষেক জানান, ১২ বলে ৫০ করা সহজ নয়। প্রায় দুই দশক আগেই (২০০৭ বিশ্বকাপে) সেটাই করে দেখিয়েছিলেন যুবি পাজি। কীভাবে করেছিলেন বলা কঠিন। আর রেকর্ডের পিছনে ছুটতে রাজি নন তিনি। মূল কথা দলকে জেতানো। এদিন বৈভবকে সঙ্গে নিয়ে যা করতে পেরেই খুশি।

উচ্ছ্বসিত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও। রাখঢাক না করে বলেও দিলেন- এমন ব্যাটিং আগে দেখেননি! 'আমি ও সঞ্জু যখন ব্যাটিং করছিলাম, তখনও বল সুইং করছে। এহেন পরিস্থিতিতে নতুন বলে এরকম ব্যাটিং কীভাবে করল, জানি না। ৫ ওভারে ১০০ করল দুইজনে! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনও দেখিনি।' শ্রেয়সের আরও সংযোজন, যে কোনও পরিস্থিতিতে ভয়ডরহীন ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত বিদেশের মাটিতে, যেখানে চ্যালেঞ্জ বেশি থাকে। এদিনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে অভিষেক, বৈভবের। অন্য পর্যায়ের ব্যাটিং।

শ্রেয়স আরও বলেছেন, 'পরপর ম্যাচ। বিমানযাত্রার ধকলও রয়েছে। তারপরও ওদের এহেন ব্যাটিংয়ে অধিনায়ক হিসেবে আমি গর্বিত। আশাবাদী বাকি দুই ম্যাচেও (৩০ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর) এই ফর্ম বজায় থাকবে বৈভব-অভিষেকের।' বোলারদের পাশেও দাঁড়ালেন। শ্রেয়সের যুক্তি, ওভার পিছু দশ রানের মধ্যে বেঁধে রাখা কৃতিত্বের। আর অভিষেকদের ফর্ম বজায় থাকলে দুশো রানের টার্গেট যে 'সহজ' হয়ে যায়, আজকের ম্যাচ তারই প্রমাণ।

অপরদিকে, চার বছরের ব্যবধানে প্রত্যাবর্তনে ভুবনেশ্বর কুমার এখনও প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। তিন ম্যাচেই চল্লিশের বেশি রান দিয়ে মাত্র ১ উইকেট প্রাপ্তি। ভুবনেশ্বর যদিও কোনও কিছুকেই চাপ হিসেবে নিতে নারাজ। ক্রিকেট-দর্শন পরিষ্কার- ভারতীয় দলে ফিরবেন ভাবেননি। ফেরাটাকে উপভোগ করতে চান। যে কয়টা সুযোগ পাবেন, সেরাটা দিতে চান। চলতি সিরিজেও সেই চেষ্টাই করছেন।

CBC 19101/13/0021/2627

Ministry of Home Affairs
Government of India

সকল জাতির মধ্যে আমাদের জাতিই সর্বাধিক গৌরবময়

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বাহিনীকে সম্মান

জাতীয় একতা দিবস
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট

একতার বহুবর্ণ দর্শন করুন, একই স্থানে

ভারত পর্ব
১লা থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট

Rashtriya Ekta Diwas

আসন বুকিং এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য স্ক্যান, অথবা
rashtriyaektadiwas.com -এ পরিদর্শন করুন

শ্রী নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ক্ষমাপ্রার্থী উত্তরপ্রদেশের সিইও

লখনউ, ২৭ অক্টোবর : ভুলে ভরা ভোটার তালিকা নিয়ে লাগাতার চাপ এবং সমালোচনার মুখে শেষমেশ ক্ষমা চাইল উত্তরপ্রদেশের সিইও দপ্তর। তারা এক্সে জানিয়েছে, 'এই হ্যান্ডেল থেকে করা পোস্টের মন্তব্যগুলির সুর এবং ভাষা কোনও সরকারি হ্যান্ডেল থেকে প্রত্যাশিত কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' এরপরই সিইও দপ্তর বলেছে, 'ওই মন্তব্যে যদি কেউ আহত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের প্রতি আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।' এর আগে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং অভিযোগ করেছিলেন, কমিশনের তরফে যে ভোটার স্লিপগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভুলে ভরা। একের পর এক অদ্ভুত নাম রয়েছে সেখানে। যেমন, রাম নে যাদব কো মারা, মহম্মদ ইকবাল বেগের নামের জায়গায় লেখা আছে মহম্মদ ইকবাল ভিখ মাঙ্গতে হ্যায়।

সঞ্জয় সিংয়ের অভিযোগের জবাবে সিইও দপ্তর বলেছিল, 'সাম্প্রতিক বিধান পরিষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় রাম নে শর্মা কো মারার মতো অদ্ভুত নাম রয়েছে। কম্পিউটার বা সফটওয়্যার জাতিবিদ্বেষী নয়। আমরা ভুল করেছি এটা মেনে নেওয়া যায়। তবে ভুল করার সময়ও জাতের ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য করা হয় না। আমাদের তো ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে রাম কোনও সংখ্যালঘুকে হত্যা করেননি। নাহলে জাতিবিদ্বেষীর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক তকমাও জুটে যেত।' এর জবাবে উত্তরপ্রদেশের সিইও নভদীপ রিনওয়াকে বিজেপির এজেন্ট বলে তোপ দাগেন সঞ্জয় সিং।

নেতানিয়াহুর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

তেল আভিভ, ২৭ অক্টোবর : কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মঙ্গলবার ইজরায়েলি পার্লামেন্ট 'নেসেট'-এর ১২০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে। ১৯৮৮ সালের পর এই প্রথম ইজরায়েলের কোনও সরকার চার বছরের মেয়াদ (২০২২-২০২৬) পূর্ণ

ইজরায়েলে ভোট

করল। তবে নেতানিয়াহুর শাসনকাল মোটেও মসৃণ ছিল না। ৭ অক্টোবরের হামলা ও তারপর গাজা যুদ্ধ, বিচারবিভাগীয় সংস্কার নিয়ে তুমুল গণবিক্ষোভ এবং কট্টরপন্থী হারেদিদের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে বিতর্ক, সব মিলিয়ে প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতার সাক্ষী থেকেছে ইজরায়েল।

মূল লড়াইয়ে নেতানিয়াহুর 'লিকুদ' পার্টির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে নাফতালি বেনেটের 'টুগেদার' পার্টি এবং বেনি গ্যান্টজের 'ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট'। সরকার গড়তে হলে ১২০টি আসনের মধ্যে অন্তত ৬১টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে। ৪ নভেম্বর এই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। যুদ্ধ ও চরম অভ্যন্তরীণ সংকটের আবহে ইজরায়েলের মানুষ আজ কাকে বেছে নেন, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।

সুপ্রিম কোর্টে সাময়িক স্বস্তি জ্ঞানেশের

কর্ণাটকে বাদ প্রায় ১ কোটি ভোটার

নয়াদিল্লি ও বেঙ্গালুরু, ২৭ অক্টোবর : রাজপথে লাগাতার বিক্ষোভ, আন্দোলন। অপরদিকে বিরোধীদের আইনি লড়াই। সাঁড়াশি চাপের মুখে রয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। বিতর্কের মুখে হলফনামা দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয়েছে এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সিইসি এবং বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতিক্রমেই নিয়েছিলেন। এই অবস্থায় মঙ্গলবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং অন্য বিরোধী নেতা-নেত্রীদের দায়ের করা মামলায় সিইসি-কে সাময়িক স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ১৭ নভেম্বর ধার্য করেছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা সবকিছু জানি। আমরা খতিয়ে দেখব।' কমিশনের হলফনামার জবাব দেওয়ার জন্য মামলাকারীদের ১০ দিন সময় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। অপরদিকে বিহারে এসআইআরের সময় সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ছাড়াই ফর্ম-৬-এ কমিশন পরিবর্তন করেছিল বলে মমতা-তৃণমূলের সাংসদ দোলা সেন যে মামলা করেছেন তাতে কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টে মামলার মধ্যেই মঙ্গলবার এসআইআর পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল কর্ণাটকে । তাতে বাদ গিয়েছে প্রায় ১ কোটি ভোটারের নাম। রাজ্যের সিইও দপ্তর জানিয়েছে, কর্ণাটকের বর্তমান ভোটারের সংখ্যা ৪,৫৫,০০,০১১। এসআইআরের আগে এটা ছিল ৫,৫৪,৩২,৩১৪। মোট ৯৯.৩২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে তালিকা থেকে। রাজ্যের জেন জেড অর্থাৎ ১৮-১৯ বছর বয়সি ভোটার রয়েছে ৬.৮৩ লক্ষেরও বেশি।

এসআইআর বিতর্ক এবং ভোট চুরির অভিযোগে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে

- কমিশনের হলফনামার জবাব দেওয়ার জন্য মামলাকারীদের ১০ দিন সময় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত
- পরবর্তী শুনানির দিন ১৭ নভেম্বর
- ফর্ম-৬-এ পরিবর্তন নিয়ে কমিশনকে তলব

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে। এদিন সমস্ত মামলা একত্রিত করে শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। কমিশনের হলফনামায় যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দাবি করা হয়েছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও মতবিরোধ হয়নি। সাংবিধানিক বিধি মেনেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাছাড়া ভিন্নমতের অর্থ যে মতবিরোধ নয় সেকথাও হলফনামায় জানিয়েছে কমিশন।

রাহুল সহ বিরোধীদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। অপরদিকে দোলা সেনের মামলায় সওয়াল করেন মেনকা গুরুস্বামী। তিনি অভিযোগ করেন, 'নতুন ভোটারদের নাম তোলার জন্য ফর্ম-৬-এ বিকৃতি করেছে কমিশন। মামলকারীরা যে সঠিক সেটা কমিশনের হলফনামা থেকে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।' যদিও কমিশনের আইনজীবী মণিন্দর সিং ওই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

এদিকে রাহুল গান্ধি এদিন পূর্ব দিল্লির ত্রিলোকপুরীতে এসআইআর নিয়ে একটি জনশুনানিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে সিইসি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধে তিনি বলেন, 'সর্বোচ্চ স্তর থেকে ভোট চুরি করা হয়েছে। আমরা সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। আমরা থামব না। যতদিন পর্যন্ত না জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দিচ্ছেন কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে সরাচ্ছেন ততদিন বিরোধীদের লড়াই জারি থাকবে।' রাহুল সাফ জানিয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে গরিব মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কারণ, মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের জন্য নতুন ভারত তৈরির চেষ্টা চলছে। সেখানে নাগরিকদের কোনও অধিকার থাকবে না। এদিনের জনশুনানিতে রাহুলের পাশাপাশি হাজির ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, যোগেন্দ্র যাদব, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

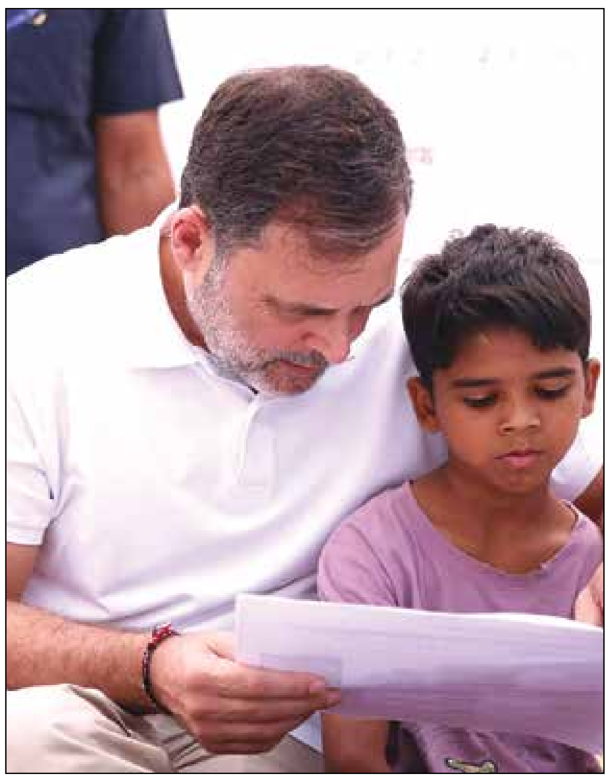

খুদের সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার।

বিজয়ের নিন্দায় স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর : তামিলনাড়ুর থেনিতে জেল ভেঙে ১৭ জন বন্দির পালানোর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন। একটি জনপ্রিয় হলিউড সিরিজের প্রসঙ্গ টেনে সমাজমাধ্যমে তিনি কটাক্ষ করেছেন, 'তামিলনাড়ুতে 'ব্রেকিং ব্যাড'-এর পর এবার 'প্রিজন ব্রেক' শুরু হল!'

সোমবার গভীর রাতে থেনির একটি সাব-জেলে একজন বন্দি মৃগীরোগের ভান করে। রক্ষীরা সেলের দরজা খুলতেই তাঁদের ওপর আচমকা হামলা চালিয়ে ১৭ জন বন্দি পালিয়ে যায়। পুলিশি তল্লাশিতে ৪ জন ধরা পড়লেও ১৩ জন এখনও অধরা। স্ট্যালিন এই ঘটনাকে প্রশাসনের 'চরম ব্যর্থতা' বলে তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, '১৯৯৫ সালের পর রাজ্যে একসঙ্গে এত বন্দি পালানোর ঘটনা এই প্রথম। ২০২৬ সালেও জেলের এমন হতশ্রী নিরাপত্তা মেনে নেওয়া যায় না।' এই ঘটনায় বিজয় সরকারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কংগ্রেসকে তোপ রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : চিনা সেনা অরুণাচল দখল করে নিয়েছে বলে একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছিল কংগ্রেস। বিজেপির দাবি, ওই ভিডিওটি পুরোপুরি ভুয়ো এবং এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল গিরিশ কালিয়াকে নিয়ে যে ভিডিওটি কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে সেটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। এক্সে রিজিজুর তোপ, 'ভারতীয় সেনার ভাবমূর্তিতে কালি লাগাতে যে ভুয়ো এআই ভিডিওটি ছড়ানো হয়েছে তার জন্য গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত কংগ্রেসের।' অভিযোগ নস্যাৎ করেছে ভারতীয় সেনাও।

কংগ্রেস নেত্রী ঋতু চৌধরী দাবি করেছিলেন, 'সীমান্ত দিয়ে চিনের গাড়ি ভারতের ভিতর ঢুকছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল গিরিশ কালিয়া (জিওসি স্পেয়ার কর্পস) অরুণাচলের আসাফিলা, লংজু এবং তাকসিং সার্কেল দখল করেছেন বলে জানিয়েছেন। লজিস্টিক সাপ্লাইয়ের দাবি সত্ত্বেও চিনের বদলে জেন জেডের বিরুদ্ধে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।'

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর : প্রাক্তন মিস সুইৎজারল্যান্ড বিয়াট্রিস কুলকে ১৯৯৩ সালে নিউ ইয়র্কের প্লাজা হোটেলে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। ৩৩ বছর আগের সেই ঘটনার তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষ্য সম্প্রতি মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের ডেমোক্র্যাট এমপিদের হাতে তুলে দেন খোদ বিয়াট্রিস।

আসন্ন নভেম্বরের মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক আগে ডেমোক্র্যাট পার্টির পক্ষ থেকে এই বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসায় আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অসমের হোটেলে শুটআউট, মৃত ৫

গুয়াহাটি, ২৭ অক্টোবর : হোটেলের লিজ নিয়ে গোলমালের জেরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে চলল গুলি! সিসিটিভি-তে ধরা পড়া এই হাড় হিম করা শুটআউটের দৃশ্য ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গুয়াহাটিতে। ২৬ অক্টোবর উলুবাড়ির 'বিলাস ইন' হোটেলে ঘটা এই শুটআউটে হোটেলের মালিক সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতরা হলেন হোটেলের মালিক হেলেনা ভরালি, তাঁর ছেলে দেবর্ষি, পুত্রবধূ রিনিকা, ভাই ভূদেব এবং এক আত্মীয় নারায়ণ দাস। সিসিটিভি ফুটেজে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখা যাওয়া সত্যেন্দ্র পাঠক নামের এক ব্যক্তি বর্তমানে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খুনে ব্যবহৃত পয়েন্ট ৩২ ক্যালিবারের আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্তে জয়েন্ট সিপি অঙ্কুর জৈনের নেতৃত্বে সিট গঠন করা হয়েছে।

'অর্ণব' আছড়ে পড়ার আগে পুরীর সমুদ্রসৈকতে লাল সতর্কতা প্রশাসনের। মঙ্গলবার।

অভিযুক্তদের অর্ধনগ্ন করে হাঁটাল পুলিশ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : বর্বরতার শাস্তি দিতে গিয়ে একই অভিযোগে বিদ্ধ হতে হল পুলিশকেও! কিশোরী ও তার পরিবারের হাতে এক তরুণ ও তাঁর বাবাকে নগ্ন করে হাঁটানোর ঘটনায় ধৃত তিন অভিযুক্তকে প্রায় একইভাবে খালি গায়ে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ। ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বেহালার সরশুনা এলাকায় ওই তিন অভিযুক্তকে খালি পায়ে এবং খালি গায়ে প্রকাশ্যে ঘোরায় পুলিশ। সঙ্গে থাকা তিনজনেরই কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল। তাদের পরনে ছিল কেবল বারমুডা। অভিযুক্তদের দেখতে রাস্তায় ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্যই তাদের ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছিল।

মূল ঘটনাটি ঘটে গত রবিবার। সরশুনায় ১৩ বছরের এক কিশোরীকে চুম্বন করার অভিযোগে ১৮ বছরের তরুণ, তাঁর বাবা ও এক বন্ধুকে আটক করে কিশোরীর পরিবার। পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ভয় দেখিয়ে তিনজনকে নগ্ন করে বাড়ির সামনের গলিতে ৫০ মিটার পর্যন্ত হাঁটতে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে।

তরুণের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সরশুনা থানার পুলিশ কিশোরীর বাবা প্রদীপ সরকার, মামা রাহুল বর্মন, মা রিঙ্কু সরকার ও পড়শি শঙ্কর সাউকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম তিনজনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, অন্যায়ভাবে আটকে রাখা, মানহানি, অপহরণ ও অস্ত্র আইনে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল করার।

অভিযুক্তদের রাস্তা দিয়ে এভাবে ঘোরানোর ঘটনায় পুলিশি ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন পড়েছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'একই মনোভাব পুলিশ নিলে প্রমাণিত হয়, রাজ্যে আইনের শাসন নেই।' ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মমতা তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'পুলিশ খালি গায়ে আর খালি পায়ে হাঁটালেই কি অপরাধের শাস্তি হয়ে যাবে?' এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আইন মেনে কাজ করা পুলিশের দায়িত্ব, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া তাদের কাজ হতে পারে না।' এর আগে

সরশুনা কাণ্ড

অভিযুক্তদের কোমড়ে দড়ি বেঁধে অর্ধনগ্ন করে ঘোরাচ্ছে পুলিশ।

একাধিক জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, গ্রেপ্তারের পর ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও অভিযুক্তের সম্মানহানি ঘটানো পুলিশের কাজ নয়। তা সত্ত্বেও পুনর্নির্মাণের নামে ধৃতদের অর্ধনগ্ন করে ঘোরানোর এই ঘটনা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের অস্বস্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিল।

ল্যান্ডফলের আগেই দাপট 'অর্ণব'-এর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : দফায় দফায় শক্তি বাড়িয়ে বুধবার সকালেই অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে 'অর্ণব'। তার আগেই বদলাতে শুরু করেছে রাজ্যের আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টি। উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির দাপটে কোথাও গাছ উপড়ে পড়েছে, আবার কোথাও বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছেন মানুষ। সুন্দরবনের কুলতলিতে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ও পটাশপুরে তুমুল বৃষ্টি চলছে। খড়গপুরে উপড়ে গিয়েছে গাছ। দাঁতনের একাধিক এলাকা বিদ্যুৎহীন। হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে সুন্দরবনে। সেইসঙ্গে চলছে জলপথে মাইকিং। কলকাতায় আকাশের মুখ ভার।

আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের একটানা গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার। দমকা হাওয়ার দাপট পৌঁছোতে পারে ১৪০ কিলোমিটারে। বিপদের আশঙ্কায় অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও তামিলনাড়ু উপকূলে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওডিশার গঞ্জাম, গজপতি, রায়গড়া সহ ছ'টি সংবেদনশীল জেলায় মঙ্গলবার থেকেই সব স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। নীচু এলাকার বাসিন্দাদের সাইক্লোন শেল্টারে সরানোর কাজ জোরকদমে চলছে। তামিলনাড়ুতেও বৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্ধ্র ও ওড়িশায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একাধিক দলকে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে।

হাসপাতালে ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু বিচারাধীন বন্দির

বারুইপুর, ২৭ অক্টোবর : হাসপাতালের বিছানায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন স্বামী। অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এসে এই দৃশ্যই দেখেছিলেন স্ত্রী। পরদিন সকালে সেই হাসপাতালে গিয়েই জানতে পারলেন, স্বামী আর নেই। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে বিচারাধীন বন্দি বাসুদেব নস্করের (৪৪) মৃত্যুকে ঘিরে এমনই একাধিক প্রশ্ন উঠছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে একই হাসপাতালে দুই বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যু কি নিছকই কাকতালীয়?

বারুইপুরের বেতবেড়িয়ার বাসিন্দা বাসুদেবের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার। ভুয়ো ডিগ্রি দেখিয়ে চিকিৎসা চালানো এবং টাকার বিনিময়ে জাল মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগে চলতি মাসেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। আদালতের নির্দেশে ছিলেন জেল হেপাজতে। তারপরেই অসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যু। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার স্বামীর অসুস্থতার খবর পেয়ে জেলে যান সোনালি। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, বাসুদেবকে ভর্তি করা হয়েছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছোন তিনি। গিয়ে দেখেন, বিছানার সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন স্বামী। সোনালির অভিযোগ, 'আমার স্বামীকে খুন করা হয়েছে। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।'গত ১৩ অক্টোবর ওই হাসপাতালের শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয়েছিল আরেক বিচারাধীন বন্দী আজহারুল লস্করের দেহ।

১২ নভেম্বর কলকাতার ভোটার তালিকা প্রকাশ

পুরভোটে কি বাদ লক্ষাধিক ভোটার?

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : কলকাতা পুরভোটের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সর্বদল বৈঠক করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের দপ্তরে এই বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলের হাতে কলকাতার ১৬টি বরোর ২০৯টি ওয়ার্ড ও বুথভিত্তিক ভোটার তালিকার খসড়া ও ওয়ার্ডের পরিবর্তিত মানচিত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও দাবি বা অভিযোগ থাকলে আগামী ২ নভেম্বরের মধ্যে তা লিখিতভাবে কমিশনের দপ্তরে জমা দিতে হবে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ এবং দাবিপত্র খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে শুনানির মাধ্যমে পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে তা চূড়ান্ত করে ১২ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিল না গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। এনসিপিআইয়ের কোনও প্রতিনিধিকেও এদিন দেখা যায়নি।

ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের বোর্ড গঠন ও মেয়র নির্বাচন সেরে ফেলতে চায় সরকার। সেক্ষেত্রে নভেম্বরের মাঝামাঝি ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। এবার সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ড বেড়ে ২০৯টি হয়েছে। হাওড়ার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়েছে ১৫টি। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআরের ভিত্তিতে তৈরি কলকাতার ১৬টি বিধানসভার বুথভিত্তিক ভোটার তালিকা পুনর্বিন্যস্ত করে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড ও বুথভিত্তিক তালিকা তৈরি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মোটের ওপর এই তালিকা ধরেই কলকাতার পুরভোট হবে। সেক্ষেত্রে কলকাতা ও হাওড়ার বিধানসভাভিত্তিক ভোটার তালিকা থেকে এসআইআরে প্রায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজারের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এর মধ্যে কলকাতাতেই ১ লক্ষের বেশি। এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীদের দাবি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ট্রাইবিউনালে থাকা এই লক্ষাধিক ভোটারের নামের নিষ্পত্তি করতে হবে অথবা অসমের মতো সুয়োমোটো ভিত্তিতে এই ভোটারদের পুরভোটে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এই ইস্যুতেই ২৮ অক্টোবর হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা রয়েছে। তাতে আশু কোনও সমাধান মিলবে বলে মনে করছে না বিরোধীরা। বৈঠকে কমিশনের তরফে কলকাতার ২০৯টি আসনের জন্য মোট ৪৭৭২টি বুথের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যা বিধানসভার বুথের তুলনায় কম।

গ্রামের হাত ধরে বিশ্বমঞ্চে পর্যটন

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : এক হাতে গ্রামের সেই মাটির গন্ধমাখা খাঁটি ঐতিহ্য, আর অন্য হাতে অত্যাধুনিক কৃত্রিম মেধার ছোঁয়া! গ্রামীণ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীদের জীবন বদলে দিতে এবার এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল স্পেনের মাদ্রিদে। ভারতের প্রখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কনট্যাক্ট বেস' (যা বাংলানাটক ডট কম নামে বেশি পরিচিত) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক সংস্থা 'আর্টিজানাল কালেক্টিভ'-এর যৌথ উদ্যোগে এবার বিশ্বের দরবারে সরাসরি নিজেদের শিল্প তুলে ধরার সুযোগ পাবেন প্রান্তিক শিল্পীরা। রাষ্ট্রসংঘের পর্যটন দপ্তর 'ইউএন ট্যুরিজম'-এর সঙ্গে মাদ্রিদে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন বৈঠকের আবহেই এই যুগান্তকারী চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে ভারতের তৃণমূল স্তরে কাজ করছে ইউনেস্কো-স্বীকৃত সংস্থা কনট্যাক্ট বেস। ইতিমধ্যে তারা গ্রামীণ ভারতের প্রায় ৮০ হাজারেরও বেশি শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করেছে, ৩০টিরও বেশি গ্রামকে রূপান্তরিত করেছে সাংস্কৃতিক পর্যটনকেন্দ্রে। কনট্যাক্ট বেস-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান, তাঁদের কাজ নিছক কোনও মেলা করা বা ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখা নয়। বরং শিল্পীদের নিজেদের ক্ষমতায়ন করাটাই আসল লক্ষ্য। তাঁরা চান শিল্পীরা নিজেদের সৃষ্টির সঠিক কদর বুঝুন এবং তা থেকে রোজগারের একটি স্থায়ী পথ তৈরি করুন। অমিতাভবাবুর এই তৃণমূল স্তরের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই এবার জুড়তে চলেছে মার্কিন সংস্থা আর্টিজানাল কালেক্টিভ-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

মার্কিন এই সংস্থাটির তৈরি ডিজিটাল সিস্টেম গ্রামীণ শিল্পীদের

স্বাবলম্বী হবেন প্রান্তিক মানুষ

জন্য এক বিশাল আন্তর্জাতিক বাজারের দরজা খুলে দিতে পারে। আর্টিজানাল কালেক্টিভ-এর প্রতিষ্ঠাতা চার্লস কাও জানান, তাঁদের লক্ষ্য শুধু পণ্য অনলাইনে বিক্রি করা নয়, বরং ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট এবং এআই-চালিত স্টোরিটেলিংয়ের মাধ্যমে গোটা ইকোসিস্টেমকে যুক্ত করা। এর ফলে একজন ক্রেতা বা পর্যটক বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বসে জানতে পারবেন, তাঁর কেনা শৌখিন জিনিসটি ঠিক কোন দেশের কোন প্রত্যন্ত গ্রামের কোন শিল্পী নিজের হাতে বানিয়েছেন। ভারত সহ গোটা 'গ্লোবাল সাউথ' বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিভার অভাব নেই, অভাব শুধু সঠিক প্রচার ও সুযোগের। এই প্রযুক্তি ঠিক সেই শূন্যস্থানটাই পূরণ করবে।

সবচেয়ে বড় চমকটি আসতে চলেছে ২০২৭ সালের মার্চ মাসে। এই যৌথ উদ্যোগের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করবে এআই-চালিত ট্র্যাভেল প্ল্যাটফর্ম 'এক্সপ্লোরার জার্নিস'। সাধারণ পর্যটকরা যাতে সহজেই অচেনা গ্রাম, স্থানীয় উৎসব, লোকশিল্পীদের ওয়ার্ক শপ এবং গ্রামীণ হোম স্টেগুলো খুঁজে পান, তার জন্যই তৈরি হচ্ছে এই বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এর ফলে পর্যটকরা সরাসরি গ্রামে পৌঁছোবেন। লাভবান হবেন স্থানীয় গাইড, হস্তশিল্পী থেকে শুরু করে খাবারের দোকানদার—সকলেই। অর্থাৎ, স্থানীয় মানুষরা এখন আর শুধু ঐতিহ্যের পাহারাদার হয়ে থাকবেন না, তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠবেন অর্থনীতির মূল কারিগর। এই ভারত-মার্কিন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গ্রামীণ পর্যটন ও অর্থনীতিতে এক নতুন ভোরের সূচনা করতে চলেছে।

নতুন চুক্তির পর মাদ্রিদে 'ইউএন ট্যুরিজম' সদর দপ্তরের বাইরে ফ্রেমবন্দি দুই সংস্থার কর্ণধার আর্টিজানাল কালেকটিভ-এর চার্লস কাও (বাঁদিকে) এবং কনট্যাক্ট বেস (বাংলা নাটক ডট কম)-এর অমিতাভ ভট্টাচার্য।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৫৮ সংখ্যা, বুধবার, ১০ কার্তিক ১৪৩৩

সার্বিয়ায় নতুন ইঙ্গিত

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বামেদের জয়ের দিনই বিশ্বে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল ইউরোপের বলকান অঞ্চলের সার্বিয়ায়। সে দেশের সংসদ নির্বাচনে শাসককে ধরাশায়ী করেছে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে ওঠা 'স্টুডেন্ট লিস্ট'। দুটি দেশের ভোটের ধরন এক নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আলাদা। তবু একদিনে দুই ফল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিল যে, মানুষ কি প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাবানদের বাইরে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন কাজের ধরন খুঁজছে?

সার্বিয়ার নির্বাচনের ফলের কারণ বুঝতে গেলে গত প্রায় দু'বছরের ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকাতে হবে। সে দেশের একটি রেলস্টেশনে ছাউনি ভেঙে বহু মানুষের মৃত্যুতে সরকারি ব্যর্থতার অভিযোগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা দুর্ঘটনার বিচার চাওয়ার মধ্যে আটকে থাকেনি। বরং প্রশাসনের কাজকর্মে স্বচ্ছতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সার্বিয়ার ফল দেখিয়ে দিল, মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকলে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা শাসকও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। ক্ষমতায় থাকা মানেই মানুষের চিরস্থায়ী সমর্থন- এমন ধারণা এই ভোটে ধাক্কা খেল। ব্রাজিল ও সার্বিয়ার মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক। দেশ দুটির রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান আলাদা। তা সত্ত্বেও ২০২৬-এর ২৫ অক্টোবরের ভোটে দুটি দেশের ফল বিশ্ব রাজনীতির একটি সাধারণ প্রবণতার দিকে নজর টানছে।

সেই প্রবণতা হল- ক্ষমতাসীনদের কাজের হিসাব চাইছেন ভোটাররা। আরেকটি নতুন প্রবণতা হল- প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে থাকা শক্তিও জনসমর্থন পেতে পারে। সার্বিয়ায় ছাত্র আন্দোলন ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন শক্তি। প্রচলিত রাজনৈতিক দলের বাইরে এখনও পর্যন্ত অরাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশ। যা ইতিপূর্বে একমাত্র নেপালে কিছুটা অনুভব করা গিয়েছিল। তবে ব্রাজিল ও সার্বিয়ার দুই ফলকে একই ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

ব্রাজিলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতা লুলা দ্য সিলভা আবার জনসমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু সার্বিয়ার নির্বাচনে জয়ী স্টুডেন্ট লিস্ট-এর নেতৃত্ব ও কর্মসূচি এখনও পুরোপুরি পরীক্ষিত নয়। প্রথম ক্ষেত্রে পরিচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয়টিতে প্রচলিত নেতৃত্বের বিকল্প খুঁজেছে সাধারণ মানুষ। নিঃসন্দেহে দুটি ছবিই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবণতা বিশ্বব্যাপী দেখা দেবে কি না, পরের কথা। তবে নিঃসন্দেহে প্রচলিত অভিমুখ বদলের বার্তা বহন করছে ব্রাজিল ও সার্বিয়া।

এর প্রভাব ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া, আমেরিকা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পর্কের ওপর পড়তে পারে। সার্বিয়া এতদিন রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। আবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ভালো। নতুন সরকারকে দুর্নীতিদমন ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের পাশাপাশি এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্য সামলাতে হবে। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে বাণিজ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখার প্রশ্ন সামনে থাকবে।

অর্থাৎ, ভোটের ফল দেশের সীমানায় আটকে থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে বিশ্ব রাজনীতিতে। দুর্নীতি ঠেকানো, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার মতো কঠিন কাজ নতুন শাসকের সামনে চ্যালেঞ্জ। এতদিন সরকারি সম্পদের অপব্যবহার, ভোটারদের ওপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ ছিল। ক্ষমতার হাতবদলে তাই নির্বাচনি ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ফেরানো সার্বিয়ার সামনে বড় পরীক্ষা।

একইদিনে ব্রাজিলের ভোটের ফলের বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লুলা ৫১.৭৯ শতাংশ ভোট পেলেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লাভিও বলসোনারোর ঝুলিতে গিয়েছে ৪৮.২১ শতাংশ। যাতে স্পষ্ট, রক্ষণশীল রাজনীতির প্রতি সমর্থন যথেষ্ট শক্তিশালী। ফলে এই ফলকে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির অবসান বলে দেখার সুযোগ নেই। বরং বোঝা যাচ্ছে, ব্রাজিলে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার লড়াই শেষ হচ্ছে না। অর্থাৎ ব্রাজিলের ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ যথেষ্ট গভীর।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

সাত খুন মাফ আমেরিকার

বাণিজ্যের লোভ এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্বার্থের আশায় ভারত বারবার আমেরিকার অন্যায় আবদার ও দাদাগিরির কাছে মাথা নত করে এসেছে, যার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হল মায়ানমার অস্ত্র মামলায় ধৃত মার্কিন নাগরিকের অনায়াস জামিন ও বিদেশযাত্রা।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

প্রতীকী।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির ঝাঁ চকচকে মঞ্চে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ককে অনেকেই কৌশলগত বন্ধুত্বের রঙিন চশমা দিয়ে দেখেন। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে কান পাতলে শোনা যায় আমেরিকার নিরন্তর ছড়ি ঘোরানোর এক নির্লজ্জ ইতিহাস। এই তথাকথিত বন্ধুত্বের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভারতের আপস করার এক অদ্ভুত বাধ্যবাধকতা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আমেরিকা শুধু মিষ্টি কথায় নয়, বরং অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে ভারতের কাছ থেকে সবটুকু ফায়দা লুটে নিয়েছে। এর সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্তটি হল মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর ভারত সফর। প্রথাগত কূটনৈতিক সৌজন্য মেনে তিনি দেশের রাজধানীতে আসারও প্রয়োজনবোধ করেননি; বরং মার্কিন ইচ্ছায় ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকটি আয়োজিত হয় মুম্বইতে। সমকক্ষ দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমন আচরণ কি পারস্পরিক সমমর্যাদার পরিচায়ক, নাকি প্রচ্ছন্ন এক আধিপত্যেরই ইঙ্গিত?

এই আপস করার সাম্প্রতিকতম উদাহরণটি হল মার্কিন নাগরিক এবং ভাড়াটে সৈন্য বলে পরিচিত ম্যাথিউ অ্যারন ভ্যানডাইকের মামলা। চলতি বছরের মার্চ মাসে ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এই মার্কিন নাগরিককে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ ছিল অত্যন্ত গুরুতর— মিজোরামের নিষিদ্ধ সীমান্ত পেরিয়ে মায়ানমারে গিয়ে সেখানকার সশস্ত্র গোষ্ঠীকে ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালানোর প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র জোগান দেওয়া। কিন্তু এরপরের ঘটনাপ্রবাহ যে কোনও সাধারণ ভারতীয়কে রীতিমতো বিস্মিত করবে। তদন্তকারী সংস্থা যখন চার্জশিট জমা দিল, তখন দেখা গেল সেখান থেকে সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) কড়া ধারাগুলো রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে। তার বদলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক আইনের তুলনামূলক লঘু ধারা। নির্দিষ্ট একশো আশি দিনের মধ্যে প্রধান সন্ত্রাসবাদী তদন্ত শেষ করতে না পারার অদ্ভুত যুক্তিতে দিল্লির আদালত থেকে অত্যন্ত অনায়াসেই জামিন পেয়ে যান ওই মার্কিন নাগরিক। শুধু তাই নয়, তাঁকে এক মাসের জন্য নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়। এরপর ২৩ অক্টোবর তিনি ফিরে এলে তদন্তকারী সংস্থা আদালতকে জানায় যে তাদের আরও তদন্তের জন্য সময় প্রয়োজন। আর সেই যুক্তিতে আদালত ওই মার্কিন নাগরিককে ফের ২০২৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের বাইরে থাকার অনুমতি দিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন, এই একই অপরাধে যদি অন্য কোনও দেশের নাগরিক ধরা পড়তেন, ভারত কি এতটা দরাজ মনোভাব দেখাত? আমেরিকার কূটনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করেই যে এই চরম আইনি শিথিলতা, তা বুঝতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমেরিকার এই রক্তচক্ষু আর ভারতের পিছু হটার ইতিহাস কিন্তু আজকের নয়। একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, ১৯৬৫ সালের নন্দাদেবী পর্বতের সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা। চিনের পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ওপর নজরদারি চালানোর জন্য আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা আইবি যৌথভাবে একটি গোপন অভিযান চালায়। ঠিক হয়েছিল, নন্দাদেবীর চূড়ায় একটি পরমাণু শক্তিচালিত আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো হবে। কিন্তু প্রবল তুষারঝড়ের কারণে অভিযানকারী দলটি সেই প্লুটোনিয়াম-২৩৮ যুক্ত যন্ত্রটি পাহাড়ে ফেলেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। পরের বছর যখন তারা যন্ত্রটি খুঁজতে যায়, ততদিনে তুষারধসে সেটি কোথায় যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে। সেই মারাত্মক তেজস্ক্রিয় যন্ত্রটি আজও হিমালয়ের বুকেই লুকিয়ে আছে, যা গঙ্গার উৎসমুখ এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষের জন্য এক চিরস্থায়ী পরিবেশগত বিপদ। কোটি কোটি মানুষের জীবনের চরম ঝুঁকি তৈরি করেও আমেরিকা আজও তার দায় স্বীকার করেনি, আর বাষট্টির যুদ্ধের ভয়ে ভারতও চিরকাল নীরব থেকেছে। একাত্তরের যুদ্ধে বঙ্গোপসাগরে পরমাণু শক্তিচালিত যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে ভারতকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে, নব্বইয়ের দশকে মহাকাশ গবেষণার জন্য রাশিয়ার ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন চুক্তিতে বাধা দেওয়া— আমেরিকা বারবার প্রমাণ করেছে যে তারা কখনোই ভারতের নিজস্ব উত্থান চায় না। প্রযুক্তি হস্তান্তরে বাধা দিয়ে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে এক দশক পিছিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে কৌশলগত বন্ধুত্বের মোড়কে পেশ করা হলেও, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একতরফা আপসের দীর্ঘ ইতিহাস। বাণিজ্য, প্রযুক্তি বা কূটনীতি— সব ক্ষেত্রেই মার্কিন চাপের কাছে ভারতকে বারবার মাথা নোয়াতে হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অস্ত্র মামলায় ধৃত মার্কিন নাগরিকের অনায়াস জামিন প্রমাণ করে, বন্ধুত্বের আড়ালে এই দাদাগিরিই আসলে শেষকথা বলে!

নিজেদের বিশ্বের পরিত্রাতা হিসেবে তুলে ধরার এক অদ্ভুত আগ্রাসী মানসিকতা আমেরিকার মজ্জায় মজ্জায়। ২০২৫ সালের মে মাসে পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত যখন পালটা জবাব হিসেবে 'অপারেশন সিন্দুর' চালাল, তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে দাবি করতে শুরু করেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন। তিনি এমনও দাবি করেন যে, দুই দেশের ওপর চরম বাণিজ্য শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়ে তিনি নাকি এই সমঝোতা করিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই কাল্পনিক মধ্যস্থতার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদও জানান। ভারত সরকার অত্যন্ত কড়া ভাষায় এই দাবি অস্বীকার করে জানায় যে, বহিরাগত কারও মধ্যস্থতা বা বাণিজ্য চুক্তির দরাদরি দিয়ে এই অভিযান থামানো হয়নি। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী সংসদে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে সামরিক লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পর পাকিস্তানের সেনাকর্তাদের অনুরোধেই ভারত অভিযান থামিয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং সার্বভৌম প্রতিরক্ষা বিষয়ে নাক গলিয়ে বিশ্বের কাছে নিজেদের পরিত্রাতা হিসেবে তুলে ধরার এক অদ্ভুত ও আগ্রাসী মানসিকতা আমেরিকার মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমেরিকা ভারতকে লাগাতার ব্ল্যাকমেল করে আসছে। একসময় সস্তায় তেল দেওয়ার কারণে ইরান ছিল ভারতের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী। কিন্তু আমেরিকার একতরফা নিষেধাজ্ঞার চাপে ভারত ইরান থেকে তেল কেনা পুরোপুরি শূন্যে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়, যার খেসারত গোনে দেশের সাধারণ মানুষ। সস্তায় রাশিয়ার তেল কেনার সময়ও আমেরিকা চরম বাণিজ্য শুল্কের জুজু দেখিয়ে ভারতের গলা টিপে ধরেছিল। আর এখন তারা রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করছে ভেনেজুয়েলার তেল কেনার জন্য, যাতে তাদের নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হয়। বাণিজ্যের নামে এই নির্লজ্জ দরাদরি চলছে সব ক্ষেত্রেই। অথচ ভারতের যে মেধার ওপর দাঁড়িয়ে আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ফুলেফেঁপে উঠেছে, সেই ভারতীয়দেরই কাজের ভিসা বাতিল করতে বা অহেতুক কড়াকড়ি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমেরিকার বিলাসবহুল পণ্য এবং কৃষিজাত সামগ্রীর জন্য ভারতের বাজার খুলে দিতে হবে, অথচ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

সব মিলিয়ে ছবিটা অত্যন্ত পরিষ্কার। আমেরিকা যখনই চায়, নিজেদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ভারতের ওপর ছড়ি ঘোরায়। কখনও প্রযুক্তি আটকে, কখনও বাণিজ্যের জুজু দেখিয়ে, আবার কখনও ভেনেজুয়েলার তেল চাপিয়ে দিয়ে তারা সবটুকু ফায়দা লুটে নেয়। আর ভারত দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বের মরীচিকার পেছনে ছুটে বারবার নিজের আত্মসম্মান বিকিয়ে দেয়। মার্কো রুবিওর ঔদ্ধত্য বা ভ্যানডাইকের হাসতে হাসতে দেশে ফিরে যাওয়া প্রমাণ করে, আমেরিকার দাদাগিরিটাই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। একটা স্বাধীন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের এবার সত্যিই আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। বাণিজ্যের মোহে আর কতদিন আমরা আমেরিকার এই সাত খুন মাফ করে যাব!

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

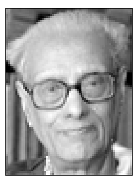

২০০২
কবি, লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৮৬৭
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা।

আলোচিত

বাঘিনী তো জানে না, কোনটা বাংলার জঙ্গল আর কোনটা অসমের। গোটা বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় সে। তার মূল কারণ, ঠিক কোথায় থিতু হবে, ঘুরে বেড়িয়ে দেখেশুনে ঠিক করে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বক্সা, অসমের রাইমোনা ও মানস তো একটাই করিডর। তাই গোটা এলাকা ঘুরে আপাতত বাঘিনীটি এরিয়া ডমিনেশন করছে। বক্সার সীমানা ছেড়ে যাওয়াটা কোনও সমস্যা নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কোথায় সে স্থায়ীভাবে থাকছে, সেটা।

- মনোজ ওরাওঁ

ভাইরাল/১

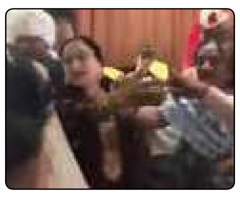

নাসিকের এক তরুণ প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে লুকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার মুখে প্রথম স্ত্রী হাজির হন। দু'পক্ষের তুমুল কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি শুরু হয়। আনন্দোৎসব পরিণত হয় রণক্ষেত্রে।

ভাইরাল/২

মহারাষ্ট্রের থানে স্টেশনে ট্রেন আসতেই যাত্রীরা ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করেন। ট্রেনের একটি বগির দরজা খোলেনি। যাত্রীরা বারবার খোলার অনুরোধ করলেও সাড়া মেলেনি। ক্ষোভের বশে তাঁরা বন্ধ দরজার দিকে জল ছুড়তে থাকেন।

জনমন জনমত

কৃত্রিম মেধা ও জলসংকট

২৪ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়ের 'জল আছে, তবুও কেন হাহাকার?' শীর্ষক প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এক বাস্তব ছবি তুলে ধরেছে। লেখক স্পষ্ট করেছেন, আমাদের মূল সমস্যা বৃষ্টির অভাব নয়, বরং বণ্টনের গলদ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার ঘাটতি। তিনি প্রতিটি জেলার জন্য আবশ্যিক 'জল-হিসেব' বা ওয়াটার অডিটের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু এই জলসংকটের সমান্তরালে আজ আরও একটি অদৃশ্য অথচ তীব্র বিপদ হল কৃত্রিম মেধার বিপুল জল ব্যবহার। আমরা যখন ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার বিপ্লবকে স্বাগত জানাচ্ছি, তখন এর পেছনের পরিবেশগত মূল্যটি কিন্তু আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা ও ডেটা সায়েন্সের তথ্য অনুযায়ী, বিশালাকার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) প্রশিক্ষণ এবং কোটি কোটি ব্যবহারকারীর জটিল প্রম্পট প্রক্রিয়ায় হাইপার-স্কেল ডেটা সেন্টারগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়, তা ঠান্ডা রাখতে (ইভাপোরেটিভ কুলিং সিস্টেম) প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার বিশুদ্ধ মিষ্টি জল বাষ্পীভূত হয়ে অপচয় হচ্ছে।

একদিকে যখন দেশের ২১৮টি খরাপীড়িত জেলায় চাষ ও খাওয়ার জলের জন্য হাহাকার চলছে, তখন প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর শীতলীকরণ ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিঃশেষিত হওয়া এক চরম বৈপরীত্য।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সভ্যতার অগ্রগতির হাতিয়ার, কিন্তু তা যেন প্রকৃতির জীবনের মূল উৎসকে গ্রাস না করে। শুধু কৃষি বা কলকারখানার জল ব্যবস্থাপনায় নজর দিলেই চলবে না, সময় এসেছে ডেটা সেন্টারগুলোর 'ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট' বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করা, ক্লোজড-লুপ বা বিকল্প শীতলীকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কড়া জল-অডিট আইন প্রণয়ন করার।

বীণা রায় মৈত্র
হালের মাথা, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

কেন ভয় বইকে!

এবার পুজোর বাংলায় এক কালো দাগ রয়ে গেল। হয়তো ইতিহাস হয়ে থাকবে 'বই বনাম বুলডোজার'। এখানে ব্যর্থ প্রমাণিত হল নতুন সরকার ও প্রশাসন।

বই নিত্যনতুন আলোর দিশারি। আর সেই বই কি না পায়ের তলায়! কোনও সভ্য, শিক্ষিত মানুষ এরকম কাজ করতে পারেন না। যাঁরা বইকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ হতে পারেন না। সারা বাংলায় এমন জঘন্য ঘটনা ঘটল! রাজনীতির খেলা বইয়ের মধ্যে নিয়ে আসাটাই তো নিন্দনীয়। যে বা যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু কেন করেনি?

আমি নিজে একজন বইপ্রেমী হিসেবে এ ধরনের কাজকে ধিক্কার জানাই। পাশাপাশি এ ব্যাপারে প্রশাসনকেও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের অনুরোধ রইল।

মনোজকুমার রায়
দক্ষিণ ঝাড়আলতা, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা ৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হিলির সেই রাত, বিস্মৃত বিপ্লবের ইতিহাস

উত্তরবঙ্গের বিপ্লবীদের অভিযান, বিচার ও দীর্ঘ কারাবাসের কাহিনী আজও যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি।

সনাতন পাল

এআই।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন তখন তীব্র। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসি তরুণদের মনে আরও আগুন জ্বেলেছিল। বাংলাতেও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের পর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তের মতো তরুণ বিপ্লবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। জালালাবাদ পাহাড়ে সংঘর্ষে প্রাণ যায় একাধিক বিপ্লবীর। সূর্য সেন ১৯৩৩ সালে ধরা পড়েন এবং পরের বছর ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থতার কারণে ইউরোপে চিকিৎসার অনুমতি পাওয়া সুভাষচন্দ্র বসুও ১৯৩৩ সালে ভিয়েনায় চিকিৎসা করাতে করাতে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় উত্তরবঙ্গেও বিপ্লবী সংগঠনগুলির অর্থসংগ্রহ ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।

২৮ অক্টোবর, ১৯৩৩। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিলি। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ও সরকারি ডাক কলকাতায় পাঠানোর কাজে দার্জিলিং মেল গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই ব্যবস্থাকে ঘিরেই হিলি স্টেশনে ডাকের সিন্দুক ও সরকারি নগদ অর্থ লুটের পরিকল্পনা করেন বিপ্লবীরা। আদালতের নথিতে ঘটনাটির উদ্দেশ্য হিসেবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহের কথা উঠে এসেছে। রাতের অভিযানে বিপ্লবীরা স্টেশনে ঢুকে ডাকের সিন্দুকের চাবি দাবি করেন, রেলকর্মীদের বাধা দেন এবং নগদ অর্থ ও ডাকের সামগ্রী নিয়ে সরে পড়েন। গুলিতে ডাক বিভাগের কর্মী কালীচরণ মাহালি আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে পার্বতীপুর, পরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁর মৃত্যু হয়। আদালতের নথিতে আরও কয়েকজন রেলকর্মী ও কর্মচারীর আহত হওয়ার বিবরণ রয়েছে।

অভিযানের পর পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জন গ্রেপ্তার হন। বাকিদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকাতেও তল্লাশি চলে। ঘটনাটি 'হিলি রেল ডাকাতি মামলা' নামে পরিচিত হয়। ১৯৩৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে মামলার আপিলের রায়ে প্রথম বিচারের মৃত্যুদণ্ডের সাজা বদলে যায়। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও হৃষীকেশ ভট্টাচার্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হয়। সত্যব্রত চক্রবর্তী, সরোজকুমার বসু এবং প্রফুল্লনারায়ণ সান্যালের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অন্য কয়েকজনের সাজা সাত বা পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে নির্ধারিত হয়, কালীপদ সরকার খালাস পান। আপিলের শুনানিতে বিপ্লবীদের পক্ষে আইনজীবীরা যুক্তি পেশ করেন। মামলার নথিতে আত্মগোপন, আশ্রয় দেওয়া এবং পুলিশের হাতে তথ্য পৌঁছানোর ঘটনাও উঠে এসেছে।

ঔপনিবেশিক শাসনে 'দ্বীপান্তর' ছিল কঠোর শাস্তির প্রতীক। কারাগারে নির্বাসন, দীর্ঘ কারাবাস, শারীরিক নির্যাতন এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা বিপ্লবীদের জীবনের বাস্তবতা ছিল। হিলি অভিযানের সঙ্গে যুক্তদের কাহিনী তাই শুধু অর্থ লুটের ঘটনা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতার জন্য গোপন সংগঠন চালানো, ঝুঁকি নেওয়া, গ্রেপ্তার, বিচার এবং দীর্ঘ শাস্তির ইতিহাস। দিনাজপুরের বিপ্লবী আন্দোলনের এই অধ্যায় উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাসের অংশ। অথচ জনস্মৃতিতে এর পরিচিতি এখনও সীমিত। ২০২০ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে হিলি অভিযানের বার্ষিকীতে বিপ্লবীদের স্মরণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ স্মরণের উদ্যোগ একেবারে নেই, এমন বলা যায় না। প্রয়োজন আরও ধারাবাহিক ও বিস্তৃত স্বীকৃতি।

আজকের হিলি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুই পাশে বিস্তৃত। দেশভাগের পর ঐতিহাসিক রেলস্টেশনটি বাংলাদেশের দিকে পড়েছে, আর ভারতীয় অংশে বালুরঘাট নিকটতম রেলস্টেশন। এই ভূগোলই হিলির ইতিহাসকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। স্বাধীনতার ইতিহাস কেবল কলকাতা, চট্টগ্রাম বা মেদিনীপুরের বড় ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়, প্রত্যন্ত জনপদের তরুণদের আত্মত্যাগও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই হিলি অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের নাম, পরিবার, সংগঠন ও বিচার নিয়ে আরও গবেষণা দরকার। ২৮ অক্টোবরকে স্থানীয় স্মরণ দিবসের গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা হওয়া উচিত। হিলির সেই রাত আজও মনে করিয়ে দেয়- স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না, যত দিন না বিস্মৃত বিপ্লবীদের অবদান যথাযথভাবে সামনে আসে।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৮৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ভাগ্য যে মহিলার ভালো ৫। জলসেচের জন্য খাল ৬। যথাযথ বিচার ৮। বুক বা ছাতি, তক্তাও হতে পারে ৯। আঘাত বা প্রহার করা ১১। সব সময় একসঙ্গে দেখা যায় এমন দুজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ১৩। প্রবাদে শিবরাত্রির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১৪। নিঃস্ব, দরিদ্র বা দুঃখী মানুষ।

উপর-নীচ : ১। অভিমান থেকে দাম্পত্য কলহ ২। ওজন বা গুরুত্ব ৩। মেয়েদের হাতের বালা ৪। একেবারে যুদ্ধ বা লড়াই ৬। বাঁ হাতে সব কাজ করেন ৭। গহ্বর ৮। যিনি পালন করেন ৯। ভাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ১০। তৈলাক্ত ভাব ১১। ঐরাবত বা হাতি ১২। আলোর উৎস পতঙ্গ ১৩। পুরো এক বছর।

সমাধান ■ ৪৫৮২

পাশাপাশি : ১। বনবিবি ৩। সন্তাপ ৫। চিনির বলদ ৬। হিজল ৭। হায়না ৯। বঙ্গোপসাগর ১২। সামাল ১৩। নামাফিক।

উপর-নীচ : ১। বহুব্রীহি ২। বিনুনি ৩। সরব ৪। পয়োদ ৫। চিল ৭। হার ৮। নাবালক ৯। বয়সা ১০। পঙ্কিল ১১। গয়না।

বিস্ফোরণ অভিষেকের, তাণ্ডব বৈভবের

ওয়েলিংটন, ২৭ অক্টোবর : বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' আছড়ে পড়া নিয়ে তটস্থ প্রশাসন। ওডিশার সঙ্গে বাংলায় কতটা প্রভাব পড়বে তা নিয়েও আশঙ্কার অন্ত নেই। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের ওয়েলিংটনে অবশ্য মঙ্গলবারই আছড়ে পড়ল 'সুনামি'। তবে বাইশ গজে। সুনামির নাম অভিষেক শর্মা। যার সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল নিউজিল্যান্ড।

ভারতের সামনে ১৯৯ রানের জয়লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। পিচ থেকে সুইং মিলছিল। সঙ্গে সামুদ্রিক হাওয়া। যদিও কোনও কিছুই ধোপে টেকেনি অভিষেক ঝড়ের সামনে। ১৫ বলে ৫০, ৩৫ বলে ১০০। ৩৮ বলে ১১৩। বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারিতেই ১০২ রান (৯টি চার ও ১১টি ছক্কা)। দোসর বৈভব সূর্যবংশীর ১৯ বলে ৪৫।

জয়ের হ্যাটট্রিকে সিরিজ ভারতের

প্রথম ওভারে ২৬ রান! ২.২ ওভারে ভারতের ৫০। একশো ৫ ওভারে! পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ১১৮/০! ৭.৪ ওভারে ১৫০! সবই বিশ্বরেকর্ড! তাণ্ডব বজায় রেখে ১৩.২ ওভারেই কিউয়িদের ১৯৮/৩-এর চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক। সিরিজ পকেটে! হাতছানি বাকি দুই ম্যাচ জিতে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করানোর। খুশিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন গৌতম গম্ভীরও।

বিশ্রামে থাকা ঈশান কিষান (চোট), অভিষেককে নিয়ে একেবারে খোশমেজাজে হেডস্যর। পাশে বৈভব। কিছুক্ষণ পর ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের সঙ্গে অভিষেক। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে কোচদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেও অভিষেকের ব্যাট থেকে বেরোনো একের পর মিসাইলকে কোনও কোচিং ম্যানুয়ালে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। গত ম্যাচের আগে পেপটকে অভিষেক সতীর্থদের বলেছিলেন, 'আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। চলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতো খেলে দেখিয়ে দিই।' সেদিন না পারলেও আজ হাতেকলমে অভিষেক শো। বাকিরা যেখানে দর্শক মাত্র।

কিউয়ি বোলাররা বুঝতে পারছিলেন না বল কোথায় রাখবেন, কী ফিল্ডিং সাজাবেন। বেশিরভাগ শটের ঠিকানা মাথার ওপর দিয়ে সোজা গ্যালারি। দশম ওভারের তৃতীয় বলটা বাউন্ডারিতে ছিটকে যেতেই দেশের হয়ে চতুর্থ টি২০ সেঞ্চুরি। তিনটিই ৪০টির থেকে কম বলে, যে নজির কারও নেই। টি২০-তে (ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক) সবমিলিয়ে ১১ নম্বর সেঞ্চুরি। পিছনে ফেললেন বিরাট কোহলির (১০টি) ভারতীয় রেকর্ড।

তিন অঙ্কে পা রেখে প্রথমে নরওয়ের তারকা ফুটবলার আর্লিং ব্রাউট হালান্ডের মতো সেলিব্রেশন, সতীর্থ সঞ্জু স্যামসনের আলিঙ্গন। সবশেষে মাটিতে বসে ধ্যানমগ্ন অভিষেক! সেলিব্রেশনে বৈপরীত্য। ব্যাটিংয়ে অবশ্য শুধুই আগ্রাসন। দীর্ঘদিন পর ফেরা কাইল জেমিসন থেকে মাইকেল ব্রেসওয়েল-প্রত্যেকের হাল এক।

ধ্বংসাত্মক ব্যাটিংয়ে ১১টি ছক্কা। যার সুবাদে ১৫০ ছক্কার মাইলস্টোনে পা অভিষেকের। তাল ঠুকলেন বৈভবও। গত ম্যাচে তিন নম্বরে নেমে সুবিধা করতে পারেননি। আজ নিজের প্রিয় পজিশনে ফিরতেই স্বমেজাজে 'বস বেবিও'। জ্যাকব ডাফির প্রথম ওভারে ২৬ রান নিয়ে ইঙ্গিত পরিষ্কার করে দেন দুইজনে। বাকি সময়ে বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা।

আউট হয়ে ফেরার সময় গোটা স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানাল অভিষেককে। মাঠে নামার পথে শ্রেয়স আইয়ার বুকে টেনে নেন। মঙ্গলবারের বেসিন রিজার্ভে অভিষেককে ঘিরে এমনই একঝাঁক দৃশ্যের কোলাজ। ডেথে শ্রেয়স (১৮), সঞ্জু স্যামসন (৫) দ্রুত ফিরলেও বিস্ফোরক পাওয়ার প্লে-তেই ম্যাচের ভাগ্য অনেক আগেই ঠিক করে দেন অভিষেক-বৈভব।

এর আগে টানা তৃতীয়বার টসে জিতে রান তাড়ার সফল পরিকল্পনার পথেই হাঁটেন শ্রেয়স। পিচে হালকা সুইং ছিল। ছিল আড়াআড়ি হাওয়া। ভুবনেশ্বর কুমার-অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে যার সামনে বেশ অস্বস্তিতে কিউয়ি টপ অর্ডার। টিম সেফার্ট ফাঁস আলগা করতে গিয়ে উইকেট দিয়ে বসেন অর্শদীপকে। তবে ড্যারিল মিচেল (৫২ বলে অপরাজিত ৮৯) ধীরে ধীরে যে পরিস্থিতি বদলে দেন।

তাল ঠুকলেন ফিন অ্যালেন (৪০) ও বেভন জ্যাকবস (অপরাজিত ৩৯)। তবে স্কোরটাকে নাগালের বাইরে যায়নি ভারতীয় বোলিংয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে। মাত্র তিন উইকেট এলেও লাইন-লেংথে অনেক বেশি মুন্সিয়ানা ছিল। অবশ্য অভিষেক-বৈভব বিস্ফোরণের পর এদিন বোধহয় ৩০০ রানও নিরাপদ ছিল না। ৪০ বল হাতে রেখে ১৯৯-তে পৌঁছে সেটাই বুঝিয়ে দেয় গম্ভীরের দল।

জয়ের পর একে অপরের সেলিব্রেশন স্টাইল 'নকল' করলেন অভিষেক শর্মা ও বৈভব সূর্যবংশী। মঙ্গলবার।

৩৫ বলে শতরান করে হুংকার অভিষেক শর্মার। মঙ্গলবার ওয়েলিংটনে।

ওয়েলিংটনে 'ওয়েল ডান' টিম ইন্ডিয়া

রুদ্রাভিষেক

১১ টি২০-তে ১১টি শতরান হয়ে গেল অভিষেক শর্মার। সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে ভারতীয়দের মধ্যে বিরাট কোহলিকে (১০) টপকে সর্বাধিক শতরানের মালিক হয়ে গেলেন তিনি।

৪ দেশের জার্সিতে টি২০-তে অভিষেকের শতরানের সংখ্যা। তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি২০-তে চারটি শতরান করলেন অভিষেক।

৩ আন্তর্জাতিক টি২০-তে চারটির মধ্যে অভিষেকের তিনটি শতরান এসেছে ৪০ বলের মধ্যে। বিশ্বে কোনও ব্যাটারের এই রেকর্ড নেই।

৯ ভারতের হয়ে টি২০-তে অভিষেক ৯টি অর্ধশতরান ২০ বলের মধ্যে করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যা সর্বাধিক।

২ পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি২০-তে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১০ ওভারের মধ্যে দুইবার নিজের শতরান পূর্ণ করলেন অভিষেক।

৩ তৃতীয়বার আন্তর্জাতিক টি২০-তে এক ইনিংসে ১০টির বেশি ছক্কা মারলেন অভিষেক। বিশ্বে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক।

১৫০ ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টি২০ আন্তর্জাতিকে ১৫০ ছক্কার মাইলস্টোনে পা রাখলেন অভিষেক (১৫৮টি)। সামনে রোহিত শর্মা (২০৫টি) ও সূর্যকুমার যাদব (১৭৯টি)।

১১৮ পাওয়ার প্লে-তে ভারতের স্কোর। যা পুরুষদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক। সামগ্রিকভাবে টি২০-তে ভারতের এদিনের ১১৮ দ্বিতীয় সর্বাধিক। শীর্ষে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ১২৫/০ (বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪)।

৭.৪ ওভার তৃতীয় টি২০-তে ১৫০ রান করতে ৭.৪ ওভার নিয়েছে ভারত। যা পুরুষদের টি২০-তে কোনও দলের দ্রুততম দেড়শো। আগের রেকর্ডটি ছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (৮.২ ওভারে)।

২.২ ওভার টিম ইন্ডিয়া এদিন দলগত ৫০-এ পৌঁছেছে ২.২ ওভারে। পুরুষদের টি২০-তে যা যুগ্ম সর্বাধিক।

২৬ এদিন প্রথম ওভারে ২৬ রান করেছিল ভারত। টি২০ আন্তর্জাতিকে আইসিসি-র পূর্ণ সদস্যের দেশগুলির মধ্যে যা সর্বাধিক।

১৩.২ ওভার মঙ্গলবার ভারত ১৩.২ ওভারে ১৯৯ রান তুলে জয় পেয়েছে। ১৯০ রানের বেশি স্কোর তাড়া করার ক্ষেত্রে ভারতের এদিনের জয় বলের নিরিখে দ্বিতীয় দ্রুততম।

১৮.১৩ ভারত এদিন ১৮.১৩ রান রেটে ওপেনিং জুটিতে ১১৮ রান তুলেছে। যা রান রেটের বিচারে সর্বাধিক।

> আমি আর বৈভব ঠিক করেছিলাম, ব্যাটিং উপভোগ করব। বিশেষত পাওয়ার প্লে-তে। ফিল্ডিংয়ের সময় দেখছিলাম, উইকেটে বাউন্স একটু বেশি। তখনই ঠিক করে নিই, মাঠের কোন প্রান্তের বাউন্ডারিকে বেশি কাজে লাগাব, কোন বোলারকে টার্গেট করব। মূল লক্ষ্য পেসারদের গতির ফায়দা তোলা।
>
> -অভিষেক শর্মা

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড	
সেইফার্ট ক অক্ষর বো অর্শদীপ	২
অ্যালেন ক নমন বো নীতীশ	৪০
মিচেল অপরাজিত	৮৯
ফিলিপস ক ও বো অক্ষর	১৭
জ্যাকবস অপরাজিত	৩৯
অতিরিক্ত	**১১**
মোট (৩ উইকেট, ২০ ওভার)	**১৯৮**

উইকেট পতন : ৪/১, ৯০/২, ১২৩/৩।
বোলিং : ভুবনেশ্বর ৪-০-৪০-০, অর্শদীপ ৪-০-৩৩-১, প্রিন্স ৪-০-৪৪-০, অক্ষর ৪-০-৩৬-১, নীতীশ ৪-০-৩৮-১।

ভারত	
বৈভব ক মিচেল বো ফিশার	৪৫
অভিষেক ক ফিলিপস বো জেমিসন	১১৩
সঞ্জু বো জেমিসন	১৮
শ্রেয়স ক ফিলিপস বো স্যান্টনার	৫
তিলক অপরাজিত	১
নমন অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত	**১৩**
মোট (৪ উইকেট, ১৩.২ ওভার)	**১৯৯**

উইকেট পতন : ১৩৩/১, ১৭৮/২, ১৯৩/৩, ১৯৫/৪।
বোলিং : ডাফি ২-০-৪৪-০, মিলনে ২-০-৩৩-০, ব্রেসওয়েল ২-০-৩৬-০, জেমিসন ৩.২-০-৪৫-২, ফিশার ১-০-২৩-১, স্যান্টনার ৩-০-১৭-১।
ফল : ভারত ৬ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচের সেরা : অভিষেক শর্মা।

৮৯ রান করলেও নিউজিল্যান্ডকে জেতাতে ব্যর্থ ড্যারিল মিচেল।

শাহবাজের শতরানের পর সামির ম্যাজিক

বাংলা-৩৫০ কেরল-১০১/৬ (দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : মহম্মদ সামিকে নিয়ে নতুনভাবে কিই বা আর বলব। যাই বলব সামিকে নিয়ে, কম বলা হবে। পাটা উইকেটে এমন বোলিং একমাত্র সামির পক্ষেই সম্ভব। জানি না সামির এমন স্পেল দেখার পরও কেন জাতীয় নির্বাচকরা টিম ইন্ডিয়ায় ওকে ফেরাতে চায় না।

শাহবাজ আহমেদ দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। যখনই সুযোগ পায়, ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফর্ম করে। আজও সেটাই করে দেখাল শাহবাজ। দুর্দান্ত পারফর্ম করল ও। কঠিন সময়ে প্রথমে ব্যাট হাতে শতরান, পরে বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে শাহবাজ ফের প্রমাণ করে দিল, কেন ওকে দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার বলা হয়।

বক্তার নাম লক্ষ্মীরতন শুক্লা। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে বাংলা বনাম কেরলের দ্বিতীয় দিনের খেলা

চালকের আসনে বাংলা

শেষের সামান্য সময় পর মোবাইলে ধরতেই এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে গেলেন বাংলার কোচ। লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণে কোনও ভুল নেই। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে চাপে ছিল বাংলা। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ও ঘটেছিল। প্রথম দিনের শেষে ১৭২/৬ আর যাই হোক না কেন, স্বস্তির স্কোর নয়। কিন্তু খেলার তখনও অনেক বাকি ছিল। কারণ উইকেটে ছিলেন শাহবাজ (১২১) ও সুমন্ত গুপ্ত (৪৯)। সপ্তম উইকেটে তাঁদের ১০৩ রানের পার্টনারশিপ বাংলাকে আজ শুধু ম্যাচে ফিরিয়েছে, এমন নয়। টানা তিন নম্বর ম্যাচে সরাসরি জয়ের স্বপ্ন দেখার মঞ্চও গড়ে দিয়েছে। গতকালের ১৭২/৬ থেকে শুরু করে আজ শাহবাজ-সুমন্তের জন্যই বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৫০ রানে। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে ঘরের মাঠে রীতিমতো ব্যাটিং ঘটেছে কেরলের। দ্বিতীয় দিনের শেষে কেরলের সংগ্রহ ১০১/৬। সামির তিন উইকেটের পাশে শাহবাজও দুইটি উইকেট নিয়ে কেরলকে জোরদার ধাক্কা দিয়েছেন। এখনও ২৪৯ রানে এগিয়ে থাকা বাংলা জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছে।

সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। ক্রিকেটের মতো মহান অনিশ্চয়তার খেলায় এই আপ্তবাক্য কতটা সঠিক, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। বাংলা বনাম কেরল ম্যাচও এমন আপ্তবাক্যের চরম উদাহরণ। গতকাল চাপে ছিল বাংলা। আজ রীতিমতো ব্যাকফুটে কেরল। যদিও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'শাহবাজ-সুমন্ত-সামিদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, খেলার এখনও দুইদিন বাকি। ফলে আমাদের সতর্ক থেকে সামনে তাকাতে হবে।

বাংলার কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের এমন পর্যবেক্ষণের মূল কারণ হল, কেরলের বহু যুদ্ধের নায়ক অলরাউন্ডার জলয সাক্সেনা এখনও উইকেটে রয়েছেন। আর এমন অবস্থায় জলযের খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার বিস্তর নজির রয়েছে। তাই শাহবাজ-সামি শো-র সুবাদে চালকের আসনে বসেও সতর্ক বাংলা।

বাংলাকে ম্যাচে ফেরানোর দুই কারিগর- মহম্মদ সামি ও শাহবাজ আহমেদ। কেরলের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফিতে।

ত্রিশতরান করলেন বরোদার প্রিয়াংশু মোলিয়া।

টানা দ্বিতীয় দ্বিশতরান বাদোনির

ভদোদরা, ২৭ অক্টোবর : বরোদার প্রিয়াংশু মোলিয়া ২১ বছর ১৩২ দিনে সপ্তম কনিষ্ঠতম হিসেবে ত্রিশতরান করলেন রনজি ট্রফিতে। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৩২১ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। যার সুবাদে ১৬৯/৫ থেকে বরোদা অল আউট হয় ৬১৬ রানে। দিনের শেষে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ৬/০।

সারাংশ জৈনের দাপটে মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় দিনেই ইনিংস ও ১৭৪ রানে হারিয়েছে বিহারকে। প্রথম ইনিংসে ৭ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়েছেন সারাংশ। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৯/১৩ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর সেরা বোলিং ফিগার। এই নিয়ে ১০ বার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ উইকেট পেলেন তিনি।

১৩ শিকার সারাংশের

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভালো জায়গায় হরিয়ানা। মুম্বইকে প্রথম ইনিংসে ৪৩০ রানে অল আউট করে মঙ্গলবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ১০৮/২। তার আগে মুম্বইয়ের শেষ ৭টি উইকেট মাত্র ১৪০ রানে ফেলে দেন হরিয়ানার বোলাররা। অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২১০ রান করলেন দিল্লির অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি। রনজিতে টানা দুই ম্যাচে দ্বিশতরান করে বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীরদের পাশে বসে পড়লেন তিনি।

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেছে কর্নাটক। ত্রিপুরার ১৯৪ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে কর্নাটক ৭ উইকেটে ২৯৭ রান তুলেছে। ক্রিজে করুণ নায়ার করেন ৬৩ রান।

ড্র 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচ

মন্দ আলোর জন্য জয় হাতছাড়া পাডিক্কালদের

ভারত 'এ'-১১৩ ও ৫১৬
নিউজিল্যান্ড 'এ'-৩১৭ ও ১৮৭/৯

লিঙ্কন, ২৭ অক্টোবর : অমীমাংসিতভাবে শেষ হল 'এ' দলের চারদিনের বেসরকারি টেস্ট। দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। স্বপ্নের প্রত্যাঘাতের পরও অল্পের জন্য জয় হাতছাড়া ধ্রুব জুরেলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় 'এ' দলের। মন্দ আলোর জন্য যখন খেলা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা, তখন জয় থেকে এক উইকেট দূরে। ৩১৩-র লক্ষ্যে খেলতে নেমে নিউজিল্যান্ড 'এ' ১৮৭/৯।

মন্দ আলোর পাশাপাশি ভারতের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় কিউয়ি ওপেনার কার্টিস হিপির অপরাজিত ৯০। ওয়েলিংটনে অভিষেক শর্মাদের বিজয়রথ নিয়ে যখন ব্যস্ত ক্রিকেটমহল, তখন নিউজিল্যান্ডেরই আরেক শহর লিঙ্কনে কোণঠাসা পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরে ফেলেছিল আকিব নবি দার (২৮/৩), দেবদত্ত পাডিক্কাল (১১/২), আকাশ দীপরা (২৫/১)। কিন্তু চতুর্থ তথা ম্যাচের শেষ দিনের খেলা কিছুটা বাকি থাকলেও কমে আসা আলো বাধ সাধে।

গতকালের ৪৮৮/৮ থেকে এদিন খেলা শুরু করে ৫১৬ রানে ভারতীয় 'এ' দলের ইনিংস শেষ হয়। গতকালের সঙ্গে ১ রান যোগ করে আউট হন ওয়াশিংটন সুন্দর (৫২)। আকাশ ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। লিড দাঁড়ায় ৩১২। যে পুঁজি নিয়ে প্রথম থেকেই জয়ের জন্য ঝাঁপানো। প্রথম স্পেলেই ৩ উইকেট তুলে নেন আকিব। নিউজিল্যান্ড 'এ' ১৩/৩। এখান থেকে হিপি আর ডিন ফক্সক্রফট (৪২) চতুর্থ উইকেটে ৭৮ রান যোগ করেন। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। নিজের ৬২তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচে প্রথমবার উইকেটের স্বাদ পান পাডিক্কালও! কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও জয় হাতছাড়া।

দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নিয়ে শুরুতেই নিউজিল্যান্ড 'এ' দলকে চাপে ফেলে দেন আকিব নবি দার। মঙ্গলবার।

স্টার্কের হাফডজনে আশা অজিদের

দক্ষিণ আফ্রিকা-৩২৯ (প্রথম দিনের শেষে)

কেপ টাউন, ২৭ অক্টোবর : ২০১৮ সালে কেপ টাউনের কিংসমিড স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল কুখ্যাত 'স্যান্ডপেপারগেট' কাণ্ড। যার ক্ষত অজি ক্রিকেটের অন্দরে আজও রয়েছে। ৮ বছর পর ফের একবার কিংসমিডে অজি ব্রিগেড। এবার অবশ্য মাঠে নামার আগে অফফর্ম ও চোট আঘাতে জেরবার ছিলেন প্যাট কামিন্সরা। যার রেশ এদিন পড়ল অজিদের প্রথম একাদশে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের নির্ণায়ক যুদ্ধে প্রথম এগারোয় চার-চারটি পরিবর্তন করতে হল তাদের।

নিক ম্যাডিনসনকে নিয়ে 'পরীক্ষা' শেষ হওয়ায় ম্যাট রেনশ ওপেনিংয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় টেস্টের পরই দলের ব্যাটিংয়ের প্রধান ভরসা স্টিভেন স্মিথকে নিয়ে সংশয় ছিল। আশঙ্কা সত্যি করে মঙ্গলবার মাঠে নামতে পারেননি তিনি। স্মিথের পরিবর্তে জায়গা হয় অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের। আরেক অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে বসিয়ে অজিরা উইকেটকিপার-ব্যাটার জোশ ইনগ্লিসকে খেলিয়েছে। সুযোগ পেয়েছেন স্পিনার অলরাউন্ডার কুপার কনোলি। বোলিং ব্রিগেডে পেসার স্কট বোল্যান্ডের পরিবর্তে ফেরানো হয়েছে বর্ষীয়ান অফস্পিনার নাথান লায়োনকে। এতসব পারমুটেশন-কম্বিনেশনের কচকচানি অস্ট্রেলিয়াকে ২০১৪ সালের পর প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সিরিজ জিততে সাহায্য করবে কি না, সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু মিচেল স্টার্কদের (৭২/৬) দাপটে প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের ৩২৯ রানে অল আউট করল অজিরা।

বোলিং সহায়ক পিচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি অজি অধিনায়ক কামিন্স। তবে আইডেন মার্করাম (৭৮) ও মার্কুয়েস আকেরম্যানের (৯৫) ১৫৮ রানের জুটিতে কামিন্সের সিদ্ধান্ত বুমেরাং হতে বসেছিল। আকেরম্যানকে ফিরিয়ে স্বস্তি দেন লায়োন। জোশ হ্যাজেলউডের (৫৯/১) বলে মার্করামের আউট প্রোটিয়া ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। মার্করাম ফেরার পর দক্ষিণ আফ্রিকা ২০৩/২ থেকে হঠাৎই ২৩২/৬ হয়ে যায়। সেট হয়ে যাওয়া ডেভিড বেডিংহামকে (৫০) তুলে নেন স্টার্ক। তবে রায়ান রিকেলটন (৪২) ও মার্কো জানসেনের (৫২) ৯৫ রানের পার্টনারশিপ রক্তচাপ বাড়াচ্ছিল অজিদের। কিন্তু পুরোনো বলে একই ওভারে দুইজনকেই প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান স্টার্ক। প্রোটিয়া লোয়ার অর্ডারকেও ছেঁটে ফেলার দায়িত্বটাও তিনি নেন।

তিন বলের ব্যবধানে জোড়া উইকেট নেওয়া মিচেল স্টার্ককে সাবাসি প্যাট কামিন্সের।

শাহিনদের হারিয়ে ফাইনালে শ্রীলঙ্কা

লাহোর, ২৭ অক্টোবর : আগেই ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে উঠে গিয়েছিল পাকিস্তান। মঙ্গলবার তাদের বিধ্বস্ত করে খেতাবি লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কা নিজেদের স্থান পাকা করে নিল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শাহিন শা আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ২৫.৩ ওভারে ১১০ রানে গুটিয়ে যায়। দিলশান মদুশঙ্কার (৩৪/৫) বোলিংয়ের সামনে ফখর জামান (৫), সলমন আলি আঘা (৯) ও আগের ম্যাচে পাকিস্তানের নাটকীয় জয়ের নায়ক শাদাব খান (২) একেবারেই সুবিধা করতে পারেননি। যেটুকু প্রতিরোধ তা পাওয়া গিয়েছে বাবর আজমের (২৯) থেকে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। ওপেনার কামিন্দু মেন্ডিস ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন।

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস।

জাহিরের কোচিং টিমে অ্যালবিও

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর : চেন্নাই সুপার কিংসে জাহির খানের কোচিং টিমে এবার অন্তর্ভুক্ত করা হল ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যালবি মরকেলকে। তাঁকে জাহিরের সহকারী করা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অ্যালবি চেন্নাইয়ে ছিলেন। অ্যালবির মতো ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার গ্যারেথ বেটিকেও সহকারী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কোচিং টিমে থাকা শ্রীধরণ শ্রীরাম ও জেমস ফস্টার নতুন কোচিং টিমেও জায়গা ধরে রেখেছেন। জানা গিয়েছে, সহকারী বাছাইয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে কথা বলেছেন হেড কোচ জাহির। তারপরেই নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এবার আগে থেকেই আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করতে চাইছে চেন্নাই। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই ধোনির সঙ্গে দেখা করে আগামী মরশুমের পরিকল্পনা ঠিক করবেন জাহির।

ব্যালন জিতেও মাটিতে পা হ্যারির

ইংল্যান্ডের ২৫ বছরের অপেক্ষা শেষ করে ব্যালন ডি'অর হাতে তুললেন হ্যারি কেন। লন্ডনে সোমবার রাতে।

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : হার কে জিতনে ওয়ালে কো বাজিগর কহতে হ্যায়।

শাহরুখ খানের সিনেমা বাজিগরের বিখ্যাত ডায়লগটা যেন ইংলিশ তারকা হ্যারি কেনের জীবনের সঙ্গেই মানায়। কয়েক বছর আগেও তাঁকে ট্রফি না জেতার জন্য 'লুজার' শব্দটা শুনতে হত। আর আজ তিনিই ব্যালন ডি'অর বিজয়ী।

লড়াইয়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, লামিনে ইয়ামালরা। তারপরেও শেষবেলায় বাজিমাত কেনের। অথচ তাঁকে বহু সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে কয়েক বছর আগেও। শেষবার কোনও ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ২০০১ সালে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন মাইকেল ওয়েন। তখন কেনের বয়স মাত্র ৮ বছর। তখন ইংলিশ তারকা নিজেও ভাবেননি এই পুরস্কার তাঁর হাতে উঠবে।

ছোটবেলায় আর্সেনালের বয়সভিত্তিক দলে ছিলেন কেন। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দেয় আর্সেনাল। এরপর টটেনহাম হটস্পারে আগমন। দীর্ঘ ১৯ বছর স্পার্সের সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। গোলের পর গোল করেছেন। কিন্তু দিনের শেষে ট্রফির ভাঁড়ার শূন্য। ফুটবল দেবতাও বোধহয় কেনের পরীক্ষা নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে এল কেরিয়ারের নাটকীয় মোড়। হৃদয়ের মণিকোঠায় থাকা টটেনহাম ছেড়ে কেন সই করলেন বায়ার্ন মিউনিখে। তারপর বাকিটা ইতিহাস। বুন্দেশলিগা জিতে ট্রফিহীনের অভিশাপ মুক্তি। তারপর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, এমবাপে, ইয়ামালদের মাঝেও নিজের আলাদা রাজত্ব তৈরি করেছেন তিনি। সেই বৃত্ত সম্পন্ন হল এবার ব্যালনের মঞ্চে।

পঞ্চম ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে ব্যালন জিতলেন হ্যারি। স্ট্যানলি ম্যাথিউস, ববি চার্লটন, কেভিন কিগান ও ওয়েনদের তালিকায় নাম লেখালেন তিনি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, ১৯৫৬ সালে প্রথম ব্যালন ডি'অর দেওয়া শুরু হয়। জিতেছিলেন স্ট্যানলি। সেই ঘটনার ৭০ বছর পূর্তিতে আরেক ইংলিশ ফুটবলারের হাতে গেল এই ঐতিহ্যবাহী পুরস্কার।

খেতাব জয়ের পরেও মাটিতে পা কেনের। তিনি বলেছেন, 'এখানে বিশ্বের বেশকিছু তারকা ফুটবলার রয়েছেন। যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ। অন্যান্য পুরস্কার বিজেতা ও পুরস্কারের লড়াইয়ে থাকা সবাইকে আমার অভিনন্দন। আমি ধন্যবাদ জানাই বায়ার্ন মিউনিখের সকল সতীর্থ, কোচ ও কোচিং স্টাফদের। একই সঙ্গে আমার জাতীয় দলের সতীর্থ, কোচকেও ধন্যবাদ।'

স্পার্সের হয়ে কোনও খেতাব জেতেননি কেন। কিন্তু নিজের শিকড়কে ভুলে যাননি। তাই কেনের বক্তব্যে উঠে এল ছোটবেলার ক্লাবের কথা। তিনি বলেছেন 'টটেনহাম হটস্পারকে ধন্যবাদ। এই ক্লাবের জন্য আমি এই মঞ্চে আসতে পেরেছি।'

এদিকে, কেনের ব্যালন ডি'অর পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ইয়ামাল কিংবা এমবাপে কেন পেলেন না সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যদিও খোদ এমবাপে নিজে বলেছেন, 'আমাকে যদি বলা হয়, আমার আগে লামিনে না হ্যারি কে খেতাব জিতবে, তাহলে হ্যারিকেই আমি বাছব। তার মানে এই নয় যে, লামিনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা রয়েছে। ও একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। তবে হ্যারি যেভাবে প্রত্যাশার চাপ সামলে বছরের পর বছর খেলেছে তাতে আমি মুগ্ধ। ওকে পুরস্কার পেতে দেখে আমি আনন্দিত।'

তবে একেবারেই খালি হাতে ফেরেননি ইয়ামাল। সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন তিনি। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার। তবে ব্যালন ডি'অর যেন অধরাই থেকে গেল স্প্যানিশ তারকার কাছে। মহিলাদের বিভাগে ব্যালন ডি'অর পেলেন অ্যালেক্সিয়া পুটেলাস। এই নিয়ে তৃতীয়বার এই খেতাব জিতলেন। একইসঙ্গে আইতানা বোনামাতির তিনবার খেতাব জয়ের কৃতিত্বেও ভাগ বসালেন। পুরুষদের বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার পান লুইস ডে লা ফুয়েন্তে। পুরুষদের বর্ষসেরা ক্লাব প্যারিস সাঁ জাঁ। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে কেনের খেতাব জয়। এক হার না মানা লড়াইয়ের স্বীকৃতি এল ব্যালনের মঞ্চে।

২০২৫-'২৬ মরশুমে বায়ার্নে হ্যারি

বুন্দেশলিগা
ম্যাচ ৩১
গোল ৩৬। অ্যাসিস্ট ৫

ডিএফবি কাপ
ম্যাচ ৬। গোল ১০

সুপারকাপ
ম্যাচ ১। গোল ১

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
ম্যাচ ১৩
গোল ১৪। অ্যাসিস্ট ২

মোট
ম্যাচ ৫১
গোল ৬১
অ্যাসিস্ট ৭

তৃতীয়বার ব্যালন ডি'অর জিতে আবেগপ্রবণ স্পেনের আলেক্সিয়া পুটেলাস।

এসিএল ২-এ জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের

আল সিব-০ ইস্টবেঙ্গল এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ক্রমশ পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার স্বপ্ন থেকে দূরে সরছে ইস্টবেঙ্গল। তিন নম্বর ম্যাচেও জয় পেল না আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল।

এদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর তৃতীয় ম্যাচে ওমানের আল সিবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করায় গ্রুপ পর্যায় পার করার লক্ষ্যপূরণের আশা কমছে। এদিন যেন বড্ড বেশি সাবধানি ফুটবল খেলল ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচের একমাত্র প্রাপ্তি ক্লিনশিট রাখা। ৫২ মিনিটে বিপিন সিংয়ের শট গোলকিপার মুয়াতাসিম আল ওয়াইহিবির হাতে লেগে ক্রসপিস ছুঁয়ে ফিরে আসে। এটা ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোল হতেই পারত। প্রথমার্ধে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার একটা শট গোলকিপারের হাতে যাওয়া ছাড়া তেমন সুযোগ নেই। এই অর্থে অ্যাক্সেল মেয় বারকয়েক পরীক্ষা করেন বটে পূর্বা লাচেনপাকে, তবে তাঁকে টলাতে পারেননি। ৫৮ মিনিটে আলি আল-বুসাইদির তোলা ক্রসে মাথা লাগাতে পারলেই গোল পেতেন অ্যাক্সেল। ওমানের এই ক্লাব এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত শূন্য পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বলেই সম্ভবত এদিন শুরু থেকে অত্যন্ত সাবধানি ও গোছানো ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে। বরং মাত্র ১১ মিনিটে অকারণে বাজে ট্যাকল করে জয় গুপ্তার হলুদ কার্ড দেখা বিপজ্জনক হতে পারত ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। এদিন গোলে প্রভসুখান সিং গিলের পরিবর্তে লাচেনপাকে নামান হাবাস। কারণটা স্পষ্ট নয়। তবে পূর্বা ম্যাচের শেষদিকে চোট পাওয়ায় চিন্তায় পড়তে দেখা যায় হাবাস সহ কোচিং স্টাফদের। এদিন বারের নীচে পূর্বা যথেষ্ট নিরাপত্তা দিলেন দলকে। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে জাহির আল-আঘবারির শট তাঁর শরীর ছুড়ে বাঁচানোই সম্ভবত এক পয়েন্ট এনে দিল ইস্টবেঙ্গলকে।

ইন্টার কাশী এফসি-র বিপক্ষে শুরু করা হার্দিক ভাট, রোহিত কুমার, পিভি বিষ্ণু ও আকে আর্নাউদ লোবার পরিবর্তে এদিন দিয়েগো জিভুলিচ, জিকসন সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও ডেভিডকে নামান হাবাস। এডমুন্ড-ডেভিডে গোল না এলে যে লুকাস জোলিনস্কি ও লোবাকে নামাবেন, এটাই ছিল পরিকল্পনা। আর ডেভিডের পরিবর্তে নেমেই প্রতিপক্ষ বক্সে চাপ তৈরি করা শুরু করেন লোবা। ৬৮ মিনিটে মহম্মদ বসিম রশিদের কর্নার ধরে থেকে হাফ টার্নে নেওয়া শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। হ্যান্ডবলের দাবি থাকলেও অস্ট্রেলিয়ান রেফারি আলেকজান্ডার কিং কর্ণপাত করেননি। তাঁর জন্য বক্সের ঠিক বাইরে পাওয়া ফ্রি কিক কাজে লাগাতে ব্যর্থ ড্যানি র‍্যামিরেজ। ইস্টবেঙ্গলের সেরা সুযোগ ৮০ মিনিটে। রশিদের বাড়ানো থ্রু থেকে বিপিনের চলতি বলেই শট অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচান ওয়াইহিদ।

ওমানের এই দল এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ আহামরি খেলছে না বলেই সম্ভবত গ্যালারির বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা। তবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের আফ্রিকান ড্রামের তালে তালে নেচে-গেয়ে ম্যাচ উপভোগ করতে দেখা গেল। ওমানে প্রচুর ভারতীয়রও বাস। তাই গ্যালারিতে ইস্টবেঙ্গলকে উৎসাহ দিতে ছিলেন কিছু প্রবাসী সমর্থকও। দলের সঙ্গে প্রবাসে ইস্টবেঙ্গলের কিছু সমর্থক সফর করছেন বলেও জানা গেল। ৩ নভেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফিরতি ম্যাচ দুই দলের।

ইস্টবেঙ্গল ঃ লাচেনপা, নুঙ্গা (সন্দীপ), আনোয়ার, জিভুলিচ, জয়, বিপিন, জিকসন (রোহিত কুমার), রশিদ, এডমুন্ড (আসিফ), র‍্যামিরেজ ও ডেভিড (লোবা)।

চেষ্টা করলেও জয় গুপ্তারা আল সিব রক্ষণের ফাঁস কাটতে পারলেন না। আল সিবে মঙ্গলবার।

'প্রিন্স' হ্যারিকে অভিনন্দন বার্তা 'কিং' বিরাটের

'দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, সততার দাম পেলে'

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : গত মরশুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬১ গোল করেছিলেন হ্যারি কেন। যা বিশ্বের সেরা পাঁচ লিগের মধ্যে সর্বাধিক ছিল। শুধু ক্লাবের হয়ে নয়, চলতি বছরের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সেমিফাইনালে ওঠার নেপথ্যেও বায়ার্ন মিউনিখের এই তারকা স্ট্রাইকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। সোমবার রাতে লন্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটারে যোগ্য হিসেবেই কেরিয়ারের প্রথম ব্যালন ডি'অর জিতলেন কেন। 'প্রিন্স' হ্যারিকে অভিনন্দন জানালেন 'কিং' বিরাট কোহলি।

২৫ বছর পর ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ব্যালন জিতলেন কেন। বিরাটের সঙ্গেও হ্যারির বন্ধুত্ব গত ১০ বছরের। ২০১৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত ইনিংসের পর বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন হ্যারি। ২০১৯ সালে ওডিআই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে লর্ডসে দুইজনকে খোশগল্পে মাততে দেখা গিয়েছিল। এমনকি ২০২৫ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম আইপিএল জয়ের পর কেনের অভিনন্দন বার্তা পেয়েছিলেন বিরাট। এবার বন্ধু হ্যারির কীর্তিতে খুশি বিরাট সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'হ্যারি...তুমি যোগ্য হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, সততার দাম পেলে তুমি। তোমার জন্য ভালো লাগছে। ঈশ্বর তোমার ও তোমার পরিবারের মঙ্গল করুক। নিশ্চয় তোমার পরিবারও আজ তোমার সাফল্যে খুবই খুশি। আমার শুভকামনা সবসময় তোমার সঙ্গে রয়েছে। অভিনন্দন।'

শুধু বিরাট নন, হ্যারিতে মজে ফুটবল দুনিয়াও। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক ওয়েন রুনি লিখেছেন, 'দুর্দান্ত প্রাপ্তি সতীর্থ। এই অ্যাওয়ার্ডের যোগ্য ছিলে তুমি।' অভিনন্দন জানিয়ে বায়ার্নের প্রাক্তন তারকা টমাস মুলার বলেছেন, 'তুমি অসাধারণ। অভিনন্দন। খুব তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে গলফ কোর্সে দেখা হবে।' ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'তোমার পারফরমেন্সকে বর্ণনা করার ভাষা অনেকদিন আগেই হারিয়েছি আমি। অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তুমি ফুটবল বিশ্বে পরিচিতি পেলে, যা দেখে সবচেয়ে ভালো লাগছে। ২৫ বছর বাদে ইংলিশম্যান হিসেবে এই পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি আরও স্পেশাল। মুহূর্তটা উপভোগ করো। তোমার মতো লিডার পেয়ে আমি ভাগ্যবান।'

২০১৯ সালে লর্ডসে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল হ্যারি কেন ও বিরাট কোহলিকে।

স্পেনকে বিশ্বকাপ জেতানো লুইস ডে লা ফুয়েন্তে পেলেন পুরুষদের সেরা কোচের পুরস্কার।

ব্যালন ডি'অর পুরস্কার তালিকা

পুরুষদের সেরা : হ্যারি কেন
মহিলাদের সেরা : অ্যালেক্সিয়া পুটেলাস
পুরুষদের সেরা তরুণ প্রতিভা : লামিনে ইয়ামাল
মহিলাদের সেরা তরুণ প্রতিভা : ভিকি লোপেজ
পুরুষদের সেরা গোলকিপার : উনাই সিমোন
মহিলাদের সেরা গোলকিপার : কাতা কোল
পুরুষদের গার্ড মুলার পুরস্কার : হ্যারি কেন
মহিলাদের গার্ড মুলার পুরস্কার : চারলিন কোরাল
পুরুষদের সেরা ক্লাব : প্যারিস সাঁ জাঁ
মহিলাদের সেরা ক্লাব : এফসি বার্সেলোনা
পুরুষদের সেরা কোচ : লুইস ডে লা ফুয়েন্তে
মহিলাদের সেরা কোচ : পেরে রোমেয়ু
সক্রেটিস পুরস্কার : বুকায়ো সাকা

প্রি-কোয়ার্টারে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : নাগাল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের টেবিল টেনিসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার এনবিইউ দল প্রথম ম্যাচে মহাত্মা গান্ধি কাশী বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে বাই পেয়েছিল। দলের কোচ দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন, দ্বিতীয় রাউন্ডে বিলাসপুরের গুরু ঘাসিদাস বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে এনবিইউ শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দলে রয়েছেন সৃজনী বসু, শুভমিতা রক্ষিত, সানিয়া ভৌমিক, সায়নিশা চাকি ও স্নেহান্বিতা সাহা। ম্যানেজার রাহুল দে।

জয়ী উত্তরবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের ভলিবলে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। দলের কোচ সঞ্জয় রায় জানিয়েছেন, মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচে তারা ২৫-২০, ২৩-২৫, ২৫-১৭, ২৫-২১ পয়েন্টে বিহারের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে।

ব্রাজিলের পর এবার কলকাতায় মাইকন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : শিশু দিবসে ফুটবলে তরুণ প্রতিভার অন্বেষণে আসছেন ডগলাস মাইকন।

চলতি মাসের শুরুতেই ব্রাজিল জাতীয় দল খেলে গিয়েছে কলকাতায়। এর আগে পেলে থেকে জিকো বা রবার্তো কার্লোসরা পা রেখেছেন এই শহরে। এবার মাইকনের মতো ব্রাজিলের এবং ইন্টার মিলানের ফুটবল আইকনকে নিয়ে এসে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ফুটবলে আগ্রহী করতে উদ্যোগী হল কিং স্পোর্টস। তিনি এই কোম্পানির গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে ১৪ নভেম্বর কলকাতায় আসছেন। তাঁকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল, তৃণমূল স্তরে প্রতিভা অন্বেষণের পাশাপাশি ফুটবল বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া। মাইকন নিজের প্রজন্মের অন্যতম শক্তিশালী ও গতিশীল রাইট ব্যাক হিসেবে পরিচিত এই ব্রাজিলীয় তারকার ক্ষিপ্র দৌড়, দুর্দান্ত রক্ষণাত্মক দক্ষতার কথা আজও সেইসময়ের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে শোনা যায়। ২০১০ ফিফা বিশ্বকাপে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর দূরহ কোণ থেকে করা গোল আজও ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। হোসে মোরিনহোর ঐতিহাসিক ২০০৯-'১০ মরশুমে অপ্রতিরোধ্য ইন্টার মিলানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন তিনি। তাঁর তারকা হিসাবে পরিচিতি নয় বরং ফুটবলার হিসাবে তাঁর লড়াই ত্যাগকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হবে ছোটদের ওয়ার্কশপ ও পরবর্তীতে বিভিন্ন ফুটবল শিবিরে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী এবং দুইবারের বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ফুটবল কিংবদন্তিকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই মূলত আনা হচ্ছে। ২০৩৭ সালের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ১০ বছরের মধ্যে কিছু প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাই প্রকৃত উদ্দেশ্য মাইকনকে নিয়ে আসার।

তিনি কলকাতায় পৌঁছাবেন ১৩ তারিখ রাতে। পরদিন বিকেলে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির নাম রাখা হয়েছে 'আইকন, মাইকন।'

ব্রাজিলীয়ান রাইট ব্যাক মাইকন।

Dadabhai Sporting Club
L. Result
dt. 20/10/2026
1st - 6369, 2nd - 6991, 3rd - 1187
Con-
7285, 0328, 3379, 5214, 8887, 0101, 7482, 1766, 6787, 8738.

ফাইনালে নন্দঝাড়, বিবেকানন্দ

সিআইএল কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৭ অক্টোবর : সিআইএল কাপের মঞ্চে দাপট উত্তরবঙ্গের। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের ফাইনালেই উত্তরের দল। বুধবার পুরুষদের ফাইনালে মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ি জোনের নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ ও হাওড়া জোনের ক্যানিং দিশেহারা। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে নন্দঝাড় ১-০ গোলে কুচিয়া একাদশ এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ নাগবংশী। অপর সেমিফাইনালে ক্যানিং ২-০ গোলে কল্পনা ট্রাস্টের বিরুদ্ধে জয় পায়। মহিলাদের বিভাগে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ি জোনের বিবেকানন্দ বিদ্যালয়। তারা এদিন সেমিফাইনালে ১-০ গোলে হারায় জিবি ধাম এফসি-কে। ম্যাচের সেরা প্রতিজ্ঞা ছেত্রী। অপর সেমিফাইনালে রামনগর হাইস্কুল ১-০ গোলে হারায় পাকবিড়রা ভৈরব অ্যাকাডেমিকে। বুধবার দুপুরে এমএসএ মাঠে দুই বিভাগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা শ্রীধর কুন্ডু - কে 09.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84C 76540 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার পর এটি আমার জীবনের একটি আনন্দের মুহূর্ত। আমার আর্থিক অবস্থার এই উন্নতির কথা আমি কল্পনাও করিনি। এই বিশেষ উপলক্ষে ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি কামনা করি আমাদের চারপাশের সবাই যেন এই পুরস্কারটি জিততে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা নিকিতা শা-র সঙ্গে কর্মকর্তারা।

জিতে শুরু লায়ন্স ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কার্তিকচন্দ্র মিত্র চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি, বিজয় ভৌমিক চ্যাম্পিয়ন্স অফ চ্যাম্পিয়ন, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, আশালতা সেন, অক্ষয় সাহা ও নীলিমা সাহা ট্রফি ৫ দলীয় মহিলা ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি স্মার্ট সিটি ৭ উইকেটে মুখার্জি হসপিটালকে হারিয়েছে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে টসে জিতে মুখার্জি হসপিটাল ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। প্রীতি কুমারি ৪৩ ও সুস্মিতা বর্মন ৩০ রান করেন। কাকলি সিনহা ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে লায়ন্স ১৮ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নিকিতা শা ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন। জানকি ভাব্যশ্রীর অবদান ২০। বুধবার দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির মাঠে প্রথমে খেলবে বাবুপাড়া বয়েজ হিমালয়ান কুইন ও এনবি ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। পরে মুখার্জি প্যারামেডিকেলের মুখোমুখি হবে মুখার্জি হসপিটাল।

চেন্নাইয়ে রানার্স কৃতিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : চেন্নাইয়ে আয়োজিত ডব্লিউটিটি ইয়ুথ কনটেন্ডার প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে শিলিগুড়ির কৃতিকা শৈব। ফাইনালে ভারতের সাক্ষ্য সন্তোষের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই তুলে ধরেও কৃতিকা ২-৩ গেমে হেরে যায়। সেমিফাইনালে অবশ্য অন্নিকা মহেশ্বরীর বিরুদ্ধে ৩-০ গেমে সহজেই তার জয় এসেছিল। ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের ছাত্রী কৃতিকার প্রশংসায় তার কোচ মান্তু ঘোষ বলেছেন, 'একটা সময় ডব্লিউটিটি কনটেন্ডারে শিলিগুড়ির সৌম্যজিৎ ঘোষ, অঙ্কিতা দাসরা পদক জিতেছে। আশা করছি, ওদের পথে হেঁটে কৃতিকাও একদিন অলিম্পিয়ান হবে। এই বছর ও দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। রাজ্যে পাঁচটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই ছন্দ ও ধরে রেখেছিল কানপুরে আয়োজিত জোনালসেও। এবার কেরিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও কৃতিকা প্রতিভার প্রমাণ দিল।'

এই প্রতিযোগিতায় ট্যালেন্ট স্কাউটের রৌনক সরকার অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল। এই বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে শেষ আটে ওঠে রৌনক।

অচিন্ত্য শরথ কমলের থেকে রানার্স ট্রফি নিচ্ছে শিলিগুড়ির কৃতিকা শৈব।